LIFE
OF
BABU AKSHAYKUMAR DATTA.

শ্রীযুক্ত

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের
জীবন-বৃত্তান্ত

আর্য্যদর্শনের ভূত-পূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত,

কলিকাতা :

১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সংস্কৃত যন্ত্রের
পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২ সাল।

[মূল্য ৸৹ বার আনা।]
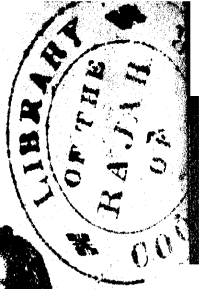
বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত।

পীড়িতাবস্থা। ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম
কালের প্রতিরূপ।

বিজ্ঞাপন।

জীবনচরিত-অধ্যয়নে অনেকেরই সবিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ স্বদেশ-জাত অসামান্য ব্যক্তিগণের জীবন-বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে, অনেকেই ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই জন্য বহু দিবস হইতে স্বদেশীয় মহাত্ম-বর্গের জীবন-বৃত্ত সঙ্কলন করিতে আমার বাসনা জন্মে। আমি স্বদেশীয় অসামান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার মানস করি। তদনুসারে ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, সংবাদ-প্রভাকর, পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোম-প্রকাশ, বঙ্গদর্শন, কল্পদ্রুম, নববার্ষিকী প্রভৃতি নানা পুস্তক ও বিবিধ সাময়িক পত্রিকা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক অক্ষয় বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধে যেখানে যাহা প্রাপ্ত হই, তৎ-সমুদায় সংগ্রহ করিয়া রাখি *। তৎ-পরে আমার পরমাত্মীয় চান্দড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই বিষয় অবগত করিয়া, তাঁহার সহিত এক দিন অক্ষয় বাবুর

---

* আমি যে যে পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা হইতে উক্ত বিষয়ের সংগ্রহ করি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে,—

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৬৫ হইতে ১৮০৬ শক পর্য্যন্ত।

২। Descriptive Catalogue of Bengali Books, by Rev. J. Long, 1855.

৩। আর্য্যদর্শন, ১২৮২ সাল, ফাল্গুন; ১২৮৩ সাল, পৌষ; ১২৮৮ সাল চৈত্র ও ১২৯০ সাল, জ্যৈষ্ঠ।

নিকটে গমন করি। অম্বিকা বাবুর সহিত অক্ষয় বাবুর বহু কাল হইতে বিশিষ্ট-রূপ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি সর্ব্বদাই অক্ষয় বাবুর বাটীতে গতিবিধি করিয়া থাকেন। অক্ষয় বাবু, আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, প্রথমতঃ ইহাতে অসম্মত হন। পরে আমার একান্ত যত্ন ও নিতান্ত আগ্রহাতিশয় দেখিয়া এবং অনেক পরিশ্রমে উক্ত বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়াছি, অবগত হইয়া, অগত্যা সম্মত হইলেন। ইতি-পূর্ব্বে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অক্ষয় বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার মানসে বালি-নিবাসী, স্কুল-সমূহের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর্ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত গোস্বামী মহাশয়কে ইহার আদ্যোপান্ত জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে

৪। সুলভ সমাচার, ১২৮২ সাল, ৩০শে ভাদ্র।

৫। বঙ্গদর্শন, ১২৮১ সাল, আষাঢ়।

৬। বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য।

৭। একাল ও সেকাল।

৮। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত, ১৭৯৩ শকে মুদ্রিত।

৯। The Hindu Patriot, 13th February, 1871 & 11th June, 1883.

১০। সুধীরঞ্জন, শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারি-প্রণীত, ১২৬২ সাল।

১১। সোমপ্রকাশ, ১২৮২ সাল, ৯ই কার্ত্তিক; ১২৮৫ সাল, ১৬ই পৌষ; এবং ১২৯০ সাল, ১১ই বৈশাখ ও ১৫ই শ্রাবণ।

১২। David Hare and the Obligations of the Hindu Community, by Dr. Mahendra Lal Sircar., M. D., 1876.

১৩। সংবাদ-প্রভাকর, ১২৬৩ সাল, ২রা পৌষ।

১৪। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা।

উক্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ঐ জীবন বৃত্তান্ত লইয়া, তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লেখা শেষ হইলে, ঐ পাণ্ডুলিপি পুনরায় ফেরৎ আইসে। আমি পূর্ব্বে যাহা যাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তৎ-সমুদায় সত্বেও, ঐ পাণ্ডুলিপিই আমার এই গ্রন্থ-প্রণয়ন-বিষয়ে প্রধান অবলম্বন হয়। এমন কি, আমি ঐ পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত অনেক বাক্যও ইহাতে অবিকল সন্নিবেশিত করিয়াছি। উল্লিখিত অম্বিকা বাবু এবং অক্ষয় বাবুর কর্ম্মচারী থামারগাছি স্কুলের ভূত-পূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত, আমার হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র রায়, ইঁহারা দুই জনেও আমার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট হইতে আমি অক্ষয় বাবুর সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি। আমার লেখা

১৫। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

১৬। History of the Bra'hma Sama'j, by S. Leonard, 1879.

১৭। সহচর, ১২৮৭ সাল, ২৯শে বৈশাখ এবং ১২৮৯ সাল, ৭ই বৈশাখ ও ২০শে জ্যৈষ্ঠ।

১৮। তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০০ শক, ১৬ই ফাল্গুন।

১৯। Indian Mirror, July 15th, 1868; July 15th, 1877 September 1st, 1878 & November 27th, 1879.

২০। Chamber's Encyclopædia, vol. VI, 1880.

২১। নববার্ষিকী, ১২৮৪ সাল।

২২। প্রভাতী, ১২৮৯ সাল, ১৭ই ভাদ্র।

২৩। সারস্বত পত্র, ১২৯০ সাল, ১৬ই বৈশাখ।

২৪। Literature of Bengal, 1877.

২৫। প্রবাহ, ১২৯০ সাল, কার্ত্তিক।

২৬। উদ্বোধন, ১২৯০ সাল, ১৭ই কার্ত্তিক।

সমাপ্ত হইলে, মেট্রোপলিটন্ ইনষ্টিটিউশনের প্রধান পণ্ডিত বালি-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিতে দিই। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথোচিত পরিশ্রম-সহকারে উহার আদ্যোপান্ত উত্তম রূপে সংশোধন করেন, এবং গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার সময়ে প্রুফও দেখিয়া দেন। 'প্রবাহ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহার মুদ্রাঙ্কন ও প্রুফ-সংশোধন-বিষয়ে যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল মহাশয়-গণের সমীপে আমায় চির-দিনের জন্য কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিতে হইয়াছে।

যে যে স্থানে উদ্ধৃতি-চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, অথচ কোন পুস্তক বা পত্রিকার নাম লিখিত হয় নাই, তত্তৎ স্থলের

২৭। The News of the Day, 10th to 17th June, 1885.

২৮। সমালোচক, ১২৮৫ সাল, ১২ই মাঘ।

২৯। বঙ্গবাসী, ১২৯০ সাল, ১৭ই চৈত্র।

৩০। সঞ্জীবনী, ১২৯০ সাল, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ও ১২৯১ সাল, ৮ই বৈশাখ।

৩১। কল্পদ্রুম, ৪র্থ ভাগ, ৫ম সংখ্যা।

৩২। Religious Thought and Life in India, by Prof. Monier Williams, M. A., C. I. E.

নিরামিষভোজী পত্রিকা, Twenty-four Reasons for a Vegetarian Diet, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত, বাঙ্গালা সাহিত্য-সংগ্রহ, সাহিত্যসার, ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ, স্তুতিমালা, Trubner's American, European and Oriental Rocord, Calcutta Journal of Medicine, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, নির্ব্বাণ তন্ত্র, Wilson's Hindu Sects, রাসায়ণিকা, Goldstuker's Manava-kalpasutra, ধর্ম্ম ইত্যাদি।

অংশ গুলি অক্ষয় বাবুর নিজের মুখের কথা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই পুস্তকে যে সকল পুস্তক ও পত্রিকা হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক খানি পুস্তকের ও দুই খানি পত্রিকার উদ্ধৃতাংশের স্থান-বিশেষ তত্তৎ পুস্তক ও পত্রিকা-লেখকদিগের অভিপ্রায়ানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অক্ষয় বাবুর এই জীবন-বৃত্তান্তের মধ্যে ১৯ উনবিংশতি বৎসরের বিবরণই প্রধান। ইনি ১৬ ষোল বা ১৭ সতর বৎসর বয়ঃক্রম-কালে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া, ৩৫ পঁয়-ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় শিরোরোগ প্রযুক্ত চির-দিনের নিমিত্ত একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। এই পর্য্যন্তই ইনি আপনাকে জীবিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্য্য গুলি এই সময়ের মধ্যেই সমাহিত হয়।

এই গ্রন্থ খানি প্রস্তুত করিতে, যেরূপ পরিশ্রম ও যেরূপ অনুসন্ধান আবশ্যক, তাহার কোন অংশে আমি ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে ইহা সাধারণের প্রীতিকর ও পাঠক-বর্গের কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার-জনক হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা।
১২৯২ সাল,
২রা ভাদ্র।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়,
রাধানগর—খানাকুল কৃষ্ণনগর

সূচী পত্র।

—০ঃ০—

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের

জীবন-বৃত্তান্ত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম-বিবরণ ও পিতামাতার প্রকৃতি-বর্ণন।—চুপীর বাটীতে থাকিয়া গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা ও কিছু পার্সী পড়া।—গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অকিঞ্চিৎকর শিক্ষার সময়েও মনের উচ্চভাব।

১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরে চুপী নামক গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত ও মাতার নাম দয়াময়ী। ইঁহারা উভয়েই দয়ালু-প্রকৃতি ও লোকের বিশেষ উপকারক ছিলেন; অক্ষয়কুমার বাবুর বন্ধুজনেরা ইঁহার পিতার অমায়িকতা ও পরোপকারিতাদি গুণ এবং মাতার প্রবল বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিষয় ইঁহার নিকটে বারংবার শুনিয়াছেন। জনক জননীর, বিশেষতঃ জননীর, গুণাবলী সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে, ইহার বহুল উদাহরণ বিদ্যমান

আছে। মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি, অরিন্দম সার্ জর্জ্জ্ ওয়াশিংটন্, দুর্দ্ধর্ষ জোসেফ্ ম্যাট্সিনি, খৃষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা থিওডোর পার্কার্, বিবিধ বিদ্যাবিশারদ সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ ও সুতীক্ষ্ণ-মনীষা-সম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ। অক্ষয়বাবু উত্তর কালে যে এক জন অসাধারণ সুনীতি-পরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, স্বীয় জননীর প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই তাহার প্রধান কারণ।

ইঁহার মাতা স্বভাব-সিদ্ধ পরোপকারিতা, ন্যায়পরতা ও সৌজন্যাদি বিবিধ গুণে গ্রামস্থ প্রতিবাসি-মণ্ডলীর সম্মানাস্পদ ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত যাঁহার এক বার সাক্ষাৎকার ঘটিত, তিনিই তাঁহার গুণানুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি গ্রামবাসীদের হিতার্থে ঔষধ দান করিতেন এবং সেই ঔষধের যে সকল অনুপান ও পথ্য দ্রব্যাদি সে সময়ে পল্লীগ্রামে পাওয়া যাইত না, তাহা কলিকাতা হইতে আনাইয়া আপনার নিকটে রাখিতেন এবং প্রয়োজনমতে বিতরণ করিতেন। প্রতিবাসীদের কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থা না করিলে সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না, সকলের এইরূপ সংস্কার ছিল। স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তির কার্য্য অনিবার্য্য। কত স্থানে কিরূপে প্রকাশ পায় বলা যায় না। কৃষ্ণনগর হইতে অনতি দূরে ইটুলে নামক গ্রামে অক্ষয় বাবুর মাতার পিত্রালয় ছিল। তিনি বাল্যকালে তথায় থাকিতে

এক দিন শুনিলেন, কৃষ্ণনগরের রাজাদের এক খানি জমি-দারী বিক্রয় হইয়া যাইবে। তিনি সামান্ত গৃহস্থের কন্যা হইয়াও ঐ কথা শ্রবণ মাত্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গুরুজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাজাদের এত ব্যয়, এখন তাঁহাদের কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে? এবং তাহার সদুত্তর পাইবার জন্য কতই ব্যগ্রতা প্রকাশ করি-য়াছিলেন। অক্ষয় বাবুর পিতার অমায়িকভাব ও ভদ্রতা-পূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইত, তিনি আত্মীয় কুটুম্ব ও স্বগ্রামস্থ সকলকে আত্ম-পরিজনের মত দেখেন। বস্তুতঃ তিনি সেই সকলকে তদনুরূপ সম্বোধন ও তাঁহাদের প্রতি চিরদিন তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষা।—হিন্দুদিগের তাবৎ কার্য্যই ধর্ম্ম-মিশ্রিত। শিশুদিগের বিদ্যারম্ভ ব্যাপারও তদনুযায়ী ইহা সকলেই জানেন। এদেশে "হাতে খড়ি" দেওয়া একটি শাস্ত্রীয় প্রথা। পঞ্চম বর্ষে ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সুতরাং পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে অর্থাৎ ১২৩২ সালে ইহাঁর হাতে খড়ি হয়। কিন্তু গুরুমহাশয় অভাবে প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইহাঁর শিক্ষাকার্য্য বন্ধ থাকে। পরে গ্রামস্থ এক জন গুরুমহাশয়কে ইহাঁর শিক্ষাদানার্থে নিযুক্ত করা হয়। অতএব প্রায় সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এই সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গলা গ্রন্থকার গুরুমহাশয়ের নিকট লিখিতে আরম্ভ করেন *।

* Indian Mirror, July 15, 1877.

এতদ্দেশীয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যে সকল বালক লেখাপড়া করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে গুরুমহাশয়ের সমীপে দণ্ডিত ও তিরস্কৃত না হয়, এমন বালকের সংখ্যা সুদুর্লভ। দত্ত মহাশয় যে গুরুমহাশয়ের নিকট লিখিতেন, তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র ছিল। কিন্তু ইনি এমনই সুশীল, বিনীত, বুদ্ধিশালী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন যে, এক দিবসের নিমিত্তেও ইহাঁকে কিছু মাত্র তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত বা বিরক্তিভাজন হইতে হয় নাই। কখন কোন সামান্য কারণে শাসন-বচন প্রয়োগ করিতে হইলে, গুরুমহাশয় "এর কিছু হবে না" এই কয়টি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিলেই, ইহাঁর দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবারি বিগলিত হইত *।

---

* এটি ইহাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রবল শিক্ষানুরাগের কার্য্য বই আর কিছুই নয়। ইহাঁর মাতার নিকট অনেকে বার বার শুনিয়াছেন, অন্য অন্য বালকের মত ইহাঁর কোন বায়না ছিল না। নিতান্ত শৈশব কালেও অর্থাৎ দুই বা আড়াই বৎসর বয়ঃক্রমের সময়েও বায়নার মধ্যে এই ছিল যে, ইনি স্বীয় বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রদিগকে পাঠশালায় যাইতে দেখিলে তাঁহাদের সঙ্গে তথায় যাইবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইতেন এবং "আমি লিখবো, আমি লিখবো" মাতার নিকটে এইরূপ কথা উচ্চারণ করিতেন, অতি শৈশব কালেও যাঁহার এইরূপ ভাব প্রকাশ হইত, বিদ্যালোচনায় তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ-সঞ্চার না হইবে কেন? চাপড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে আর একটি কথা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাও শিক্ষানুরাগের চরম দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া এই স্থানেই অবিকল বিবৃত করা গেল। তাহা এই,

যখন ইহাঁর অনুমান ৭ সাত বৎসর বয়স, তখন এক দিন বৈকালে রৌদ্রের তেজ হ্রাস না হইতেই ইনি পাঠশালায় যাইতে ব্যস্ত হইতেছেন,

এইরূপে চুণীর বাটীতে থাকিয়া ন্যূনাধিক তিন বৎসর কাল গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষিতব্য বিষয় সকল শিক্ষা করেন এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু পার্সীও শিখিতে আরম্ভ করেন। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যে প্রকার শিক্ষা হওয়া সম্ভব, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু যে দুইটি প্রবল বাসনা ইহাঁর অন্তঃকরণকে চিরদিনের জন্য বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার একটি তথায় বদ্ধমূল হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে গুরুমহাশয় ইহাঁকে চাণক্যের শ্লোক পড়াইতে আসিতেন এবং

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।।"

ইত্যাদি বিস্তর শ্লোক পড়াইতেন। গুরুমহাশয়ের নিকট ঐ শ্লোকটির অর্থ শুনিবামাত্র মনোমধ্যে একটি মনোহর ভাবের উদয় হইল। সে ভাবটি মনে এত দূর সংলগ্ন হইয়া গেল যে, গুরুমহাশয় চলিয়া গেলে পর, মাতার সঙ্গে সেই বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎকালে যে ভাব ইহাঁর মনে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই যে, ধনাভিমান ও পদাভিমানে উপেক্ষা করিয়া বিদ্যালাভে যত্ন করাই জীবনের সার কার্য্য। উত্তর কালে এই

দেখিয়া ইহাঁর মাতা নিষেধ করিয়া বলেন, "এত রোদে পাঠশালে গিয়ে কাজ নেই"। এই কথা শুনিয়া ইনি বলিয়াছিলেন, "সকলের মা বলে, শিখ্‌তে যা, শিখ্‌তে যা, আমার মা বলেন, শিখ্‌তে যাস্‌নে, যাস্‌নে, যাস্‌নে।"

ভাবটি যাবজ্জীবন ইহাঁর সঙ্গের সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে, ক্রমশঃ তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। যেরূপ পাঠশালায় জ্ঞানের বিকাশ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব, তাহাতেও ইহাঁর বুদ্ধির গতি যেরূপ হইয়াছিল, তাহাও সামান্য নয়। ইনি এক দিবস বৈকালে ইহাঁদের পূজার বাটির অঙ্গনে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বসিয়া কদলীপত্রে কাঠাকালী অথবা বিঘাকালী লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে ইহাঁর মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইল যে, পৃথিবী কত বিঘাই হইবে? পৃথিবী কতই বড়? পৃথিবীর সীমাই বা কোথায় ও তাহার পরেই বা কি? যদি তার পরে আকাশ হয়, আকাশই বা কতদূর? আকাশের সীমাই বা কিরূপ? তার পরেই বা কি? উপরে যে আকাশ দেখা যায়, তাহাই বা কত দূর? তাহার সীমা আছে কি না? সীমা থাকিলে তাহার পরেই বা কি? গুরুমহাশয় ভয়ানক বস্তু। তাঁহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরে পাঠশালার ছুটি হইলে, বাটি যাইয়া আপনার মাতাঠাকুরাণীকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং" ইত্যাদি গুরুমন্ত্র পাঠ করিয়া ও তাহার কিছু অর্থ বলিয়া কহিলেন, "আমি এইমাত্র জানি।" পরে আবার বলিলেন, "এর কি কেহ সীমা বলিতে পারে?" অক্ষয়কুমার আর কিছুই বলিলেন না। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্তর কালের জন্য ইহাঁর হৃদয়ে আচ্ছন্ন রহিল। এক্ষণকার বাঙ্গলা স্কুলের ছাত্রেরা যাহা শিক্ষা করে, তাহা তখনকার গুরুমহাশয়দের

পাঠশালার ছাত্রদের স্বপ্নের অগোচর ছিল ইহা পাঠক-গণ মনে করিয়া এই সকল বিষয় পাঠ করিবেন *।

যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, বাল্যকালাবধি তাহার কার্য্য হইতে থাকে। কোন বিশেষ ঘটনা দেখিলে অথবা শুনিলে তাহার ফলাফল ও তৎসংক্রান্ত কোন নিয়ম অতি শৈশব কালাবধিই অক্ষয় বাবুর মনে উদিত হইত; এমন কি, ইনি তদ্বিষয়ে একটি উদার ভাব ও যুক্তিসিদ্ধ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিতেন। তাহার অনেক উদাহরণ আছে। যখন ইহার বয়স ন্যূনাধিক ৮ আট বৎসর, তখন এক দিবস অত্যন্ত ঝড় হইবার পরে কয়েকটি বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবাসী লোক ইহাদের বাটিতে বসিয়া একটি সওদাগরের নাম করিয়া বলিতেছিলেন, তাঁহার এই ঝড়ে দশহাজার টাকার দ্রব্য জলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে; তাহাতেও সে সওদাগরের ব্যবসায়ের কিছু হানি হয় নাই। সেই কথা শুনিয়াই ইহাঁর এই রূপ মনে হইল, ব্যবসা করিয়া যে ব্যক্তির দুই একবার ক্ষতি সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার ব্যবসায় প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। ইনি এই নিয়মটি মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। ইঁহার বয়োবৃদ্ধি হইলে ইঁহার কোন আত্মীয় দুঃখী লোক ব্যবসা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে নিষেধ করিতেন। দৈবের কর্ম্ম দেখ, যে যে ব্যক্তি ইহাঁর নিষেধ না শুনিয়া ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সেই ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নষ্ট হইয়াছিলেন। কাহাকেও* কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থান হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। কেহ বা † আপনার মুরব্বির ক্ষতি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ইঁহার সাত আট বৎসর বয়সের সময়ে এক দিবস কতকগুলি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক গল্প করিতেছিলেন যে, অমুক অমুক বাজী রাখিয়া খেলাতে এত টাকা হারিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র ইনি মনে মনে এই স্থির করিলেন, খেলাতে কখনই টাকা বাজী রাখা উচিত নয়। আমি কস্মিন্ কালে বাজী রাখিয়া খেলিব না। বাস্তবিক, ইনি চিরজীবনই ইঁহার এই বাল্যকালের নিরূপিত নিয়মটি পালন করিয়া আসিয়াছেন।

---

* লালমোহন গুহ নামক একটি আত্মীয় কুটুম্বকে।
† কেদার নাথ দত্ত নামক একটি জ্ঞাতি-পুত্র।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

খিদিরপুরের বাসায় আগমন।—পার্সী পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী শিক্ষার অভিলাষ এবং নিজের প্রতিভাবলে আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী প্রভৃতির মত অতিক্রম করিয়া ইংরেজী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া।—প্রথমে যেরূপ ইংরেজী শিক্ষা হইতেছিল তাহাতে অতৃপ্তি।

খিদিরপুরে ইহাঁর পিতা ও পিতৃব্যপুত্রদের বাসা ছিল। দশ বৎসর তিন মাস বয়ঃক্রম কালে ইনি তথায় আগমন করেন। তথায় যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা করিতেন, তাঁহা-দিগকে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাপন্ন বলিয়া এত অল্প বয়সেই ইহাঁর বোধ হয় এবং নানাপ্রকার লোকের সহিত কথাবার্ত্তায় কলিকাতার সেই সময়ে "হিন্দুকালেজ" ও ভবানীপুরের "ইউনিয়ন্ স্কুল" সংক্রান্ত নানা কথা শুনিয়া ইংরেজী পড়িতেই অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে সময়ে বিচারালয়ে পার্সী ভাষা প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহাঁর পিতা, পিতৃব্যপুত্রগণ, প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গ সকলেই ইহাঁর পার্সী পড়া চালাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ইনি তাহা কোন মতেই না শুনিয়া তত অল্প বয়সেই সকলের অনুরোধ অতিক্রম করিয়া পার্সী পড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরেজী পড়িতে অনুরক্ত হন। ইনি এই বিষয় লইয়া মনে মনে অহরহঃ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় লিখিত এক খানি ভূগোলের বাঙ্গলা অংশে মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। এই ভূগোলখানি

...দিয়া অক্ষয় বাবুর সংস্কার
...র পূর্ব্বে, ইস্রদেব কর্ত্তৃক উল্লিখিত
...হয়, হিন্দু সমাজে প্রচলিত এই
কিন্তু ঐ পুস্তকের লিখিত বৃত্তান্তগুলি
...হাঁর অত্যন্ত প্রীতি জন্মিল, এমন কি,
... ও সুসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইল। তখন
...রও মনে হইল, তবেতো ইংরেজী পুস্তকে
... অনেক আশ্চর্য্য বিষয়ের বিবরণ আছে।
... বিবেচনা করিয়া ইহাঁর জ্ঞান-স্পৃহা এত বলবতী
হইল যে, কোন কারণে ও কাহারও অনুরোধে ইংরেজী
অধ্যয়নের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত:
তদ্বিষয়ে একেবারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময়ে এখনকার মত বাঙ্গলা বিদ্যালয় পর্য্যন্তও স্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গলা ভাষায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যারও তাদৃশ প্রচার ছিল না। জ্ঞান-গর্ভ মনোহর চারুপাঠও রচিত হয় নাই। তখন সে সমুদয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য উচ্চশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী বাঙ্গলা

---

* In 1824 Pearson published *Bhugol ebung Jyotish* (printed in English and Bengali,) i. e. dialogues on *Geography and Astronomy* which gave a general description of the earth, the Zillahs of Bengal, General History of Hindustan, description of other countries of Asia, General Geographies of Europe and America—the solar system, comets, eclipses, tides, lightning, rainbows, compass, meteors. See *A descriptive Catalogue of Bengali Books*, by Rev. J. Long. 1855. pp 17—18.

বিদ্যালয়েরও সৃষ্টি হয় নাই। সুতঃ
সমূহে ঐ সকল পুস্তক পঠিত ও
তাহার মর্ম্ম সকল জনসমাজে যেরূপ
আসিতেছে, তখন সেরূপ হইবার কোন
না। লোকমুখে তৎসংক্রান্ত কোন কথা শু
করিবারও কোন সুযোগ ঘটিত না। তখনকার পা
শিক্ষা করিয়া "সেবকশ্রী", "আজ্ঞাকারী" প্রভৃতি পাঠ
পত্র এবং 'তদ তদু' 'তপ তপু' প্রভৃতি শব্দ-বিশিষ্ট এক
চিঠা লেখা পর্য্যন্তই শিক্ষার চরম সীমা ছিল। সে সময়ে
এদেশীয় পল্লীগ্রামস্থ অশিক্ষিত ব্যক্তির, বিশেষতঃ তাদৃশ
অল্পবয়স্ক অশিক্ষিত বালকের হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বিষয়ে
আস্থা হওয়া কোনক্রমে সম্ভাবিত নয়। ইন্দ্র জল-বর্ষণ
ও বজ্র-প্রহারের কর্ত্তা, বিদ্যুৎ রাক্ষসীর জিহ্বা বা দেব-কন্যা-
বিশেষ *, পবনদেব বায়ু ও ঝটিকা প্রেরণ করেন, এই
সমস্ত কথাই অন্যান্য লোকের ন্যায় অক্ষয় বাবুও শৈশবা-
বধি সাধারণ লোকের নিকটে ও কথকের কথকতায়
শুনিয়া আসিয়াছিলেন। পরে কিঞ্চিদধিক দশম বৎসরের
সময়ে উল্লিখিত ভূগোলের বাঙ্গলা-অংশে দেশ-প্রচলিত মতের
বিরোধী কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য বিষয়গুলি পাঠ
করিয়া তাহাই যুক্তি-সিদ্ধ ও যথার্থ বলিয়া বোধ করা এবং
সেই সঙ্গে তৎপাঠে প্রগাঢ় অনুরাগী ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া
সহজ ব্যাপার ও সামান্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক নয়।

---

* হিন্দুশাস্ত্র মতে বিদ্যুৎ ঐরাবতের ভার্য্যা। কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত
ইনি [illegible] করিতে পান নাই।

নকার বিষয়কর্ম্মোপযোগী বাঙ্গলা , ইংরেজী শিক্ষা দিতে হইলে, যেরূপ চত ও আবশ্যক, তিনি তাহা বিশেষ- হলেন না। হরমোহন দত্ত নামক অক্ষয় টি পিতৃব্য-পুত্র ইংরেজী লেখাপড়া জানিতেন। কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টের 'মাষ্টার আফিসে' প্রধান ানির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরিজনের মধ্যে কাহা- কেও শিক্ষা দিতে হইলে তিনিই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। সে সময়ে পল্লীগ্রামে 'মাষ্টার' নামে খ্যাত এক এক জন লোক থাকিতেন। গ্রামবাসীরা প্রায় তাঁহাদেরই নিকটে আপনাপন বালকদিগকে ইংরেজী ভাষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। খিদিরপুরে ষ্টার * নামক ঐরূপ একজন লোক ছিলেন। পতৃব্য-পুত্র ঐ হরমোহন দত্ত মহাশয়, উক্ত মাষ্টা- নিকটে প্রথমে ইহাঁকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে দেন। ঐ ব্যক্তি ইংরেজীতে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন তরাং বালকদিগকে উত্তমরূপে পাঠ বুঝাইয়া দিতে তন না, ইহা অক্ষয় বাবু এত অল্প বয়সেই অর্থাৎ াদশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই উত্তমরূপ বুঝিতে হইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন ব্যাপিয়া ইহাঁকে বস্থায় বৃথা কাল হরণ করিতে হয়। কিছুদিন পরে রূপ। সময় নষ্ট হইতেছে বুঝিয়া, ইনি স্কুলে প্রবিষ্ট হইবার

* ইঁহার প্রকৃত ও সম্পূর্ণ নাম অক্রূর সরকার।

নিমিত্ত হরমোহন বাবুকে নি...
বলেন এবং অন্যান্য কোন কোন...
বিশেষরূপ অনুরোধ করান। ইহাতে...
অক্ষয় বাবুকে স্বীয় মনোনামত ফল লাভে...
হয়। কারণ, ঐ রূপ বারংবার প্রার্থনাতে...
বাবু ইহাঁকে স্কুলে প্রেরণ করেন নাই। নিজে...
অপরাহ্লে আপিস হইতে আসিয়া পাঠ বলিয়া দি...
পরে অক্ষয় বাবু কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ উত্তেজিত ও আত্ম...
ব্যক্তি-বিশেষের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার আফিসের একজন সুশিক্ষিত কেরাণির নিকটে লইয়া যান। কেরাণি মহাশয়ের বুদ্ধি বিদ্যা থাকিলে কি হইবে? তিনি স্বকীয় বিষয়কর্ম্মেই সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত ও ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। অধ্যাপনায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগের প্রত্যাশা কিরূপে করা যাইতে পারে? তবে নিতান্ত অনুরোধে এক এক বার কিছু কিছু বলিয়া দিতেন মাত্র। তাহাও আবার সকল দিনে এক সময়ে ঘটিত না। এই অসুবিধা প্রযুক্ত অক্ষয় বাবু সর্ব্বদা যে, কিরূপ মনোদুঃখে ও ব্যাকুল ভাবে কাল যাপন করিতেন, তাহা ইহাঁর শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহাতিশয় দেখিয়াই অক্লেশে বোধগম্য হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থ আগ্রহাতিশয়।—কেবল নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়-বলে কলিকাতায় আগমন ও ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনরিতে অর্থাৎ গৌর-মোহন আঢ্যের স্কুলে শিক্ষার্থ প্রবেশ।

ইঁহার জ্ঞান-পিপাসা কিছুতেই মন্দীভূত হইবার নহে। ভবানীপুরে "ইউনিয়ন্ স্কুল" নামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। যে সময়ে ইঁহার উক্তরূপ মানসিক কষ্ট যাইতেছিল, সেই সময়ে এক দিবস উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-গণের বাৎসরিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক-বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। অক্ষয় বাবু ঐ দিবসে ঐ বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে সেই পরীক্ষা দেখিতে যান; তাহা দেখিবামাত্র ইঁহার বিদ্যা-শিক্ষার অনুরাগ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ইনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, "যে রূপেই হউক, আমি কোন না কোন স্কুলে প্রবিষ্ট হইবই হইব।" ঐ সময়ে খিদিরপুরে খৃষ্টান্ মিশনরিদিগের একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি গুরুজন ও আত্মীয় লোকের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং গিয়া সেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। হিন্দু-সন্তানের পক্ষে মিশনরি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করা তৎকালে অতিশয় দূষণীয় কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। বিশেষতঃ ইঁহার বাটিস্থ সক-লেই ভয়ানক হিন্দু-মত-পক্ষপাতী ছিলেন। মিশনরি স্কুলে প্রবিষ্ট হওয়া তাঁহাদের মতে যে কীদৃশ অযৌক্তিক ও

দুর্বা, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। স্কুলে ভর্ত্তী হওয়ার পরে যদিও ইহার পিতা কিছুই আপত্তি করেন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত হরমোহন দত্ত ইহাকে উক্ত স্কুলে পড়িতে যাইতে বিশেষরূপে নিবারণ করিলেন; অথচ অন্য কোন স্কুলে পড়িতে দিলেন না। ইহাতে অক্ষয় বাবু তাঁহার নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সেই খৃষ্টান্ মিশনরি স্কুলেই গমন করিলেন। তাহাতে হরমোহন দত্ত বিরক্ত এবং কুপিত হইয়া পর দিবস প্রাতে ৭।৮ টার সময়ে বলিলেন, 'তুমি এখনই আমার কথা শুনিতেছ না, আর কিছু দিন ঐ স্কুলে পড়িলে, তুমি কোন রূপেই আমাদের মতানুসারে চলিবে না।'

যাহাকে চলিত ভাষায় রাশ্‌ভারী লোক বলে, ঐ হরমোহন দত্ত সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাব-প্রভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরেরা, এমন কি, কর্তৃপক্ষীয় গুরুজনেরাও তাঁহার সম্মুখে কথোপকথনে সাহসী হইতেন না। কিন্তু ইনি বালক, তাঁহা অপেক্ষা সমধিক বয়ঃকনিষ্ঠ এবং নিতান্ত নিরীহ ও শান্তশীল হইয়াও, জ্ঞানতৃষ্ণা-প্রভাবে খৃষ্টান্ মিশনরি স্কুলে বিদ্যা-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত উচ্চৈঃস্বরে ন্যায়-সঙ্গত ও উচিতমত বাদানুবাদ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত ও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইনি হরমোহন বাবুর তিরস্কার শুনিয়া দুই চারি কথার পরে বলিতে লাগিলেন, "প্রথমে আপনি আমাকে জর মাষ্টারের নিকটে পড়িতে দেন তথায় রীতিমত শিক্ষাই হয় নাই, এ কথা আপনাকে অবগত করিয়া আমাকে কোন

স্কুলে নিযুক্ত করিয়া দিতে বলিলাম ; তাহাতেও আপনি আমাকে কোন বিদ্যালয়ে না দিয়া নিজে অতি অপরাহ্ণে কিছু কিছু পড়া বলিয়া দিতেন ; সে সময়ে আপনি আপিস হইতে শ্রান্ত হইয়া আসিতেন ; তখন আপনার আবশ্যক মত অবসর হইত না এবং সকল দিনও শিক্ষা দেওয়া ঘটিত না ; ইহাতে, আমার প্রার্থনাক্রমে আপনার নিকটে আমার জন্য অনেকে অনুরোধ করেন ; তাহাতেও আপনি মনোযোগ না করাতে, আমি ব্যাকুল হইয়া আপনার আপিসের ভবানী বাবু দ্বারা আপনাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করাই, তাহাতেও আপনি আমাকে কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া আপনার আপিসের একটি কেরা- ণির নিকট পড়িতে দেন ; তিনি বিদ্বান্ লোক বটেন, কিন্তু আপনার বিষয়কর্ম্মেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন ; দিনান্তে একবারমাত্র কিছু পড়া বলিয়া দিতেন ; ইহাতে আমার কিছুই মনের তৃপ্তি হইত না, কেবল কষ্টই যাইত ; মধ্যে মধ্যে চুণীর বাটিতে গিয়া একাদি- ক্রমে অনেক মাস অবস্থিতি করাতে বৃথা কালক্ষেপ হই- য়াছে, সে সামান্য ক্লেশের বিষয় নয় ; পরে ভবানী- পুরের ইউনিয়ন্ স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ দেখিতে গিয়া আমার মনে স্থির হইল, আমার কিছুই লেখা পড়া হইতেছে না ; এই মনঃকষ্টের সময় এখানে (অর্থাৎ খিদির- পুরে) মিশনরি স্কুল সংস্থাপনের সংবাদ শুনিলাম এবং অবগত হইলাম, তথায় পড়িলে বেতনও লাগিবে না ও পুস্তকও ক্রয় করিতে হইবে না ; বিনা ব্যয়ে শিক্ষা হইবে

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ও নিজেই তথায় গিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম; তাহাঁও যদি আপনি নিষেধ করিবেন, কোনরূপেই যাইতে দিবেন না, তবে আমার কি কিছুই লেখা পড়া হইবে না?" আহা! কি স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-তৃষ্ণারই পরিচয়! কি অধ্যবসায়! কি সুমনোহর মনঃপ্রবৃত্তি! ভূমণ্ডলের আদর্শভূমি! নিতান্ত সুশীল অক্ষয়-কুমারকে গম্ভীর-স্বভাব হরমোহন দত্তের কথার উপর এরূপ সতেজ স্বরে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে দেখিয়া, বাসার* সকলে চমকিত হইয়া গেল এবং অনেকেই ইঁহার শিক্ষানুরাগের বিষয় লইয়া জল্পনা করিতে লাগিল। হরমোহন বাবুর মনেও উপস্থিত বিষয় লইয়া একরূপ আন্দোলন চলিল। অক্ষয় বাবু ঐরূপ বাগ্‌বিতণ্ডার পরে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া নীচের একটি গৃহে বসিয়া একান্ত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া ঐ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে, হরমোহন বাবু আপিসে যাইবার সময়ে ইঁহার পিতাকে বলিয়া গেলেন, "যদি কলিকাতায় থাকিয়া উহার পড়িবার মত হয়, তাহা হইলে কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনরিতে পড়িলে কোন বাধা নাই।"

পিতার নিকটে ঐ কথা অবগত হইবার পরেই খিদিরপুরের বাসা-বাটি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইঁহার পিতৃভূত

---

* একখানি বাটিতে ইঁহাদের ও অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন কয়েক জাতীয় লোকের বাসা ছিল।

ভাই শ্রীযুক্ত রামধন বসুর বাসায় থাকিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং পর দিনেই উক্ত স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া নিরুদ্বেগ হইলেন। এই সময়ে ইঁহার পিতার অতি অল্প আয় ছিল এই নিমিত্ত হরমোহন বাবু স্কুলের বেতন দিতে স্বীকার করেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ১০ দশ বৎসর ৪ চারি মাস বয়ঃক্রম কালে ইঁহার নাম মাত্র ইংরেজী পড়ার সূচনা হয়। যে সময়ে ইনি ওরিয়েন্ট্যাল্ সেমিনরিতে পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ১৬ ষোল বৎসরের ন্যূন নহে। এই ৬ ছয় বৎসর কাল এক প্রকার অনর্থক নষ্ট হইয়াছিল, বলিতে হইবে। এত দিন ইনি ইংরেজী ভাষার যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা-নামের উপযোগী নহে। যাহা হউক, এত দিনের পরে সৌভাগ্যক্রমে ইঁহার প্রকৃত শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হইল। ইহাতে ইনি কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইঁহার শিক্ষা অতি অল্পই হইয়াছিল। এজন্য গৌরমোহন বাবু ইঁহাকে সপ্তম শ্রেণীতে * গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে, ইনি ঐ শ্রেণী হইতে উচ্চতর কোন শ্রেণীতে ভর্ত্তী হইতে চাহিলেন। সে সময়ে গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয় বাবুর ইচ্ছা, তাঁহাকে সেই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করা হয়। শুদ্ধ মনের ভিতর ঐ ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন

* সেই সময়ে সেমিনরিতে বারটি কি তেরটি শ্রেণীর ন্যূন ছিল না।

না রাখিয়া প্রকাশ্যে স্পষ্টাক্ষরে গৌরমোহন বাবুকে তাহা বলিলেন। আঢ্য মহাশয় তাহাতে বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি? তুমি ইংরেজী ব্যাকরণও কিছুই রীতিমত পড় নাই, বিশুদ্ধ-রূপে ইংরেজী উচ্চারণও করিতে শিক্ষা কর নাই। কেবল বয়স অধিক হইয়াছে বলিয়াই তোমাকে সপ্তম শ্রেণীতে দিলাম। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইলে, আরও নিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তী করিতাম।' গৌরমোহন বাবু ঐরূপ বলিলেও, অক্ষয় বাবু নিরস্ত হইলেন না; পঞ্চম শ্রেণীতেই ভর্ত্তী হইবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নবীন ছাত্রের এই সাহস ও প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অবশেষে আঢ্য মহাশয়কে ইঁহার মতেই সম্মত হইতে হইল। তখন ইনি পদসাধন, অন্বয়-বোধ, প্রকৃতি-প্রত্যয়-পরিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় কিছুমাত্র জানিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রার্থিত পঞ্চম শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়া অবধি গুরুতর পরিশ্রম, অসীম অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় উৎসাহ সহকারে পাঠে এমনই মনোনিবেশ করিলেন যে, ছয় সাত মাসের মধ্যেই স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ সময়ে দ্বিতীয় পারিতোষিক* প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্যালয়-স্বামী গৌরমোহন আঢ্য যে অক্ষয়কুমারকে প্রথমে কোনরূপেই পঞ্চম শ্রেণীর উপযুক্ত মনে করেন নাই, কয়েক মাস পরেই

---

* পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ কালে প্রত্যহ প্রাতে পদসাধন ও অন্বয়-পরিজ্ঞানাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি-লাভের জন্য ন্যূনাধিক দুই মাস কাল এক জন সুশিক্ষিত আত্মীয় ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উপকার হয়।

ইনি সেই শ্রেণীর একটি প্রধান পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া, আচ্য মহাশয় ইঁহাকে বিশেষরূপ বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিয়া একেবারেই তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। বর্ষ মাত্র সেই শ্রেণীতে অতিবাহিত হয়। সেই শ্রেণীতেই শিক্ষা কার্য্যের সমধিক উন্নতির নিদর্শন পাওয়া যায়। বলিতে কি, এই সময়েই ইঁহার রীতিমত ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেই বৎসর অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে পোপের অনুবাদিত হোমর্-কৃত 'ইলিয়ড্' কাব্য স্কুলের শিক্ষকের নিকটে পাঠ করেন এবং বাটিতে কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজের চেষ্টায় 'বর্জ্জিল্' অধ্যয়ন করেন। ফলতঃ তৃতীয় শ্রেণীতে এত দূর উন্নতি লাভ হয় যে, সচরাচর প্রচলিত ইংরেজী গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে ও তৎসমুদায়ের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ন্যূনাধিক এক বৎসরের মধ্যে ইলিয়ড, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার সময়ে হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা।—বেতন-দানে অসমর্থতা প্রযুক্ত বিদ্যালয়-পরিত্যাগের উপক্রম এবং গৌরমোহন আঢ্যের অনুগ্রহে সে অরিষ্টের নিরাকরণ।

এই শ্রেণীতেই ইঁহার মানসিক অবস্থার একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। ইলিয়ড্ পাঠ করিতে করিতে ইঁহার এই প্রকার মনে হইল যে, গ্রীক্ জাতি পূর্ব্বে পৌত্তলিক ছিল; পরে তাহারা সেই মত মিথ্যা জানিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে। যখন গ্রীক্‌দের মধ্যে এরূপ ঘটিয়াছে, তখন হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া হিন্দুসমাজেও তদ্রূপ ঘটিবার অসম্ভাবনা কি? এক বার যে অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া চলিয়া আসিয়াছে, পশ্চাৎ তাহা অসত্য বোধ হইয়া উঠিয়া যাওয়া সম্ভব ও সঙ্গত। ইংরেজী ভূগোল পড়িতে পড়িতে পুরাণোক্ত ভূগোল মনঃকল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। যে গ্রন্থের একাংশ অপ্রকৃত, তাহার অপরাংশে আস্থা কি? এরূপ হইলে হিন্দুধর্ম্ম অভ্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ভ্রান্ত বলিয়াই সংশয় হয়। হিন্দু-মতে সাকার দেবগণ একেবারে নানা স্থানে ও নানা জড় বস্তুর মধ্যেও বিদ্যমান থাকেন। পদার্থবিদ্যায় জড় বস্তুর বিস্তৃতি ও স্থিতিবিরোধ গুণ পাঠ করিয়া ইঁহার তাহা অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হইল। ঐ বিদ্যা এবং ভূগোলাদি অন্যান্য বিদ্যার অনুশীলনে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সর-

স্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী প্রভৃতি দেবনদী এবং জল-বর্ষণ, বায়ু-বহন, গ্রহণ-ঘটনাদি প্রাকৃতিক বিষয় সমুদায়ের প্রকৃত স্বরূপ যেরূপ জানিতে পারিলেন, তাহা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের নিতান্তই বিরুদ্ধ এবং পুরাণাদিশাস্ত্রোক্ত তত্তদ্বিষয়ক যত সমুদায় কাল্পনিক বলিয়া স্থির হইল। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া যুক্তি-বলে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম মনুষ্যের মনঃকল্পিত এইটি সুন্দর প্রতীতি জন্মিল এবং জগতের কার্য্যকারণ পর্য্যালোচনা দ্বারা যে ধর্ম্ম প্রতিপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া ইহার অবধারিত হইল।

প্রথম বয়সে অনেক চেষ্টা করিয়াও শিক্ষার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারেন নাই। এখন শিক্ষার সুযোগ ও উপায় হওয়ায় ইনি মনের সুখে বিদ্যার অনুশীলন করিতে লাগিলেন। যদিও শারীরিক ক্লেশ ছিল, কিন্তু শিক্ষা-লাভ হইতেছে বলিয়া ইনি সেই ক্লেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। রামধন বাবু ইহাকে বড় স্নেহ করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে রামধন বাবুর অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন “যে সময়ে আমার অবস্থা ক্ষিয় হইয়া গেল, সেই সময়ে ভাই আমার এখানে আসিলেন।” ফলতঃ বিদ্যাচর্চ্চার অনুরোধে যে কষ্ট পাইতে হয়, অধ্যয়ন-প্রিয় ব্যক্তির তাহা কদাচ কষ্ট বলিয়াই মনে হয় না। এই সময়ে অক্ষয় বাবুর পিতা পীড়িত হওয়ায় বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক চুঁচুড়ার বাটিতে গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিছু দিন পরে কাশী-যাত্রা করেন।

সুতরাং রামধন বাবুর উপরই ইঁহাকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। বাঙ্গালীর বাসায় যেরূপ আহারাদি হইয়া থাকে, ইঁহার দুই বেলা সেইরূপ অন্নভোজন চলিত। স্কুল হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ইঁহার জল খাওয়া ঘটিত না। অনেক ধৈর্য্যে ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিতেন; শিক্ষা লাভ হইতেছে, এই আনন্দেই তাবৎ কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেন।

রামচাঁদ নামে এক জন ফিরিওয়ালা জলখাবার বিক্রয় করিবার জন্য ঐ বাসায় প্রতিদিন আসিত। এক দিবস অক্ষয় বাবু নীচের ঘরের রোয়াকে বসিয়া ঐ ফিরিওয়ালাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে নিত্য নিত্য জলখাবার দেও; আমার কর্ম্মকাজ হইলে তোমাকে স্থদ সমেত একেবারেই পরিশোধ করিয়া দিব।" যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন রামধন বাবু উপরের গৃহে ছিলেন; ঐ কথা শুনিতে পাইয়া তিনি তথা হইতে রামচাঁদকে বলিলেন, "তুমি অক্ষয়কে এক পয়সার করিয়া জলখাবার দিও।" যখন অক্ষয় বাবু জলখাবার খাইতেন, তখন ইঁহার নিকটে অনেকগুলি কাক আসিয়া জুটিত। ইনি আপনিও খাইতেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কাক সকলকেও কিছু কিছু দিতেন। সেই অবস্থা স্মরণ রাখিয়া এখনও ইনি ভোজনান্তে স্বহস্তে কতকগুলি কাককে প্রতি দিবস অন্ন দিয়া থাকেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই এক মাত্র ঘটনায় ইঁহার ক্লেশের কি একাংশের জ্ঞাপন করিতেছে!

ইঁহার শিক্ষা-কার্য্যের পদে পদে বিঘ্ন। কেবল

ইঁহার নিজের চেষ্টা ও উদ্যোগ দ্বারা সেই সমস্ত বিপত্তি অতিক্রান্ত হইত। পাঠদশায় নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া ইনি লক্ষ্য স্থানে অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। ইঁহার শিক্ষানুরাগ, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় গুণেই সমস্ত সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত।

এক দিন অক্ষয় বাবু অবগত হইলেন, বিদ্যালয়ে এক বৎসরের বেতন অনাদায় রহিয়াছে। এই সময়ের অনেক পূর্ব্বে ইঁহারি পিতা রুগ্ন হইয়া বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চুঁচুড়াতে যান ও তথা হইতে কাশী-যাত্রা করেন একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব অক্ষয় বাবু স্থির চিত্তে বুঝিলেন, স্কুলে বেতন-পরিশোধের আর কোন আশাই নাই। উত্তর কালে ইঁহার যেরূপ অসাধারণ ন্যায়পরতা গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এই পাঠদশাতেই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। এক বৎসরের বেতন দেওয়া হয় নাই, অথচ তাহার জন্য ইঁহার নিকট বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কোনরূপ আন্দোলন ও উত্তেজনা করাও ছিল না। কিন্তু অক্ষয় বাবু ঐ বিষয় জানিবামাত্র নিজেই স্কুলের অধিস্বামী শ্রীযুক্ত গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়কে বলিলেন, "যখন এক বৎসর আমার বেতন আদায় হয় নাই, তখন যে আবার রীতিমত আদায় হইতে থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব আমার আর স্কুলে পড়া কিরূপে চলিতে পারে? অর্থের অভাবে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল, একথা উচ্চারণ করিতেও আমার কষ্ট হইতেছে।"

গৌরমোহন আঢ্য ইঁহাকে সুবোধ, সুশীল, সদাশয় ও

বুদ্ধিজীবী বলিয়া জানিতেন এবং নানা বিষয়ে ইঁহার সমধিক ক্ষমতা দেখিয়া নিজ বিদ্যালয়ের খ্যাতি-বিস্তার বিষয়ে ইঁহার অনেক আশা ভরসা করিতেন। বুদ্ধিমান্ মেধাবী ছাত্র বিদ্যালয়ের অলঙ্কারস্বরূপ। তদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের উন্নতি ও গৌরব-বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্তই হউক, বা ইঁহার মনঃকষ্ট-দৃষ্টে দয়াপ্রযুক্তই হউক, আঢ্য মহাশয় কহিলেন, 'স্কুল-পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া তুমি দুঃখিত ও কাতর হইতেছ; কিন্তু আমি তোমাকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে দিব না। তুমি বিনা বেতনে এই স্কুলে পড়িতে থাক।' গৌরমোহন বাবুর সমীপে ইনি এইরূপ অভাবনীয় অনুগ্রহ পাইয়া চরিতার্থ হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ শিক্ষা করিতে থাকিলেন। ইঁহার ক্ষমতা ও শিক্ষা-পটুতা দৃষ্টি করিয়া কি শিক্ষক, কি সহাধ্যায়ী সকলেরই ইঁহার প্রতি বিশেষরূপ অনুরাগ ছিল। এক বার বাৎসরিক পারিতোষিক-বিতরণের পর উপরের শ্রেণীতে উঠিবার জন্য ঐ শ্রেণীর কতকগুলি ছাত্রের প্রার্থনা-ক্রমে স্বতন্ত্র পরীক্ষা হয়। অক্ষয় বাবু সে সময় উপস্থিত ছিলেন না; চুপীর বাটিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যালয়-স্বামী গৌরমোহন আঢ্য ইঁহার শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে বলিলেন, 'আমার মতে উপরের শ্রেণীতে উঠাইয়া দিবার জন্য অক্ষয়-কুমারের পরীক্ষা লইবার প্রয়োজন নাই; তোমরা কি বল?' তাঁহারা সকলে এক-বাক্যে বলিয়া উঠিল, "তাহাতে আমা-দের কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

পঞ্চম অধ্যায়।

পিতৃবিয়োগ।—সাংসারিক দুরবস্থা।—বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াও পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা।—বিজ্ঞান-শিক্ষায় অনুরাগ।—বিশুদ্ধ গণিত, বিমিশ্র গণিত ও অন্যান্য নানা প্রকার বিজ্ঞানের অনুশীলন।—রাজা রাধাকান্তদেবের জামাতা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ ও দৌহিত্র শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু বাবুদের সহিত আলাপ পরিচয় ও তদ্দ্বারা বিজ্ঞান-শিক্ষায় সুবিধা।—অসাধারণ ন্যায়পরতা গুণের দৃষ্টান্ত।

কিছু দিন এইরূপ পাঠাভ্যাস চলিতেছে, এমন সময়ে আবার এক অতি বিষম বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। এক দিবস বিদ্যালয়ে নিজ শ্রেণীতে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ইঁহার পিতার কাশীধামে মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ-সংবলিত এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দুর্ঘটনাই ইঁহার স্কুল-ত্যাগের প্রধান কারণ।

এই ঘটনার পরে ক্রমে ক্রমে ইঁহার সংসারের অবস্থা এরূপ হইয়া উঠিল যে, ইঁহার অর্থ চিন্তা না করিলে, আর চলে না। বহু পরিজন একত্র সংসৃষ্ট থাকিলে, যেরূপ মনঃপীড়ার হেতু সমূহ ঘটিয়া থাকে, ইঁহার মাতাঠাকুরাণীরও নানা অংশে সেইরূপ ক্লেশ সংঘটিত হইতে লাগিল। এদিকে অক্ষয় বাবুর জ্ঞান-তৃষ্ণা এমনই বলবতী যে, কিছুতেই তাহা খর্ব্ব হইবার নয়। আমরা যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে মনুষ্যের জ্ঞান-পিপাসা ইহা অপেক্ষা অধিক থাকিতে পারে, ইহা মনে করিতে পারা যায় না। বিনা ব্যয়ে অনায়াসে এত দিন শিক্ষা-লাভ হইতেছিল; রামধন বাবুর প্রসাদে

বাসাখরচেরও তাদৃশ অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু নিজ শিক্ষার অনুরোধে জননীর মনঃক্লেশ-নিবারণের উপায়-চেষ্টার কিছু-মাত্রও বিলম্ব করা ইঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসহ্য হইয়া উঠিল। ইঁহার যে অসাধারণ মাতৃভক্তি ছিল, তাহা ইঁহার সসম্পর্কীয় ও আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধই আছে। এই জন্য নিজের শিক্ষা বিষয়ে উল্লিখিতরূপ সুবিধা সত্ত্বেও, তাঁহাকে উভয়সঙ্কটে পড়িয়া অগত্যা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইল। বিদ্যা-শিক্ষার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত প্রতিবন্ধক ব্যতিক্রম করিয়া উৎসাহিত মনে শিক্ষা করিতে-ছিলেন, কিন্তু নিজ জননীর মনোতুঃখ ও মনস্তাপের প্রভাব আর অতিক্রম করিতে পারিলেন না; অশ্রুজল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিদ্যালয়-স্বামীর নিকট বিদায় লইয়া চিরজীবনের মত বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইলেন।

পঞ্চম শ্রেণীতে উর্দ্ধসংখ্যা ৬ ছয় মাস, তৃতীয় শ্রেণীতে ১ এক বৎসর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর, মোটে ২॥ আড়াই বৎসরের অধিক ইঁহার উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন চলিল না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ ও মনস্তাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইঁহার চরিত-বৃত্তান্ত উত্তরোত্তর পাঠ করিলে, এরূপ মনে হয় যে, প্রবল জ্ঞান-স্পৃহা, নিরতিশয় উৎসাহ ও অনিবার্য্য অধ্যবসায় ব্যতীত আর সমস্তই ইঁহার শিক্ষার বিরোধী।

যতই কেন প্রতিবন্ধক ঘটুক না, কোন মতেই ইঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা মন্দীভূত হইবার নয়। স্কুল হইতে বহির্গত হইয়া এক দিকে যেমন অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা

করিতে লাগিলেন, উপর দিকে তেমনই অধিকতর আয়াস সহকারে বিদ্যোন্নতির জন্য সুচেষ্ট রহিলেন। উপন্যাস (গল্পের পুস্তক) পাঠ করিতে ইঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। যাহাতে জগতের বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ পুস্তক অর্থাৎ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ-অধ্যয়নে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন। ইনি স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন অন্য যত পুস্তক নিজে পাঠ করেন, জয়েস্-কৃত "সায়েন্টিফিক্ ডায়েলগ" * অর্থাৎ বিজ্ঞান-বিষয়ক কথোপকথন তাহার প্রথম পুস্তক। বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত কোন পুস্তক পড়িবার পূর্ব্বে স্বয়ংই উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পুস্তক খানি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যান। অতএব ইঁহার গুরূপদেশ ব্যতিরেকে নিজ রুচি ক্রমে পঠিত গ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকই সর্ব্বাগ্রে পঠিত হয়। ইংরেজী শিক্ষারম্ভের বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরেজী শিক্ষায় প্রবৃত্ত না হইতেই ইংরেজী বিজ্ঞান-রসের স্বাদগ্রহ হয় †। ইঁহার প্রবল তত্ত্বানুরাগের কথা কি বলিব? প্রত্যেক ব্যাপারের যাথার্থ্য-নিরূপণ ও নিশ্চিত জ্ঞান-লাভই ইঁহার মনের একমাত্র অভিসন্ধি। ইনি বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক হইতে যে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতেন, তাহা কিরূপে নিরূপিত হইল ইহা জানিবার নিমিত্ত অতি-মাত্র সমুৎসুক হইতেন। ইয়ুরোপীয় জ্যোতিষ-বিষয়ক সহজ সহজ গ্রন্থানুশীলন সময়ে চন্দ্র সূর্য্যাদির দূরত্ব ও

* Joyce's Scientific Dialogue

† ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

গতিবিধি প্রভৃতির বিবরণের সহিত ভারতবর্ষীয় পুরাণোক্ত প্রচলিত মতের প্রভেদ সন্দর্শনে সহসা এক দিন ইঁহার মনে হইল, 'কোন্‌টি বিশ্বাস করি? যদি ইয়ুরোপীয় মত সত্য হয়, তবে কিরূপ গণনা প্রণালীক্রমে তাহা অবধারিত হইয়াছে, না জানিলে কোনমতেই মনের তৃপ্তি জন্মে না এবং জ্ঞান-তৃষ্ণাও চরিতার্থ হয় না।' এই বিবেচনায় বিশেষ করিয়া গণিত-বিদ্যা-শিক্ষার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। এবংবিধ দৃঢ়সঙ্কল্প হইবার অল্প দিন পরেই এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল যে, তাহাতে ঐ বিষয়ের বড় সুন্দর সুযোগ ঘটাইয়া দিল। কিছু পরেই সে ঘটনার বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

ইনি স্কুলে অধ্যয়ন সময়ে কেবল জ্যামিতির ৪ চারি অধ্যায় ও সমগ্র পাটীগণিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এক বৎসরের মধ্যে জ্যামিতির অবশিষ্টাংশ, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কনিক্‌সেক্‌শন্‌ ও ডিফারেন্‌শিয়াল্‌ ক্যাল্‌কিউ-লস্‌ প্রভৃতি দুরূহ গণিত-শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গ সকল শিখিয়া ফেলি-লেন এবং জ্যোতিষ, যন্ত্রবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা গণিত-সাপেক্ষ, তাহা এবং তদ্ব্যতিরিক্ত ফ্রেনলজি * প্রভৃতি মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃ-

---

* অক্ষয় বাবুর ফ্রেনলজি-বিদ্যা-অনুশীলন করিবার সময়ে একটি বড় কৌতুকজনক ঘটনা উপস্থিত হয়, পাঠকদিগকে উহা অবগত করা আবশ্যক। বাঁশবেড়িয়া গ্রামে একটি তত্ত্ববোধিনী সভার স্কুল ছিল। সেই স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক দিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় বাবু এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক লোক তথায় গমন করেন। পারিতোষিক-বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে দেবেন্দ্র বাবু,

তিক ভূগোল ও শারীরবিধানাদি নানাবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত
নানাপুস্তক এবং ইংরেজী সাহিত্য বিষয়েরও প্রধান

দুর্গাচরণ ডাক্তার, অক্ষয়কুমার বাবু ও [illegible] ঠাকুর এই চারি জনে এক খানি বোটে শান্তিপুর ও কালনা অঞ্চলে বেড়াইতে যান। অক্ষয় বাবু ও দুর্গাচরণ ডাক্তার এক দিবস প্রাতে বোট হইতে নামিয়া গুপ্তী-তীর দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। শরীরের মধ্যে কিরূপে তাপের উৎপত্তি হয়; শীত কালে ও শীতল দেশে অধিক উত্তাপ আব-শ্যক, তাহাই বা কিরূপে সাধিত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন,' এমন সময়ে গুপ্তিপাড়ার নিকটে অথবা তাহা হইতে অনতিদূরে একটি শ্মশান-ভূমিতে দুইটি নর-কপাল দেখিতে পাইলেন। তাহা ভগ্ন করিয়া মস্তকের ৮ আট খণ্ড অস্থি পৃথক্ করিয়া দেখিবার জন্য দুই জনে দুইটি নরকপাল হস্তে করিয়া লইলেন। এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি কিরূপ লোকের মস্তক, এই কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন। হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগে কলরব শুনিয়া উভয়ে তাকাইয়া দেখেন, গুপ্তিপাড়ার নিকট একটি ঘাটে কতকগুলি লোকে একদৃষ্টে ইঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং বোধ হইল, ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলাবলি করিতেছে। তাহারা এমন তীব্রভাবে দৃষ্টি করিতেছে যে, সে কটাক্ষ-পাত ইঁহাদের সহ্য হয় নাই। ইঁহারা উভয়ে সেই লোকদিগের প্রতি নেত্রপাত না করিয়া চলিতে লাগিলেন। পথের পার্শ্বে এক স্থানে কয়েকটি বালক খেলিতেছিল। তাহারা "ঐরে ব্রহ্মদৈত্য" বলিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। ইঁহারা দুই জনে যত তাহাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন, তাহারা ততই পলায়ন করিতে থাকে। যত লোক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই ইঁহাদের উপর উগ্রভাবে কটাক্ষ করিতেছিল। দুইটা কুকুরও মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতে লাগিল। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া ইঁহারা কি জানি কোন্ 'ষণ্ডামার্কের' হাতে পড়ি এই ভাবিয়া, নৌকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

"Mr. Combe had at one time many disciples in Bengal. The famous Bengali writer, Babu Akshayakumar Datta, who was for many years the Editor of the *Tatwabodhini Patrika*, was, we believe, a zealous advocate of Phrenology. He has made us familiar with the word *Vritti*."—

Indian Mirror, 1st September, 1878.

প্রধান গ্রন্থ গৃহেই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইনি রেখা-গণিত-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উহার ৬ ছয় অধ্যায় বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া যান। সে সময়ে ঐ সকল বিষয়ের অধ্যাপনার উপযোগী পাঠশালা ছিল না, এই নিমিত্ত তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। পরে যখন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়া উক্ত পুস্তকের প্রয়োজন হইল, তাহার পূর্ব্বাবধিই ইনি অসাধ্য শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং উক্ত দুরূহ গ্রন্থখানি আর প্রকাশ করিতে পারিলেন না *।

এদেশের লোকে সচরাচর স্কুল ও কালেজ ত্যাগ করিয়া যে সকল গুরুতর ও উচ্চতর পঠিত বিদ্যার চর্চ্চায় বিরত হইয়া থাকেন; ইনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল বিদ্যার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং সম্যক্ রূপ অনুশীলন করিয়া তাহাতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। শোভা-বাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ † ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ‡ উভয়ে উপদেশাদি দ্বারা ইঁহার গণিত-

---

* শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী জ্যামিতির কতক দূর অনুবাদ করেন। পরে অক্ষয়কুমার বাবুর ৬ ছয় অধ্যায় অনুবাদ করা প্রস্তুত আছে শুনিয়াই একেবারে নিরস্ত হন। এতদ্দ্বারা এক মহান্ অনিষ্ট হইয়াছে। এদিকে অক্ষয় বাবু উৎকট শিরোরোগ হেতু নিজ গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিতে পারিলেন না; ওদিকে প্রসন্ন বাবুরও অনুবাদ শেষ করা হইল না।

† ইনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা।

‡ ইনি উক্ত রাজা বাহাদুরের দৌহিত্র।

শিক্ষা বিষয়ে বিশেষরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন। একটি বিশেষ ঘটনাসূত্রে তাঁহাদের সহিত ইঁহার আলাপ হয়। সেই ঘটনা ইঁহার অসাধারণ ন্যায়পরতা ও উপকারিতা গুণের পরিচায়ক ও সর্ব্বসাধারণের উপদেশজনক। পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

অক্ষয় বাবু পিসতুতো ভাই রামধন বসুর বাসায় থাকিতেন, পূর্ব্বেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সেই বাসায় একটি লোক মধ্যে মধ্যে ইঁহার ঐ পিসতুতো ভাতার পুত্রের সন্নিধানে পুস্তক বিক্রয় করিতে আসিত। সে দিন কতক এইরূপ গমনাগমন করিলে, ইঁহার মনে হইল, এসকল নিশ্চয়ই অপহৃত পুস্তক এবং ঐ পুস্তক-বিক্রেতাও কোন ভদ্র ব্যক্তির বাটির ভৃত্য। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, সেই সমস্ত পুস্তক যথার্থই সে ব্যক্তি চুরী করিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। ক্রমে ক্রমে আরও শুনিলেন, সে কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবাটির চাকর এবং ঐ সকল পুস্তকও সেই রাজবাটির। কিন্তু সে শোভাবাজারের কোন্ রাজবাটির ভৃত্য, ইনি তৎকালে তাহা জানিতেন না। যাঁহাদের ঐ সমস্ত পুস্তক অপহৃত হইয়াছে, তাঁহাদের কতই ক্ষতি ও না জানি কতই মনঃক্লেশ হইতেছে এই চিন্তা করিয়া ইঁহার অন্তঃকরণ বড়ই অসুখী থাকিত। সেই লোক যে সকল পুস্তক আত্মসাৎ করিয়া লইয়া আইসে, তাহা অন্য কোন স্থলে যদি বিক্রয় করে, তবে প্রকৃত পুস্তকাধিকারীর সে সকল পাইবার কোন পন্থাই থাকিবে না ভাবিয়া, অক্ষয় বাবু সেই চোর চাকরকে কোন কথাই বলিলেন না। এদিকে পুস্তকাধিকারীদিগকে যে কোন

উপায়ে হউক, প্রত্যাচার দিতে হইবে বলিয়া ইঁহার চিত্ত অতীব ব্যাকুল হইতে লাগিল। পশ্চাৎ, সে ব্যক্তি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটির চাকর, এই কথা যাই শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ কোন কোন লোক দ্বারা তথায় ঐ সংবাদ বলিয়া পাঠাইলেন। দুঃখের বিষয়, সংবাদদাতাদের মধ্যে কেহই শীঘ্র ঐ কথা রাজবাটির লোকের শ্রুতিগোচর করিলেন না। ইতিমধ্যে এক দিন ঐ চোর আসিয়া কহে, "ঐ পুস্তক সকল চুরী গিয়াছে, ইহা রাজবাটির লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা আমাকে সন্দেহ না করিয়া এক ব্রাহ্মণকে সন্দেহ করিয়াছেন এবং তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়াই ইনি যৎপরোনাস্তি অস্থির হইয়া পড়িলেন; কেন না, নির্দ্দোষী ব্যক্তি অকারণে কষ্ট পাইতেছে; আর যে বাস্তবিক দোষী, সে অম্লান মুখে মনের আনন্দে কৌতুক দেখিতেছে। যে দিন এই ব্যাপার ঘটে, সে দিন ইঁহার এত দূর মনঃ-কষ্ট হয় যে, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় নাই। একটু মাত্র যে সামান্য নিদ্রা হয়, তাহাও সুনিদ্রা নহে। এ বিষয়ের জন্য ইনি নিতান্ত ব্যগ্র থাকিলেন। যদি কাহারও দ্বারা প্রতিকার হয়, এই প্রত্যাশায় আত্মীয় পরিচিত বিস্তর লোকের সমক্ষে ঐ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। ইঁহার একটি প্রতিবাসী কবিরাজ রাজবাটিতে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকেও বলা হইল, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। সে ব্যক্তি ইঁহার ব্যথায় ব্যথিত হইলেন না।

একে পুস্তকস্বামীদের বিশেষ ক্ষতি তাহাতে আবার এক

নিরপরাধ ব্যক্তির অকারণ দণ্ড! এই দুই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দত্ত মহাশয়ের এত অসুখ ও এত মনঃক্লেশ চলিল যে, বারংবার যার তার কাছে ঐ কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়। পরিশেষে এক দিন কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপস্থিত বিষয় অবগত করিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু স্বীয় সহাধ্যায়ী রাজবাটির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসুকে এই ব্যাপার জ্ঞাপন করেন। আনন্দ বাবু ইহা শুনিবামাত্র সেই দিনেই বৈকালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বাবুর একটি লোক সঙ্গে করিয়া অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন। অক্ষয় বাবু সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রমোহন ঠাকুর বাবুর ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন; সায়ং কালের কিছু পূর্ব্বে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে আনন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। ঘটিলে, অক্ষয় বাবু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করেন। এ দিকে ঠিক্ সেই সময়েই আবার তাঁহাদের সেই দুষ্ট চোর চাকরটাও বিক্রীত পুস্তকের মূল্য লইতে আসিয়াছিল। অক্ষয় বাবু একণে তাবৎ পুস্তকগুলি আনন্দকৃষ্ণ বাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাকে নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। রাজবাটিস্থ মহাশয়েরা যে যে পুস্তক হারাইয়া গিয়াছে জানিতেন, তাহার অতিরিক্ত আরও অনেক পুস্তক পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পুস্তকার্পণকারীর অকৃত্রিম সরলতা, ন্যায়পরতা, উদারতা ও লোভহীনতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন।

তদনন্তর পুনঃপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। গমন-কালে অক্ষয় বাবু বলিয়া দিলেন, "আপনারা উঁহাকে অন্ত প্রকারে শাসন করিয়া যেন নিষ্কৃতি দেন। পুলিষে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।" পূর্ব্বোক্ত নিরপরাধ ব্রাহ্মণ শাস্তি বিনা যে পরিত্রাণ পাইল, এইটি ভাবিয়া অক্ষয় বাবু অপার আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইলেন *। এইরূপ স্থলে কয় ব্যক্তি এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, পাঠকগণ একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এরূপ স্থলে এরূপ ব্যবহার করা অতীব অসাধারণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য। আনন্দ বাবু শ্রীনাথ বাবুকে ঐ বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত করিলেন। এতাদৃশ অমায়িক নিষ্কলঙ্ক পুরুষের সহিত আলাপ পরিচয় রাখা আবশ্যক জ্ঞান করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত কবিরাজের নিকট সে বিষয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষেই তাঁহাদের দুই জনের সঙ্গে ইঁহার আলাপ

---

* ব্রাহ্মসমাজেও এক বার ইহার অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। দানাধার হইতে মধ্যে মধ্যে টাকা চুরী যাইত। তজ্জন্য তত্রত্য কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভায় কোন সচ্চরিত্র ভদ্র কর্ম্মচারীকে সন্দেহ করিলেন এবং তদনুসারে সেই কর্ম্মকারকের ও অন্য লোকের এজাহার লইতে লাগিলেন। এজাহারে সেই লোকটিই অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অক্ষয় বাবু অন্তর হইতে এজাহারের কিছু কিছু শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন, এজাহার অনুসারেই তাহার দোষ সপ্রমাণ হইতেছে না। এক দিন সভার পরে যখন উক্ত বিচারক মহোদয় আপন অনুচরবর্গ সঙ্গে লইয়া বিচার করিতেছেন, তখন অক্ষয় বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা না করা হইলেও ইনি বলিলেন—"আপনারা যে যে কারণে উঁহাকে দোষী স্থির করিতেছেন সেই সেই কারণে তাঁহার দোষ কোন রূপেই সপ্রমাণ হইতে পারে না।" অতঃপর ইনি তাঁহাদের যুক্তির অসারতা ও অপ্রামাণিকতা দেখাইয়া দিলেন। তখন সেই সচ্চরিত্র সুবোধ ব্যক্তি নিস্তার পাইলেন।

পরিচয় ও অবশেষে বিশেষরূপ আত্মীয়তা ঘটে। তাঁহারা তদব-
বধি ইঁহার প্রতি সমধিক যত্ন ও সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতে
লাগিলেন। অক্ষয় বাবু বলেন, "তাঁহারা সেই দিন অবধি
এপর্য্যন্ত আমার প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন,
তাহাতে আমার এইরূপ অবধারিত আছে যে, তাঁহারা
চির দিনের নিমিত্ত আমার উপকার-ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকি-
বেন, এইটিই প্রথম অবধি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন;
তাঁহারা উভয়ে আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন; আপনাদের
ভূরি ভূরি পুস্তক আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন ও
আমার জন্য অকাতরে ও অক্লিষ্ট চিত্তে কতই পরিশ্রম করিয়া
আসিতেছেন; আমার সংক্রান্ত কাজের উপর কাজ, কাজের
উপর কাজ, যতই পড়ুক না কেন, কিছুতেই ক্লিষ্ট ও পরাঙ্মুখ
হন না। আনন্দ বাবু আমার নিমিত্ত কোন কোন গণিত
গ্রন্থের সারাংশ স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। আমি নিজে
তাহার প্রতিলিপি করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি; সেই
চিরস্মরণীয় প্রতিলিপি আমার কৃতজ্ঞতার সহিত মিলিত
হইয়া অদ্যাপি জাজল্যমান রহিয়াছে; শ্রীনাথ বাবু আমার
ক্লেশ-লাঘব জন্য এতই ঝন্‌ঝাট্ সহ্য করিয়া থাকেন
যে, অনেকে নিজ সংসারের জন্য তাহার অধিক পারে কি না
সন্দেহ; কাহাকেও নিজ সহোদরের জন্য এমত ক্লেশ স্বীকার
করিতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না; যে দিন আমি অসাধ্য
শিরোরোগে জন্মের মত আক্রান্ত হইলাম, সেই দিন অবধি
তাঁহারা উভয়ে যতদূর সম্ভব ততদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া
আমার জীবন রক্ষা ও ক্লেশ লাঘব করিবেন এই প্রতিজ্ঞায়

আরূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত আর এক মহানুভব মহাপুরুষের নাম সংযুক্ত করা উচিত; সে নামটি অমৃতলাল মিত্র। তাঁহার অভাবে পৃথিবী যে শূন্য হইয়া গেল, আর তাহা [illegible] হইবেও না! ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ এক খানি তাঁহার কর-কমলে যে অর্পণ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখের প্রতিশোধ কিছুতেই হইবার নয়।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথমে পদ্য রচনা-অভ্যাস।—[illegible]।—[illegible]সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত আলাপ পরি[illegible] তাঁহার অনুরোধ ক্রমে গদ্য-রচনার সূত্রপাত।—বিষয়কর্ম্মের চেষ্টা।

পূর্ব্বেই বর্ণন করা গিয়াছে, ইনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গলা লিখিয়াছিলেন। তদানীন্তন গুরুমহাশয়গণের পাঠশালায় শুভঙ্করের অঙ্ক ও এক প্রস্ত চিঠি লেখা পর্য্যন্ত বাঙ্গলা-বিদ্যাভ্যাসের চরম সীমা বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎকালে বাঙ্গলা শিখিবার রীতিই ছিল না। ইনি কিন্তু নিজের শিক্ষা-কালে যে সকল বিষয়ের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা দূরীকরণে ব্যগ্র রহিলেন এবং ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া লইলেন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু বাঙ্গলা পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে সময় বাঙ্গলা পদ্য লেখার রীতি অতি প্রবল ছিল। গদ্য-গ্রন্থ-রচনে সাধারণের আস্থা থাকা দূরে থাকুক, তাহাতে উপেক্ষা ও অনাস্থার বিষয়ই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শুনা যাইত। সে যাহা হউক, ইঁহার চিত্ত-ক্ষেত্র যদ্রূপ উন্নত, প্রশস্ত ও সারগ্রাহী, তাহাতে ইনি বিষয়কার্য্য ও অর্থোপার্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত বা সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। ফলতঃ দেশের কোন না কোন প্রকার হিত-সাধক কার্য্য সুসিদ্ধ করাই ইঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইনি বুঝিতে পারিলেন, ইংরেজী-রচনায় সুদক্ষ হইয়া ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিবার উদ্যম করিলে,

আমি দেশের স্থায়ী কোন বিশেষ উপকার করিতে পারিব না। কেন না, ইংরেজী বিদেশীয় ভাষা। বিশেষতঃ, ইংরেজীতে সর্ব্ব বিষয়েরই যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহাতে ইংরেজী কোন পুস্তক প্রকাশ করিয়া স্বদেশের আর কি উপকার করা যাইতে পারে? অতএব বাঙ্গলা ভাষারই সম্যক্‌রূপ আলোচনা করা আবশ্যক। আর সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিলে, বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপ লিখিবার অধিকার জন্মিবে এই মনে করিয়া ন্যূনাধিক ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন*। কলিকাতায় মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সমীপে এবং চুপীর বাটিতে থাকিয়া গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য নামক একটি অন্ধ অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। শেষোক্ত ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত সাহিত্যে সুন্দর ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি তাঁহার সন্নিধানে ব্যাকরণ মাত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু নিজের স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল বশতঃ পাঠাতিরিক্ত অন্যান্য নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন। এক দিন একটি বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সতেজ স্বরে উত্তর করিলেন, তাহা শুনিয়া ইনি বলিলেন, "আমি আপনাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করি বলিয়া আপনি কি অসন্তুষ্ট হন?" তাহা শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "সে কি? এরূপ ছাত্র পাইলে অধ্যাপকের বিদ্যা-বৃদ্ধি হয়। তুমি সচ্ছন্দ মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি

---

* "He began the study of Sanskrit when twenty years old, and acquired much proficiency in it.—*Indian Mirror*, July 15, 187?.

তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হই।" ইনি লিধু প্রকরণ পাঠ করি-য়াই দুই তিনটি শ্লোক রচনা পূর্ব্বক উক্ত অধ্যাপক মহাশয়কে শ্রবণ করান। অধ্যাপক শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পশ্চাৎ ইহার অসাক্ষাতে তাঁহার অন্যান্য ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, "অক্ষয়ের ব্যাকরণ-শিক্ষার এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে, কৃদন্তাদি এখনও স্পর্শও হয় নাই। কেবল লিধু পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই শ্লোক রচনা করিল। একি বল দেখি? শ্লোক-গুলি ভাব-শুদ্ধ, ছন্দঃপতনও হয় নাই, শব্দগুলিও সুন্দর। এতো সাধারণ লোক হবে না।" সেই শ্লোকগুলির মধ্যে অক্ষয় বাবুর একটি স্মরণ আছে, তাহা এই,

প্রত্যক্ষদেবতামাতুশ্চরণং কমলায়তে।
অঙ্গুল্যশ্চ দলায়ন্তে, মনোমে ভ্রমরায়তে॥

পরে ইনি নিজে হিন্দুজাতির পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান উদ্দেশে প্রাচীন ও অপ্রাচীন অনেক প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থের অনুশীলন করেন। এই মাত্র নির্দ্দেশিত হইয়াছে, দত্ত মহাশয় প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ রীতিমত ইংরেজী-শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে সময়ক্রমে বাঙ্গলা ভাষায় পদ্য-রচনা করিতেন। পরে কোন সামান্য ঘটনাক্রমে গদ্য প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এক জন প্রধান বঙ্গীয় গ্রন্থকারের কি কারণে বাঙ্গলা গ্রন্থ-লেখায় প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই অন্তর কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারে। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তদ্বৃত্তান্ত নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

দর্জ্জিটোলায় নরনারায়ণ দত্তের বাটিতে একটি বাঙ্গলা ভাষানুশীলনী সভা ছিল। সেই সভায় ইনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পরিচিত হন। তদবধি ইহার সহিত গুপ্ত মহাশয়ের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ও বাধ্য-বাধকতা জন্মে। ইতি পূর্ব্বে হইতে ইনি ভাবিতেন, পদ্য রচনায় লোকের বিশেষ উপকার কি হইতে পারে? মধ্যে মধ্যে এই বিষয়টি আপনা হইতেই ইহার মনে উপস্থিত হইত। ইতি মধ্যে এক দিন প্রভাকর-যন্ত্রালয়ে গিয়া উপস্থিত হন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এক জন সহকারী ছিলেন। তিনি ইংরেজী সংবাদ-পত্র হইতে প্রভাকরের নিমিত্ত প্রস্তাব ও সংবাদ ইত্যাদি অনুবাদ করিতেন। তিনি একদা পীড়িত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইংলিশম্যান্ পত্রে প্রকাশিত একটি বিষয়ে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া ইহাকে বলিলেন, "ভাই! যদি এই বিষয়টি অনুবাদ করিয়া দাও, তাহা হইলে বড় উপকার করা হয়।" গদ্য লেখা ইহার অভ্যাস ছিল না; সুতরাং ইনি এই বলিয়া প্রথমতঃ অস্বীকার করেন যে, "আমি কখন গদ্য লিখি নাই; কিরূপে অনুবাদ করিব?" ইহা শুনিয়াও ঈশ্বর বাবু কহিলেন, "তুমি লিখিলে উত্তম হইবে, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াই বলিয়াছি।" তখন আর অক্ষয় বাবু গুপ্ত মহাশয়ের অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া উল্লিখিত বিষয়টি অনুবাদ করিয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেই অনুবাদ দেখিয়া পুলকিত-চিত্তে বলিলেন, "তুমি যেমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছ, যিনি এত দিন পর্য্যন্ত আমার সহকারিতা করিতেছেন, তিনিও

এমন পারেন না।" কবিবরের মুখে এরূপ উৎসাহকর বাক্য শুনিয়া ইনি বিলক্ষণ প্রোৎসাহিত হইয়া বাঙ্গলা গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবধি ইনি মধ্যে মধ্যে প্রভাকর পত্রে দুই একটি প্রবন্ধ লিখিতেন। সম্পাদক মহাশয়ও অতিমাত্র সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া নবোদ্যমশালী লেখককে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। একবার কোন বিষয় লইয়া প্রভাকর ও ভাস্কর পত্রে বাদানুবাদ হয়। প্রভাকরের তৎসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি অক্ষয় বাবুই লিখিয়া দিতেন। সচরাচর প্রভাকরের এরূপ বিষয়গুলি যেরূপ লিখিত হইত, উক্ত প্রবন্ধগুলি সেরূপ নয়; নিতান্ত ভিন্নরূপ, সুযুক্তি-সম্পন্ন ও অতীব মনোহর। দেবেন্দ্র বাবু ঐ সকল বিষয় পাঠ করিয়া তদীয় লেখকের অনুসন্ধান লন এবং ঐ সমুদায় অক্ষয় বাবুর বিরচিত জানিতে পারিয়া ইঁহাকে বলেন, "অক্ষয় বাবু দূর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়াইতেছ কেন?"

অর্থের অসদ্ভাব-নিবারণার্থে ইঁহাকে বিদ্যামন্দির পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইনি তদবস্থায় ধনোপার্জ্জনের শীঘ্র কোন উপায় নিরূপণ করিতে সক্ষম হইলেন না বলিয়া বড়ই সাংসারিক অসুবিধা হইল এবং মনের মধ্যে উদ্বেগ চলিল। যদিও অর্থোপার্জ্জন-উদ্দেশেই ইনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি অর্থাগমের শীঘ্র কোন উপায় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহাতে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, এমন কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ই শিক্ষা করেন নাই। সেই সময়ে কেহ

ইহাকে কেরাণিগিরি করিতে বলেন; কেহবা সওদা-গরের হাউসের কার্য্যাদি শিক্ষা করিতে বলেন এবং অপর কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে একটা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন; কাহারও কাহারও নিকটে দালাল ও শিপসরকার হইবারও উপদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার পিসতুত ভাই রামধন বাবু এক দিবস ইহাকে গাঁট-কশা কলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইয়া দেন। তিনি সায়ংকালে সত্বর ভাবে প্রত্যাগমন করিয়া বাটীর একটি আত্মীয়ের নিকট বলেন, "ইহ কালেই নরক-ভোগ হইয়া গেল। আর নরকে গমন করিব না।" তদবধি রামধন বাবু আর ইহাকে তাদৃশ কার্য্যে প্রেরণ করিতেন না।

ঈশ্বর গুপ্ত ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া ইহাকে শূন্যভাগী থাকিতে অনুরোধ করেন। যদিচ ইহার ওসকল কর্ম্মে কখন প্রবৃত্তি নাই, তবুও নিতান্ত অপ্রতুল প্রযুক্ত প্রথমে স্বীকার করেন। কিন্তু এক দিন গিয়াই ইহার অরুচি ও মনের গ্লানি জন্মে। তৃতীয় দিবসেই ঈশ্বর বাবুকে বলেন, "এটি আমার কর্ম্ম নয়। শূন্যভাগী হওয়ার কথা দূরে থাকুক, পূর্ণভাগী হইতে পারিলেও আমি তাহাতে সম্মত নই।"

ইহার কোন সহাধ্যায়ী ব্যক্তি দারগাগিরি কর্ম্ম করিবার উদ্দেশে দারগাগিরি কর্ম্মের আইন পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ইহাকেও পড়িতে অনুরোধ করিয়া অন্য এক খানি পুস্তকের পরিবর্ত্তে ঐ আইন পুস্তক দেন। এক দিবস ইনি তাহার কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করেন। করিয়া লোকে অরুচি-দ্রব্য মুখে করিয়া যেমন ঘৃণা পূর্ব্বক পরি-

ত্যাগ করে, ইনি ঐ পুস্তকখানি সেইরূপ জঞ্জালের মত ত্যাগ করিলেন।

ইঁহার আত্মীয়ের মধ্যে অনেকেই আইন শিক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। বিশেষতঃ হর[illegible] বাবু পূজার সময়ে নৌকাযোগে ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাইবার কালে তদ্বিষয়ের জন্য জিদ্ করেন। তাঁহাকে ইনি তখন এই উত্তর করিয়াছিলেন "যে নিয়ম নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আমার কি ফল লাভ হইবে? আমি জগতের অপরিবর্ত্তনীয় স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করিতে চাই। তদ্দ্বারা আমার নিজের ও অপর সাধারণের হিত-সাধন হইতে পারিবে। যাহাতে নিজের জ্ঞানোন্নতি ও সাধারণের হিত-সাধন না হয়, এমন কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া ও তাহা লইয়া আমি জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব না।"

আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরুদ্ধে অগত্যা কর্ম্ম-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ইঁহাকে কিছু দিন কর্ম্মালয় সকলে (আফিসে) ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু যাহাতে অনুরাগ নাই, তাহা কত দিন চলে? তন্নিমিত্ত অবিলম্বেই তাহা পরিত্যাগ করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাবুর সহিত তত্ত্ববোধিনী সভা সন্দর্শনার্থ গমন।—শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত আলাপ।—তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যশ্রেণীতে প্রবেশ।—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্যে নিয়োগ।—বিদ্যাদর্শন নামক পত্রিকা প্রকাশ—ভুরবস্থার সময়েও জ্ঞানোপার্জ্জন ও স্বদেশের হিতসাধনের অনুপযোগী বলিয়া অনেকানেক উপস্থিত কর্ম্ম পরিত্যাগ।

মনুষ্যের কোন বিষয়ে একান্ত অভিলাষ ও যত্ন থাকিলে, তাহা প্রায়ই সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। শীঘ্রই ইহাঁর বাসনানুকূল একটি ঘটনা ঘটিল। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কথাপ্রসঙ্গে ইহাঁকে বলিলেন, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় এক সভা করিয়াছেন। উহা দেখিতে যাইবে?" ইনি বলিলেন, "যে স্থানে জ্ঞানের অনুশীলন হয়, তথায় না গিয়া আর কোথায় যাইব?" সেই দিবসেই সন্ধ্যার পরে উক্ত সভাদর্শনার্থী হইয়া ইনি তথায় গমন করিলে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তায় ও আলাপ পরিচয়ে দেবেন্দ্র বাবুর সাতিশয় সন্তোষ ও প্রীতি জন্মে। এই সূত্রে অক্ষয় বাবু ন্যূনাধিক ১৯ ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১৭৬১ শকের * শীত ঋতুতে উক্ত সভার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হন। তাহার পর বৎসরে অর্থাৎ ১৭৬২ শকে† ঐ সভা কর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হয়।

---

* ১২৪৬ সাল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ।

† ১২৪৭ সাল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ।

কেবল প্রাতঃকালেই তাঁহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত। ইনি তাহার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন। প্রথম মাসে ৮৲ আটটি, দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাস হইতে ১০৲ দশটি এবং কিছু দিন পরে ১৪৲ চৌদ্দটি মাত্র টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হন। এই সময়ে উল্লিখিত দুই বিদ্যা শিক্ষা দিবার উপযোগী কোন গ্রন্থই না থাকায় ইনি একখানি ভূগোল * প্রস্তুত করেন। যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তি থাকে, তাঁহার সে শক্তি গুরু লঘু সকল স্থলেই প্রকাশ পায়। উক্ত পাঠশালার বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ সময়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "এই পাঠশালার পরম সৌভাগ্য যে, এরূপ উপযুক্ত ও উৎসাহী শিক্ষক পাওয়া গিয়াছে।"

উত্তমোত্তম বিষয়-সমূহে জ্ঞান লাভ করা ও সেই সকল স্বদেশীয়বর্গকে বিদিত করা ইঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তদনুসারে ইনি ঐ শিক্ষকতা কর্ম্মে ব্যাপৃত হইবার পরে টাকী-

---

* এই ভূগোল খানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। নিবাধই প্রভৃতির স্কুলে ইহা ব্যবহৃত হইত। আক্ষেপের বিষয় এই যে, সেই ভূগোল এখন দুষ্প্রাপ্য। যখন উহা প্রস্তুত হয় তখন বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। পরে যখন নানা স্থানে পাঠশালা স্থাপিত হয়, তখন ইনি সাংঘাতিক রোগে পীড়িত। সুতরাং পুনর্ব্বার ছাপাইবার যোগা করিতে পারেন নাই।

লং সাহেব বলিয়াছেন—1840 Tattabodhini Sava published an *Elementary Geography*, and subsequently their able Secretary, Akshoykumar Datta, composed another, pp 40. 24 mo.—Descriptive Catalogue. p 18. দেখ।

নিবাসী যুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষের সহিত একত্র মিলিত হইয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭৬৪ শকে "বিদ্যাদর্শন" * নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচারারম্ভ করেন। যাহা পাঠ করিলে ভ্রম ও কুসংস্কার তিরোহিত হইয়া জ্ঞানোদ্রেক হইতে থাকে, উহাতে এবম্বিধ সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রীতিপ্রদ বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপূর্ণ প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইত। আক্ষেপের বিষয় উহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ যে ৬ মাস মাত্র ছিল, তাহাতে অতি পরিপাটী নিয়মেই উহার দ্বারা বিস্তর কার্য্য হইয়াছিল। যে সময়ে 'দুর্জ্জনদমন, মহানবমী, রসরাজ ও অন্যান্য অশ্লীলতাপূর্ণ কুরুচিকর অযোগ্য সংবাদ পত্র সকল বঙ্গদেশে আগ্রহ ও উৎসাহ পূর্ব্বক প্রতিপালিত হইত, সেরূপ সময়ে এরূপ সুরুচিময় পত্রিকার সম্মান হওয়া সম্ভব মনে করিতে পারি না। উত্তর কালে দর্শন শব্দ সহযোগে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, হিন্দুদর্শনাদি যে সকল পত্রের নামকরণ হইয়াছে, বিদ্যাদর্শনই তাহার আদর্শ।

১৭৬৫ শকে (১২৫০ সালে) ১৮ বৈশাখে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" কলিকাতা হইতে হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে উঠিয়া যায়। তথায় ঐ স্কুলে ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান প্রধান কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ

---

* In 1842, Vidyadarshan by Akshoykumár Datta (and) Prasannakumár Ghoshe treated of Ethics, History, Science, Literature, lasted 6 months.

গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু যদিও তখন ইঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় ছিল না এবং অত্যন্ত সাংসারিক অপ্রতুলও যাইতেছিল, তথাপি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তথায় গেলে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তকের অভাব ও পণ্ডিতগণের সংসর্গ বিরহে আমার বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত ঘটিবে এবং স্বদেশের নানা হিতকর কার্য্য-সাধন-বাসনা পূর্ণ হইবারও প্রতিবন্ধক হইবে, এই কথা বলিয়াই ইনি ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকার পাইলেন না।

ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে কার্য্য দ্বারা জ্ঞান-চর্চ্চা বা সাধারণের মঙ্গলোন্নতি না হয়, তদ্রূপ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া ইঁহার বরাবরই অনভিপ্রেত। সুতরাং বিষয়কার্য্য-শূন্য থাকিলেও এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে আপত্তি ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কারণ, ইহাও আত্মরুচির অনুরূপ নয়। ধন্য দত্তজ মহাশয়ের মানসিক বল!

টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর বরাহ-নগরের বাটিতে "নীতিতরঙ্গিণী" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি ও প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেই সভার সভ্য ছিলেন। ইঁহারা প্রায় সর্ব্বদা একত্রেই গমনাগমন করিতেন। অক্ষয়বাবু তথায় নীতি-গর্ভ প্রস্তাব সমূহ পাঠ করিতেন। ঈশ্বর বাবু দত্ত মহোদয়কে উত্তম রূপ নীতিমান্ ও জ্ঞানবান্ জানিতেন। তিনি বলিতেন, 'এই সকল প্রস্তাব অক্ষয় বাবুর হৃদয়-প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। উহা তাঁহার নিজের সম্পত্তি। এ গুলি একত্রিত করিয়া হার গাঁথিয়া "নীতি-তরঙ্গিণীর" গলদেশে অর্পণ করিব।' এই বলিয়া

তৎসমুদায় তিনি প্রযত্ন সহকারে নিজেই রাখিয়া দিতেন। বোধ হয়, তাহার কতক কতক প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে গুলি উদ্ধারের আর কোন উপায় দেখি না।

এই সূত্রে বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ও প্রিয়নাথ চৌধুরীর সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বৈকুণ্ঠ বাবু দত্তজ মহাশয়ের বেকার অবস্থা জানিতে পারিয়া মফঃস্বলের কোন ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ স্থির করিয়া ইঁহাকে অবগত করেন। ইনি পূর্ব্বে অন্য সকলকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাকেও সেই উত্তরই প্রদান করিলেন। ইনি চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার এই অপ্রার্থিত উপকারের জন্য প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "যদিও এসময়ে আমার অর্থোপার্জ্জন অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তথাচ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে আমার বাঞ্ছা নাই। তাহাতে আমার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব না। এই জন্যই সহসা সম্মত হইতে পারিতেছি না।"

অষ্টম অধ্যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা।—পরমার্থবিষয়ক প্রস্তাব-প্রচারই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিয়া ঐ পত্রিকার অতীব উন্নত অবস্থা সম্পাদন করা।—ঐ পত্রিকার প্রতি অবিচলিত [illegible] তত্ত্বজ্ঞ [illegible] কর্ত্ত অস্বীকার করা।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও [illegible] বিজ্ঞলোকদিগের অভিপ্রায়।—বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সম্পাদন, কোন কোন অংশে উহাকে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ করিবার চেষ্টা করা ও অন্য অন্য নানা অংশে বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা।—বিজ্ঞান-শিক্ষার্থ ইঁহার মেডিকেল্ কলেজে গমন, ও তথায় অধ্যয়ন এবং ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান ও অনুশীলন।

কিছু দিন পরে কিয়ৎপরিমাণে ইঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ ও ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার উপায় নির্দ্ধারিত হইল। ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারারম্ভ হইল এবং ইনি তাহার সম্পাদকতা পদ প্রাপ্ত হইলেন*। পরমার্থ অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রকটন করা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তদনুসারে প্রথমকার পত্রিকা সমুদায়ে সেই রূপ বিষয় সকলই প্রচারিত হইত। পরে ইনি তাহার সহিত বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি মিলিত করিয়া ঐ পত্রিকাকে বিবিধ জ্ঞানের আকর-স্বরূপ একটি

---

* প্রথমে ইনি তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন; সে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনা ব্যতিরেকে সভার বিল-স্বাক্ষরাদি কিছু কিছু অপর কর্ম্মও করিতেন। পরে সভার অধ্যক্ষেরা সেই পত্রিকার কার্য্যে ইঁহার উৎসাহ ও পারদর্শিতা দেখিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন-উদ্দেশে ১৭৬৮ শকের শেষ ভাগে কেবল তদীয় সম্পাদকতা কার্য্যেই ইঁহাকে ব্রতী করিয়া রাখিলেন।

অত্যুপাদেয় অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রদ পদার্থ করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ তত্ত্ববোধিনী যে শুদ্ধ ধর্ম্মপ্রধান পত্রিকা না হইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি ভূরি ভূরি উপাদেয় জ্ঞানময় বিষয়ের আধার হইয়া উঠে, তাহা অক্ষয় বাবুরই ঐকান্তিক উৎসাহ, আন্তরিক চেষ্টা ও প্রগাঢ় পরিশ্রমের ফল। এইটি ইহার উন্নত মন, তেজস্বিনী বুদ্ধি ও সমধিক অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

১৭৬৫ হইতে ১৭৭৭ শকাব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর কাল একাদিক্রমে ইনি সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে পত্রিকার সম্পাদকতা কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া উহাকে কত দূর শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পরম পদার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন, ও তদ্দারা বঙ্গদেশের এমন কি, ভারতবর্ষের কীদৃশ শুভ সাধন হইয়াছে, সে কথা সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে কখন তিরোহিত হইবার নয়। পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ প্রগাঢ়-রচনা-বিশিষ্ট পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না। ইহার প্রথমকার কোন সংখ্যা পাঠ করিয়া সুবিখ্যাত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহোদয়, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ীকে সম্বোধন করিয়া বিস্ময় ও আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া বলেন,—"রামতনু! রামতনু! বাঙ্গলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? —এই দেখ!"

যে বিষয়ে অত্যন্ত স্নেহ, যত্ন ও পরিশ্রম করা যায়, সে বিষয়ে এক রূপ আত্মভাব জন্মে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত ইঁহার সম্পূর্ণ সেই ভাবই ঘটিয়াছিল। পশ্চাৎ তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

তত্ত্বোধিনীর উৎকর্ষ-বিধানার্থে ইনি অকাতরে অম্লান ভাবে দিন-যামিনী যেরূপ অসীম পরিশ্রম করিতেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে, ইঁহার উহা হইতে যে অর্থানুকূল্য হইত, তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। ইঁহার বন্ধু বান্ধবেরা সেই স্বল্প পরিমিত অর্থে সন্তুষ্ট না হইয়া অনেক সময়ে অন্যবিধ উপায় অবলম্বন জন্য ইঁহাকে উত্তেজনা করিতেন। কিন্তু তত্ত্বোধিনী দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মহোপকার হইবে, এইটি স্মরণ রাখিয়া অক্ষয় বাবু উহাতে এত দূর আবিষ্ট-চিত্ত, উৎসাহিত, স্নেহশীল ও যত্নবান্ হইয়াছিলেন যে, ইনি উপায়ান্তর অবলম্বন করিলে, উহার সমূহ দুরবস্থা ঘটিবে, এমন কি, বঙ্গ গৌরবের ধ্বংস হইবে ভাবিয়া বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট- হইবার অভিলাষকে কোন মতেই মনোমন্দিরে স্থান দেন নাই।

বঙ্গদেশে যখন শিক্ষা-কার্য্যের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টরের পদ প্রথম সৃষ্ট হয়, তখন ইঁহাকে সেই কর্ম্ম দিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইনি, কেবল পত্রিকার উপর অবিচলিত স্নেহ ও অনুরাগ বশতঃ তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। মাসিক ৬০৲ ষাট টাকা বেতনের কর্ম্মের অনুরোধে ১৫০৲ দেড় শত টাকা বেতনের পদ অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিলেন। পরে ১৭৭৭ শকে কলিকাতা নর্ম্ম্যাল্ স্কুল সংস্থাপিত হইলে, ইনি তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সে বিষয়েও প্রথমতঃ আত্মীয়দিগের সমক্ষে পূর্ব্ববৎ অসম্মতি প্রকাশ ও আপত্তির কথা উত্থাপন করেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে এমনই ব্যাপার

ঘটিয়া উঠিল যে, ইঁহাকে অগত্যা নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল।

যে অপরিহার্য্য কারণ-প্রভাবে অক্ষয় বাবুকে কলিকাতা নর্ম্যাল্-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়, এ স্থলে তাহার নি[illegible] [illegible] [illegible]ক। শ্রীনাথ বাবু ও অমৃতলাল বাবুর অভিপ্রায়ানুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুকে ঐ কর্ম্ম দিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর্ ইয়ঙ্ সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া ফেলেন। পরে অমৃতলাল বাবু ইঁহাকে ঐ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে ইনি বলিলেন, "আমি এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তত্ত্ব-বোধিনীর কার্য্য পরিত্যাগ করিলে, পত্রিকা খানি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমি এ কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আপনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ কথা বলিবেন।" পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুর ঐ কার্য্য গ্রহণের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে অক্ষয় বাবু বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "কেন? অমৃতলাল বাবু কি আপনাকে কোন কথা বলেন নাই? আমি ও কার্য্য গ্রহন করিতে পারিতেছি না। ও কার্য্য গ্রহণ করিলে, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা খানি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিমর্ষভাবে বলিলেন, "এ বিষয়ের যে সমস্ত প্রায় নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ হইলে আমাকে সাহেবের নিকট অপ্রতিভ হইতে হয়। আমি যে লোকের জন্য অনুরোধ করিয়াছি, বাস্তবিক সে ব্যক্তি নেই

কর্ম্মের প্রার্থী নহেন, সাহেব এ কথা শুনিলে আমাকে অপদস্থ হইতে হইবে। যিনি কর্ম্ম করিবেন, তাঁহার মত না লইয়া এরূপ করা আমার ভাল হয় নাই, এখন বুঝিতেছি।” অক্ষয় বাবু স্বরে বলিলেন, “এখনও যদি ঐ বন্দোবস্ত-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নের কোন রূপ যেন ত্রুটি করা না হয়।” বিদ্যাসাগরের অনুরোধে ইহাকে অগত্যা সম্মত হইলেন। কিন্তু শেষে জানা গেল, পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করিবামাত্র ঐ কার্য্যটী অক্ষয় বাবুকে দিবারই ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইঁহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতেই হইল। যত দিন ইনি সুস্থকায় ছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ইঁহার স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি ইঁহার চিরদিন সমান অনুরাগ ছিল। যখন তত্ত্ববোধিনীতে ইনি ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাত্র মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইতেন, তখন এক দিন কথা-প্রসঙ্গে আনন্দ বাবু ও শ্রীনাথ বাবুকে বলেন, “যদি আমার কেরাণিগিরি কিংবা অন্য কোন ৩০০৲ তিন শত টাকা বেতনের বিষয়কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তথাপি আমি সর্ব্বসাধারণের হিতকরী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিত্যাগ করিয়া সেই কার্য্য অবলম্বন করিতে পারিব না।”

ইঁহার সম্পাদকতায় ও কর্ত্তৃত্বাধীনে তত্ত্ববোধিনী কিরূপ গৌরবান্বিত, প্রতাপশালী ও বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী পত্রিকা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সকলেই সুন্দররূপ বিদিত আছেন। লোকে সেই সময়ে প্রতি মাসেই পত্রিকার অপেক্ষায় উন্মুখ ও ব্যগ্র হইয়া থাকিত, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়*। এ বিষয়ে

* রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২৮৬ পৃঃ।

এখনও সকলেই অতি উন্নত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এক জন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন,

"এই পত্রিকা (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা) ১৭৬৫ শকে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়া ৭৭ শক পর্য্যন্ত অক্ষয় কুমার বাবুর যত্নে দিন দিন উন্নতির সহিত পরিচালিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা বঙ্গভাষা তৎকালে অনেক [illegible] ব্যবহারোপযোগী হইয়াছিল। ইঁহার লেখাতে দেশের অনেক কুসংস্কার অপনীত হইয়াছে। ইনি "পদার্থবিদ্যা' "ধর্ম্মনীতি" এবং "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" এই সমস্ত যাহা প্রথমে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সকল সদ্-যুক্তিতে পূর্ণ, বুদ্ধিবিবেকের সঙ্গত; এবং তাঁহার মধুর গম্ভীর রচনাপ্রণালী ও ভাষার ওজস্বিতা অতি হৃদয়-গ্রাহিণী। তাঁহার লিখিত বিবিধ সারগর্ভ, যুক্তি-যুক্ত নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রস্তাবে তখন অনেককে কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিক্ষা দিয়া অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়াছে। এই পত্রিকার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে করিতে ইঁহার শরীর উৎকট পীড়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তক-রূপে প্রতিপন্ন করত ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। * * * তত্ত্ববোধিনীর পূর্ব্বে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার প্রচার ছিল না। বিদেশস্থ কত ব্যক্তি কেবল পত্রিকা পাঠ করিয়া ভ্রমোপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের ধর্ম্ম-মত, অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার সন্নিবেশিত আছে। তদ্ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের যে সকল প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের অলৌকিক প্রভুত্বে লোকে অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করিত, তাহাদের বাঙ্গালা অনুবাদ, টীকা, ব্যাখ্যান সকল প্রকাশিত হওয়াতে, সংস্কৃতানভিজ্ঞদের বহুল ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনীর ভাষা বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। সে সময় অক্ষয় বাবু স্বয়ং অনেক

বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি এতদূর পরিশ্রম করিতেন যে, সময় সময় নিয়মমত আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত রহিত হইত।"

[ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ৯৫ ও ৯৬ পৃষ্ঠা।]

নববার্ষিকী-প্রণেতা বলেন,

"তৎকালে বঙ্গভাষার [illegible] সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা ছিল, বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠ করা অনেকে এক প্রকার [illegible] বিষয়ই মনে করিতেন। তথাপি এতাদৃশ [illegible] [illegible] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা ৭০০ সাত শত ছিল। এইটি সম্পাদকের অসামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন কালে প্রকৃত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্ব্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই'।"

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন,

"রামমোহন রায়ের মৃত্যুর একাদশ বৎসর পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দ্বারা যে বঙ্গভাষার বহু উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বাদশ বৎসর উহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে পত্রিকাতে যে সকল প্রস্তাব লিখেন,

---

* কিছু দিন তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা নামে একটি সভা ছিল। ঐ সভার সভ্যদের নাম গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং অক্ষয় বাবুর উপাধি গ্রন্থ-সম্পাদক ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে যে কোন পুস্তক বা প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে, তাহা গ্রন্থাধ্যক্ষদের সম্মতি লইয়া মুদ্রিত করিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভা দেবেন্দ্র বাবুর স্নেহ-পাত্রী। তিনি অন্যত্র কোন সদ্ব্যবস্থা দেখিলে তাহা ঐ সভাতেও প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা করিতেন। তিনি এসিয়াটিক-সোসাইটির পেপার কমিটি দেখিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাতেও তদনুরূপ গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা প্রবর্ত্তিত করেন।

তাহা বঙ্গভাষাকে অতি সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছে। * * * অক্ষয় বাবু বর্ত্তমান বঙ্গভাষার একজন প্রধান নির্ম্মাতা। ‡"

রেভারেণ্ড লঙ সাহেব এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"Tattwabodhini Patrika, monthly, by Akshaykumar Datta. Began in 1843 and has maintained a steady circulation since (i.e. 1855). It contains besides a series of articles on natural history, philosophy, biography, extensive translations from the Vedas, Mahavarat; 700 copies are monthly circulated. It *** holds a high place for the abilities of its articles."—(Descriptive Catalogue of Bengalee Books. p 65.)

সুধীরঞ্জনে ¶ ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় যে সুন্দর কথোপ-

ইহাতে উপকারও দর্শিয়াছিল। অবিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত বা অন্যরূপে দূষিত কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে পারিত না। এমন কি, গ্রন্থাধ্যক্ষ-বিশেষের বিরচিত প্রবন্ধও কখন কখন অধিকাংশের মত-ক্রমে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থ-সম্পাদকের একটি বাক্যও কদাচ পরিত্যক্ত হয় নাই। আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাপ্রসাদ রায় ও শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় * এই সভার সভ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সহিত এই সংসুবাধীন অক্ষয় বাবু আপনাকে উপকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন †। এরূপ উপযুক্ত গ্রন্থ-সম্পাদক থাকিলে, গ্রন্থাধ্যক্ষ সকলের প্রয়োজন কি? সুতরাং কিছু দিন পরেই ঐ সভা একেবারেই উঠিয়া গেল।

‡ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ২৮ পৃষ্ঠা।

¶ হিন্দু কালেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অধিকারি-প্রণীত সুধীরঞ্জন পুস্তক।

---

* প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন না, অথচ লিওনার্ড সাহেব তাঁহাদিগকে গ্রন্থাধ্যক্ষগণের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। See Leonard's History of Brahmo Samaj pp. 81—82.

† বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচারের প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে।

কথন আছে, তাহাতে বঙ্গভাষা গর্ব্ব করিয়া কহিতে-ছেন,

> "কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
> পেয়েছি [illegible]
> তাহার বাসনা [illegible]
> অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥"

"Akshaykumár enlisted himself in the cause of Brahmaism, and for a long time edited that wonderfully able religious paper the Tattwabodhini Patriká. It is scarcely possible to adequately describe how eagerly the moral instructions and earnest exhortations of Akshaykumár, conveyed in that famous paper were devoted by a large circle of thinking and enlightened public. People all over Bengal awaited every issue of that paper with eagerness, and the silent and sickly but indefatigable worker at his desk swayed for a number of years the thoughts and opinions of the thinking portion of the people of Bengal. Discoveries of European Science, moral instructions, accounts of different nations and tribes, of the animate and inanimate creation, all that could enlighten the expanding intellect of Bengal, and dispel darkness and prejudices found a convenient vehicle in the *Tattwabodhini Patriká*. Akshaykumár worked indefatigably hard, and gave himself scarcely any recreation. Nature could sustain no longer, he was prostrated by a head disease which still prevents him from doing any work. All Bengal laments the loss of this great man, for though

living he is lost to literature. Reprints from his paper in the shape of চারুপাঠ (3 Parts) ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, পদার্থবিদ্যা, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় &c. form the best text books for students, all over Bengal and are among the best specimens of Bengali prose."

"Iswarchandra Vidyáságar without enlistening himself in the cause of Brahmaism has virtually set before himself the same aims which actuated his colleague Akshaykumár, viz. the moral instruction of the people, the reform of social abuses, the developement of Bengali prose. * * *"

"Thus next to Rammohan Roy, Akshaykumár Datta and Iswarchandra Vidyáságar are the two great writers to whom Bengali prose owes its formation. * * Bengal will not soon forget those who have enriched the Bengali prose, striven for social reforms, and done more than any other writers for the spread of knowedge all over the country."—(Literature of Bengal, pp. 172—74.)

"তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন ও দেশের বহুবিধ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মত একটি মাত্র সম্প্রদায়ের কাগজ হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাঙ্গলায় ইউরোপীয় ভাবপ্রচারের মিসনরি ছিল, উহা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা তত্ত্ববোধিনীর আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন। বাঙ্গালির ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ করান সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালির

সর্ব্ব প্রথম নীতিশিক্ষক; তাঁহার চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞ লোকেও পাঠ করিয়া নীত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। বালকেরা এই সকল গ্রন্থ-পাঠে কতদূর উপকৃত হয়, তাহা বলা যায় না।"—[শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-প্রণীত বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য।]

ইঁহার রচনা সম্বন্ধে আরও অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশংসাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা ভাষার কোন সাহিত্য-সংগ্রহ পুস্তকে যদি ভ্রমক্রমে ইঁহার প্রবন্ধ সংগৃহীত না হয়, তবে অমনি তাহাতে লোকের চক্ষু পড়ে ও সেই পুস্তক অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন বলিয়া বিবেচিত হয়।*

ফলতঃ ইনি নানাপ্রকারে বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ইঁহার রচনা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, এইটি বোধ হইতে থাকে, যেন ইনি প্রথমেই স্বদেশীয় ভাষাকে তেজস্বিনী করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে বাঙ্গলা অতি নিস্তেজ ভাষা ছিল; উহা কেবল সামান্য সামান্য গল্প লিখিবারই উপযুক্ত ছিল। উহার তেজস্বিতা সাধন করিতে পারিলে, লোকের মানসিক তেজও বৃদ্ধি হইতে পারে এই বিবেচনায় বাঙ্গলা ভাষাকে ওজস্বিনী করা প্রথমাবধিই ইঁহার একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহার রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে, তাহার যথেষ্ট উদাহরণও পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন ইনি নূতন শব্দ প্রস্তুত করা, নূতন-ভাব-প্রকাশক বাক্য রচনা, বর্ণনার গুণ-প্রভাবে প্রস্তাবিত বিষয় সকল সাক্ষাৎ

* বঙ্গবাসী, ১২৯০ সাল, ১১ই চৈত্র।

মূর্ত্তিমান্ বোধ করাইয়া দেওয়া, [illegible] লিখিবার রীতি ও সুপ্রণালী প্রদর্শন, বিদেশীয় শব্দের উচ্চারণ-বিধি ও তাহা লিখিবার [illegible], কোন কোন অংশে বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ করিবার [illegible] ইত্যাদি অনেক প্রকারে স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত [illegible], জ্ঞানী প্রভৃতি শব্দ সকলের প্রথমা বিভক্তিতে ঈকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে; পূর্ব্বে অন্যত্র ইকার লিখিত হইত। ঐরূপ লিখিতে হইলে, উত্তমরূপ সংস্কৃত-জ্ঞানের প্রয়োজন। বাঙ্গলা ভাষায় ঐ নিয়ম প্রচলিত না রাখাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অক্ষয় বাবু তদ্বিষয়ে যেরূপ লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল,

"বাঙ্গালা ভাষায় হলন্ত শব্দ-প্রয়োগ বিষয়ে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, সংস্কৃত ভাষায় প্রথমা বিভক্তির একবচনে যে শব্দের যেমন রূপ হয়, বাঙ্গালায় সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই সেইরূপ লিখিত হইয়া থাকে। যেমন বিদ্বান্, বিদ্বান্‌কে, বিদ্বান্‌দিগকে, বিদ্বান্‌দিগের ইত্যাদি। কিন্তু ইন্‌ভাগান্ত শব্দ বিষয়ে কেহই সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন না। উহা কেবল কর্তৃকারকের একবচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত, তদ্‌ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই হ্রস্ব ইকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে। যেমন জ্ঞানী, জ্ঞানিরা, জ্ঞানিকে, জ্ঞানিদিগকে, জ্ঞানিদিগের ইত্যাদি। কিন্তু এই রীতি অবলম্বন করাতে কোন লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রত্যুত বাঙ্গালার রচনাকে নিরর্থক কঠিন করা হয়। বিশেষতঃ যখন আর আর হলন্ত শব্দ বিষয়ে অন্যপ্রকার সহজ রীতি প্রচলিত আছে, তখন ইন্‌ভাগান্ত শব্দ-প্রয়োগ বিষয়ে তাহার অন্যথা কোন রূপেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। অতএব উহার সকল বিভক্তি ও সকল বচনে দীর্ঘ

ঙ্কারান্ত লেখা উচিত; [illegible] হইলে সর্ব্বত্র এক প্রণালী অবলম্বন করা হয় এবং [illegible] প্রণালী অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞানিনা, জ্ঞানিনে [illegible], জ্ঞানি-দিগের না লিখিয়া [illegible] জ্ঞানীদিগের লেখাই শ্রেয়ঃকল্প।

"বাঙ্গলা ভাষায় সমাস-প্রক্রিয়া [illegible] নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং কি ইন্‌ভাগান্ত, কি [illegible] হলন্ত শব্দ সর্ব্বত্রই সেই নিয়ম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। যেমন ভগবৎ-সেবা, জ্ঞানি-কৃত, মহাপূজা ইত্যাদি। যে স্থলে কোন শব্দে বাঙ্গলা ভাষার নিয়মানু-সারে বিভক্তি যোগ করা যাইবেক, তথায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়িনী প্রথা প্রচলিত করাই বিধেয় *।"

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে দেবী মুনি, জননী শব্দের সম্বোধনে দেবি! মুনে! জননি! প্রভৃতি মুদ্রিত হয় নাই দেখিয়া এক দিন আমি অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐরূপ ভুল কি জন্য পুস্তকে রহিয়াছে?" তাহাতে অক্ষয় বাবু বলিলেন, "ও গুলি ভুল নহে। বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে অনেক প্রভেদ আছে। বাঙ্গলায় সম্বোধন-পদ সংস্কৃতানুযায়ী হয় না। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তার একবচনে যে পদ থাকে, সম্বোধনে তাহাই থাকে। কেহ হরিকে হরে এবং বিষ্ণু ও শম্ভুকে বিষ্ণো ও শম্ভো বলিয়া আহ্বান করে না। হরি! বিষ্ণু! ও শম্ভু! বলিয়াই আহ্বান করে। যাঁহারা রীতি-শুদ্ধ প্রকৃত বাঙ্গলা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ওস্তাদী কবি-রচয়িতাদের এবং অন্যান্য সঙ্গীত-প্রণেতা-

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৪ শক, ফাল্গুন মাস।

দেরও সঙ্গীতগুলি স্মরণ করিলেই জানিতে পারা যাইবে এই বলিয়া অক্ষয় বাবু নিম্ন-লিখিত কয়েকটি গীতাংশ আবৃত্তি করিলেন।

১। "ওগো 'কুব্জা গো!' আমায় ব'লে দে গো
মনচোরের [illegible]।"
ব্রজগোপী[illegible] চুরি ক'রে, এসেছে মধুপুরে,
সেই চোর এই চোর, ব্রজের মাখন-চোর
এমন মনচোরের মন, চুরি কর্‌লে কোন্ চোরে॥"

—গদাধর মুখোপাধ্যায়।

২। "শুন ওহে 'বনমালী!' বৃন্দাবনের বার্ত্তা বলি,
পত্রাবলি করে এনেছি;
ভাণ্ডীর বন, তমাল-বন, নিধু-বন, আর নিকুঞ্জ-বন,
ভ্রমণ ক'রেছি।"

—গদাধর।

৩। "মন গরিবের কি দোষ আছে?
তুমি বাজীকরের মেয়ে গো 'শ্যামা!'
যেমন নাচাও, তেমনই নাচে।"

—রামপ্রসাদ।

৪। "বৃন্দে কয় 'বংশীধারী!' এ কি হেরি মন-ভ্রম।
শ্রীরাধার মানের দায়, ভস্ম মেখে গায়,
ত্যজ্‌বে হে গোকুলের আশ্রম।
তুমি যাবে কাশীধাম, ব্রজের লোকে বল্‌বে শ্যাম,
'চিন্তামণি!' কমলিনীর মান্‌তো ভাঙ্‌তে পারে না।"

—গদাধর।

'দীনবন্ধু!' দয়া কর আমারে।
কত মহাপাপী উদ্ধারিলে ব'সে শ্রীমন্দিরে।"

৬। "সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী 'তারা।' তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।
—রামপ্রসাদ।

পরে অক্ষয় বাবু বলিলেন,

"এই সকল স্থলে উক্ত সঙ্গীত-রচয়িতারা কুব্জে, বন-মালিন্, শ্যামে, বংশীধারিন্, চিন্তামণে, দীনবন্ধো, তারে না বলিয়া কুব্জা, বনমালী, শ্যামা, বংশীধারী, চিন্তামণি, দীনবন্ধু, তারা বলিয়া গিয়াছেন।"

"রাধে, বৃন্দে, ললিতে প্রভৃতি সম্বোধন-পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চলিত বাঙ্গলায় কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তৃপদের এক বচনেও রাধে, বৃন্দে প্রভৃতি হয়। যেমন,

১। "যেও না যেও না বঁধু রাধার মন্দিরে।
'রাধে' হ'য়েছে মানিনী, আছে মানভরে।"
—বদন অধিকারী।

২। 'বৃন্দে' শ্রীমতীর বিচ্ছেদজ্বালা হেরিয়ে ভাবিয়ে সংশয়,
মথুরায় ধায়, পাগলিনী প্রায়, গিয়ে কৃষ্ণে সম্বোধিয়া কয়,
এক বার ফিরে চাও হে কালশশী, ব্রজে হ'তে এসেছি,
আমি 'বৃন্দে' তোমার দাসীর দাসী।"
—গদাধর।

৩। "শ্যাম এলেন স্যমন্তপঞ্চকে, নারদমুখে শুনিয়ে সংবাদ।
সহচরীগণে সঙ্গে করি, এলেন প্যারী, দেখ্‌তে কালাচাঁদ.
কেঁদে 'রাধে' কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
দুটি নয়ন ছল ছল, অশ্রু-জল, ধারা বহিছে বদনকমলে।
খেদে 'ললিতে' কেঁদে কয়, দয়াময়।
যার চিন্তে বহু দিন দেখা নাই।
দেখ কৃষ্ণ হে এলো কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী রাই।

সেই গেলে, আর না এলে গোকুলে,
[illegible]।"

"[illegible] দ্বিতীয় ভাগ রচনা করিতে করিতে [illegible] মনে উদয় হয়। বাঙ্গলায় সম্বোধন-পদ, [illegible] পদের অনুযায়ী হওয়া উচিত নয়। এ [illegible] স্থানে স্থানে দেবী! মুনি! জননী! প্রভৃতি বাঙ্গলা সম্বোধন-পদ রাখা হইয়াছে। কিন্তু এ বারে সর্ব্বস্থানে ও রূপ করা ঘটে নাই। হরে! শম্ভো! বিষ্ণো! সীতে! বনমালিন্! বংশীধারিন্! বন্ধো! প্রভৃতি প্রকৃত বাঙ্গলা পদ নয়।"

অক্ষয় বাবু শিরোরোগাক্রান্ত না হইলে, বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা দেশের কত উপকার হইত, সকলেই জানেন, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। কত কত বাঙ্গলা গ্রন্থের দোষ-সংশোধন হইয়া কিরূপ হিত-সাধন হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইয়ুরোপ খণ্ডে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সমালোচনার রীতি প্রবর্ত্তিত আছে। তথায় কোন এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবা মাত্র তাহার দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। সুতরাং সদ্‌গ্রন্থের বাহুল্য হইয়া থাকে। এ দেশে সেই সুরীতি প্রচলিত নাই। না থাকাতে উন্নতি দূরে থাকুক, নানাপ্রকার বিকৃতিই ঘটিতেছে। প্রণালী-শুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় পারদর্শী, এবং নানাপ্রকার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন লোকও এখানে নিতান্ত বিরল। যাহার ভাষা-বোধ আছে, তাহার সমধিক বিষয়-জ্ঞান নাই; যাহার বিষয়-বোধ আছে, তাহার তাদৃশ প্রণালী-শুদ্ধ ভাষা-জ্ঞান ও সমধিক সূক্ষ্ম-দর্শিতা নাই; এইরূপ লোকই অধিক। অক্ষয় বাবুর মত উভয়বিষয়াভিজ্ঞ

বিচার-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মনের গতি ও লিখিবার [illegible] দেখিয়ে বোধ হয়, ইহার শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে; [illegible] আহারের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন [illegible] দিন হইল, ইহার সর্ব্বজন-শোচনীয় [illegible] বিষয়ের দুই একটি দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছে। এদেশীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষার্থী ও সুশিক্ষিত, বিষয়ী ও বিদ্যা-ব্যবসায়ী লক্ষ লক্ষ লোক ও শিক্ষা-বিভাগের কত কত প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারীও ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষায় প্রকাশিত প্রভাত-বর্ণন কবিতাটি পাঠ করিয়াছেন। দোষ-রাশি লক্ষ্য করা দূরে থাকুক, ইহাকে গুণময় জ্ঞান করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এক ব্যক্তিও একটি মাত্র দোষও লক্ষ্য করেন নাই। অক্ষয় বাবু ইহার সবিস্তর দোষ দর্শাইয়া সকলকে চমকিত করিয়াছেন। উদ্বোধন পত্রিকায় এ বিষয়টি যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে,

"৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সর্ব্বজনপ্রশংসিত
'পাখী সব করে রব'
কবিতার অপূর্ব্ব সমালোচনা।

"এক দিন চাঁদড়া-নিবাসী আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বাঙ্গলা পদ্য-সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন চলিতেছিল। মধ্যে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'পাখী সব করে রব' এই কবিতার কথা

উঠিলে, অম্বিকা বাবু বলেন, "উহা আদ্যোপান্ত দোষে পরিপূর্ণ।" তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের মতে উহা অতি মনোহর।" আমার পূর্ব্বের ধারণা প্রবন্ধ দেখিয়া তিনি আমায় বলিলেন, "এ বিষয় আমি বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়ের নিকটে শুনিয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র আমি তটস্থ ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অক্ষয় বাবুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তর্কালঙ্কারের রচনা-মাধুর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "কিন্তু প্রভাত-বর্ণনটি প্রকৃত স্বভাব-বর্ণন নহে; প্রত্যুত, স্বভাবের বিরুদ্ধ বর্ণন।" এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কিরূপ, বলিয়া দিন।" তৎপরে তিনি বলিলেন, "তুমি এক এক পঙ্ক্তি আবৃত্তি কর। আমি তাহার দোষাদোষ বলিয়া যাই।" আমি ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, তিনি পর পর উত্তর করিয়া গেলেন। তখন আমার নিশ্চয় মনে হইল, উহা এই দণ্ডেই পুস্তক হইতে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পুস্তক মধ্যে উহা রাখিয়া শিশুগণের আর কুসংস্কার জন্মাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্যই আমি সাধারণের গোচরার্থে আমার আবৃত্তি ও অক্ষয় বাবুর উত্তর পশ্চাৎ লিখিতেছি,

আবৃত্তি।—পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল॥

উত্তর।—রাত্রি প্রভাত হইবার সময়ে "সকলি" ফুলে

থাক্, অতি অল্প পুষ্পই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। বেল, মল্লিকা, নবমল্লিকা, বনমল্লিকা, [illegible]নীগন্ধ, গন্ধরাজ, যূথী, জহরচাঁপা ইত্যাদি অনেক সু[illegible] সুগন্ধি পুষ্প বৈকালে বা প্রদোষকালে প্রস্ফু[illegible] হয়। [illegible] প্রভৃতি কতকগুলি সুদৃশ্য পুষ্পও বৈকালে প্রকটিত [illegible] শেফালিকাও সন্ধ্যার পরে বিকসিত হইয়া গন্ধ বিস্তার করে। পদ্ম, সূর্য্যমণি, অপরাজিতা, করবীর (করবী) এই সমুদায় পূজার পুষ্প সূর্য্যোদয়ের পরে এবং কোনটা কিছু বেলাতে ফুটিয়া উঠে। কুমুদ, টগর, ধুস্তূর (ধুতুরা) প্রভৃতি কতকগুলি পুষ্প রাত্রিকালে বিকসিত হয়। আমার "শোভনোদ্যানে" দুই এক প্রকার পুষ্প আছে, তাহা প্রভাত কালে প্রস্ফুটিত হওয়া দূরে থাকুক, অর্দ্ধরাত্রিতে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রাতে এবং কোনটা কিছু বেলায় মুদিত হইয়া যায়। অন্যান্য অনেক পুষ্প প্রভাত ভিন্ন অন্য সময়ে বিকসিত হইতে দেখা যায়।

আবৃত্তি।—রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥

উত্তর।—যে সময়ে রাত্রি প্রভাতের উপক্রম হইয়া পাখীর "রব" শুনিতে পাওয়া যায়, "রাখালেরা" সে সময়ে "গোরুর পাল" লইয়া "মাঠে যায়" না। তাহারা দুগ্ধ-দোহনাদি করিয়া সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে গোচারণে যায়।

আবৃত্তি।—ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমললোভে অলি আসিয়া জুটিল॥

উত্তর।—মালতী ফুল বৈকালে ফুটে। এ সম্বন্ধে আর কি বলিব?

আবৃত্তি।—শীতল [illegible] শরীর।
[illegible] নিশির শিশির ॥

উত্তর।—যে ঋতুতে "পাতায় পাতায়" টপ্ টপ্ করিয়া "নিশির শিশির পড়ে" সেই ঋতুর প্রভাত সময়ের শীতল-বায়ু-প্রহারে সহজ লোকের "শরীর জুড়ায়" না। এবং যে ঋতুতে "পাতায় পাতায় নিশির শিশির পড়ে", সে ঋতুতে "মালতী ফুল" প্রস্ফুটিত হয় না।

অক্ষয় বাবু তর্কালঙ্কারের প্রভাত-বর্ণনের এইরূপ সমালোচনা করিয়া ওস্তাদী কবিওয়ালাদের কথা উপস্থিত করিয়া তাহাদের কবিত্ব-শক্তি ও ভাষা-জ্ঞান, উভয়ের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কবির রচনা সুন্দর প্রণালী-শুদ্ধ; এমন কি, নানা স্থানে প্রস্তাবিত বিষয় সমুদায় সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বোধ হইতে থাকে, এইরূপ বলিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের * উদাহরণ-উদ্দেশে হরুঠাকুরের পশ্চাৎ-লিখিত বর্ষা-বর্ণনাটি কীর্ত্তন করিলেন,

"সুধীর ধারা বহিছে ঘোরতর রজনী।
এ সময় প্রাণ-সখী রে কোথায় গুণমণি?
এই খদ্যোত বিদ্যুৎজ্যোতিঃ প্রকাশে,
দিবা-মত যেমন দিনমণি ॥

---

* অর্থাৎ স্বভাব-বর্ণনের।

কদম্ব কেতকী [illegible] [illegible] [illegible] বেলমল্লিকা,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ [illegible]য়।
এই ময়ূর ময়ূরী [illegible] [illegible] চাতক চাতকিনী,
[illegible]

১৩ কার্ত্তিক, ১২৯০ সাল। | [illegible] রায়, ২৫ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—উদ্বোধন, ১২৯০ সাল, ১৭ কার্ত্তিক।

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, এবং আর্য্যদর্শন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ প্রভৃতি, যাঁহারা দোষ-গুণ-বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, এই কবিতার মোহে মুগ্ধ হইয়া অপর সাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন*, এখন তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া থাকুন।

---

* "প্রথম ভাগের (শিশুশিক্ষা পুস্তকের) শেষে অসংযুক্ত হলবর্ণে সরল ও মধুর যে একটি কবিতা রচিত হইয়াছে, সেরূপ কবিতা সামান্য কবির লেখনী হইতে নির্গত হইবার নহে।" – রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ২২২ ও ২২৩ পৃষ্ঠা।

"প্রথম ভাগের শেষে পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল ইত্যাদি প্রভাত-বর্ণনা-বিষয়ক যে কয়েকটি কবিতা আছে, তাহার তুল্য প্রসাদ-গুণ-সমলঙ্কৃত কবিতা বঙ্গ-ভাষায় অতি বিরল।" – শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,-প্রণীত বাঙ্গালা-সাহিত্য-সংগ্রহ, ১ম ভাগ, ৭১ পৃষ্ঠা।

"তর্কালঙ্কার মহাশয় যদি শুদ্ধ প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি জগতে সুকবি বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন। পাঠকগণ! দেখ দেখি—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল। ইত্যাদি

ফলতঃ ইনি শিরোরোগ প্রযুক্ত এরূপ অসমর্থ হইয়া না পড়িলে, ইঁহার যুক্তি ও পরামর্শ প্রদানাদি দ্বারাও বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা-সাহিত্যের কত উপকার হইত, বলা যায় না। ইনি এই শোচনীয় শারীরিক দুরবস্থার সময়েও এ প্রকার অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। তাহার ২।১টা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু "একাল ও সেকাল" নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করেন, অক্ষয় বাবুর প্রবর্ত্তনাই তাহার মূল। রাজনারায়ণ বাবু ঐ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,

"প্রায় ২৬ ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজগৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমি আমরা দুই জনে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য করিতাম, ইহা ১৭৯৪ শকের ফাল্গুন মাসে হঠাৎ এক দিন মনে পড়িল। বোধ হইল, আমরা যেন সেই প্রকাণ্ড ডেক্সের সম্মুখে এখনও দুই জনে কার্য্য করিতেছি। এইরূপ পূর্ব্বকার বন্ধুতার ব্যাপার হঠাৎ শ্রুতিপথে জাগরূক হওয়াতে অক্ষয় বাবুর সন্দর্শন জন্য মন ব্যাকুল হইল। তৎপরে এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত বালিতে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাক্ষাতের সময় নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। অক্ষয় বাবু প্রস্তাব করিলেন, 'সে কালের সঙ্গে একাল তুলনা করিয়া যদি কেহ

বঙ্গভাষায় এরূপ কবিতা কি আর লিখিত হইয়াছে? ইহা পাঠ করিলে আপনাদের রমণীয় বাল্যকাল আবার চিত্রপটে কি অঙ্কিত হয় না? আবার আপনাদের মনে কি সেই বাল্যকাল-সুলভ মনোহর ভাবের সঞ্চার হয় না? তিনি যে স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা কি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে না?"—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-প্রণীত কবিবর ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থ-সমালোচনা, ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠা।

একটি প্রবন্ধ লিখেন, তাহা হইলে অতি ভাল হয়।' আমি ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ইংরেজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট-উৎপত্তি হইতেছে তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লিখেন নাই, আমি সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, পূর্ব্বে আমার এইরূপ মানস ছিল। অক্ষয় বাবুর প্রস্তাবিত বিষয় আর এই বিষয়টি প্রায় সমান। পূর্ব্বে মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা থাকাতে সহসা অক্ষয় বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তৎপরে জাতীয় সভায় ঐ শকের ১১ই চৈত্র দিবসে সে কালের সঙ্গে একাল তুলনা করিয়া একটি বক্তৃতা করি।

'প্রবন্ধটি লিখিয়া অক্ষয় বাবুকে দেখান হইয়াছিল। তিনি যে সকল স্থান পরিবর্ত্তন অথবা যে সকল স্থানে নূতন বিষয় সংযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্থানে তাহা করিয়া দিয়াছি।

কলিকাতা, মির্জাপুর,
২২ আশ্বিন, ১৭৯৬ শক। } শ্রীরাজনারায়ণ বসু।"

কিছু দিন হইল, এ বিষয়ের উদাহরণ-স্বরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে; এ স্থলে তাহা লিখিত হইতেছে।

বাগ্‌ভট নামক বৈদ্যক-গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ 'হওয়া' 'খাওয়া' প্রভৃতি পদের স্থলে 'হওআ' 'খাওআ' প্রভৃতি পদ লিখিবার উদ্দেশে ইঁহাকে এক খানি পত্র লেখেন, তাহা পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে,

"শ্রীশ্রীজগদীশঃ
শরণম্

৬ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০।

কলিকাতা, কুমারটুলি ১৭ নং বাটী।

সবিনয়ং নিবেদনম্—

মহাভাগ।

আপনি বিদ্যমান সময়ের পুষ্টিপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা।

এই নিমিত্ত এই [illegible] একটি শব্দের উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণ-যোজনা বিষয়ে মহাশয়ের [illegible] আজ্ঞা প্রত্যাশা করিলাম।

"হওয়া" "খাওয়া" ইত্যাদি স্থলে "হওআ" "খাওআ" ইত্যাদি যোগ করা যাইবে কি না?

কৃপাপূর্ব্বক [illegible] পত্র দ্বারা আদেশ পাঠাইলে, চরিতার্থ হইব। ইতি

অনুগ্রহপ্রার্থিনঃ

শ্রীবিজয়রত্ন সেন গুপ্তস্য

(আয়ুর্ব্বেদীয় বাগ্‌ভট-

সংগ্রহানুবাদকস্য।)"

দত্ত মহাশয় এই পত্রের নিম্ন-লিখিত রূপ প্রত্যুত্তর দেন।

"উত্তরপাড়া বালি।

সন ১২৯০ সাল, ১৪ই অগ্রহায়ণ।

মান্যাস্পদেষু

বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন

বাঙ্গলা অকারের সহিত য় বর্ণের উচ্চারণের বিশেষ আছে। হয় এবং নয় পদের স্থলে হঅ এবং নঅ লিখিয়া উচ্চারণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐরূপ গয়া এবং দয়া শব্দের স্থলে গআ এবং দআ লিখিয়া পড়িলেই জানিতে পারিবেন। অতএব বাঙ্গলায় যে যে স্থলে য় বর্ণ লিখিবার রীতি প্রচলিত আছে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন দেখি না। সংস্কৃত য বর্ণের সহিত বাঙ্গলা য় বর্ণের উচ্চারণের অনেক প্রভেদ আছে, তাহা অবশ্যই জানেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমি শিরোরোগ প্রযুক্ত অত্যন্ত অসমর্থ এই নিমিত্ত পত্রাদি লিখাইতে বিলম্ব হইয়া আমাকে সাপরাধ হইতে হয় ইতি।

শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত।

কবিরাজ মহাশয় এই পত্র পাইয়া পুনরায় যে পত্র লিখেন, তাহাও এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

নং [illegible]
কলিকাতা। ১৫ [illegible]

যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন।

'মহাত্মন্! আপনার অসাধারণ কৃপা-[illegible] অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম।

'বাঙ্গালা ভাষায় অ এবং য় এই দুইটি বর্ণের যে উচ্চারণ-গত বৈষম্য আছে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ হয় নাই। হয়, নয়, ইত্যাদি স্থলে য় বর্ণের পরিবর্ত্তে অ বর্ণ প্রয়োগ করিলে যে বিপরীত বর্ণ-যোজনা হইবে, মহাশয়ের এই উপদেশ সম্পূর্ণ সত্য তাহাতে সংশয় নাই।

'আমরা উল্লিখিত স্থলে য় বর্ণের পরিবর্ত্তে অ বর্ণ প্রয়োগ করিতে অভিলাষী নহি। কিন্তু হওয়া, খাওয়া, যাওয়া ইত্যাদি বাঙ্গালা ওয়া প্রত্যয়ান্ত পদ গুলিতে বস্তুতঃ উচ্চারণের বিপরীত বর্ণ-যোজনা হইয়া আসিতেছে, এইরূপ বোধ হয়। এ জন্য আমাদের অভিপ্রায় যে, ঐরূপ পদ সমূহে উচ্চারণ অনুসারে ওআ প্রত্যয় অর্থাৎ হওআ, যাওআ ইত্যাদি রূপে বর্ণ যোজনা করা হউক।

'মহাশয়ের অভিমতিই বঙ্গভাষার একমাত্র নিয়ামক; মহাশয় ভিন্ন ঈদৃশ সন্দিগ্ধ স্থলে মীমাংসার অন্য উপায় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান পীড়ার অবস্থায়ও আপনাকে পুনরায় কষ্ট প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আমাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য বন্ধ রহিল।'

* * * * * *

একান্ত অনুগৃহীত
শ্রীবিজয়রত্ন সেন গুপ্ত।'

তৎপরে অক্ষয় বাবু এইরূপ লেখেন,

"উত্তরপাড়া বালি।
১২৯০ সাল,
২রা পৌষ।

মান্যাস্পদেষু,

বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন।

"আপনি দ্বিতীয় পত্রে যে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা পত্রে লিখিয়া অবগত করা সহজ নয়। আমি রীতিমত চিন্তা করিতেও পারি না। আপনার পত্র শুনিয়া মনে যাহা কিছু উদয় হইল, সে সমুদায় শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়কে বলিয়া দিয়াছি। তিনি আপনাকে জ্ঞাত করিবেন। ইতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।"

যে সময়ে এই ঘটনা ঘটে, তখন আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে অক্ষয় বাবুর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। অক্ষয় বাবু স্বীয় বক্তব্য বিষয়গুলি আমাকে যেরূপ বলিয়া দেন, আমি পূর্ব্বোক্ত কবিরাজ মহাশয়কে তাহা বলিয়া আসি। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এই স্থলে অক্ষয় বাবুর শেষ বারের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি উল্লিখিত হইতেছে।

১। বাঙ্গলা য় বর্ণের উচ্চারণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের উচ্চারণ হইতে গড়াইয়া আইসে। অ বর্ণের উচ্চারণ সেরূপ হয় না। এজন্য বাঙ্গলা শব্দের আদিতে বিন্দু-বিশিষ্ট বাঙ্গলা অন্তঃস্থ য় থাকে না। 'হওয়া' 'খাওয়া' প্রভৃতি পদের শেষে যদি স্বরবর্ণের 'আ' লেখা যায়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ 'হওয়া' খাওয়া' প্রভৃতির ন্যায় গড়ানে উচ্চারণ হয় না।

২। দআ আর দয়া, গআ আর গয়া, মাআ আর মায়া ইত্যাদি দুই দুই পদের উচ্চারণের পরস্পর কিছু প্রভেদ আছে। উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতে থাকে।

৩। বাঙ্গলা ভাষায় কোন পদের শেষেই 'আ' নাই।

৪। সকল ভাষার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। বাঙ্গলা ভাষায় পদের মধ্যে বা পদান্তে দীর্ঘ স্বর ব্যঞ্জন-বর্ণ-সংযুক্ত না হইয়া প্রায় থাকে না।

৫। কোন কোন পদের অন্তে হ্রস্ব স্বর ব্যঞ্জন-বর্ণ-সংযুক্ত না হইয়া শুদ্ধ স্বরই থাকে। যথা; যাই, পাই, খাই, হই ইত্যাদি। কিন্তু অ, ই, উ প্রভৃতি যে স্বরের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়ই আছে, তাহার দীর্ঘ ঐরূপে পদের শেষে বা মধ্যে থাকে না। যাওআ, খাওআ প্রভৃতি লিখিলে এই নিয়মের বিরুদ্ধ আচরণ করা হয়।

৬। ফলতঃ বাঙ্গলা ভাষায় যে প্রকার শব্দরূপ প্রচলিত আছে, তাহাতে যাওআ, দেওআ, খাওআ লিখিলে তাহা বাঙ্গলা শব্দই বোধ হয় না।

কবিরাজ মহাশয় সদাশয় ও তত্ত্বানুরাগী লোক। তিনি উল্লিখিত যুক্তিগুলি যথাবৎ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় বাবুর অভিপ্রায়ানুসারে নিজ গ্রন্থে হওয়া, যাওয়া প্রভৃতি পূর্ব্বমত প্রচলিত পদই বজায় রাখিলেন; পরিবর্ত্তন করা যুক্তি-সিদ্ধ বোধ করিলেন না। অক্ষয় বাবু এই জীবন্মৃত অবস্থায় জীবিত আছেন বলিয়াই, কতকগুলি শব্দের উক্তরূপ বর্ণ-বিন্যাসের পরিবর্ত্তন রহিত হইয়া গেল।

ইনি না থাকিলে হয় ত সেই সমুদায় শব্দের একরূপ কুৎসিত আকার সৃষ্টি করিতে হইত।

নিজের জ্ঞানোপার্জ্জন ও অন্যকে জ্ঞান বিতরণ করাই ইঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার-কালে, ঐ ইচ্ছা অনেক পরিমাণে সফল হইতেছিল। ঐ সময়ে ইনি সাধারণকে যেমন জ্ঞান বিতরণ করিয়া সুখী হইতেন, নিজেও তেমনই জ্ঞান শিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। গৃহে থাকিয়া যেমন নানা বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তেমনই আবার সেই সময়ে মেডিকেল্ কলেজে গিয়া বিশেষ রূপ বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার অভিলাষ করেন। উত্তর কালে যে সকল উত্তম উত্তম উচ্চতর বিষয় সাধন করিবার মানস ছিল, তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্যই ইনি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। প্রতি বৎসর তথায় এক এক প্রকার বিজ্ঞান শিক্ষা করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দুরূহ সম্পাদকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি মেডিকেল্ কলেজে গমন করিয়া প্রথম বর্ষে রসায়ন ও দ্বিতীয় বর্ষে উদ্ভিদ বিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করেন। ভূতত্ত্ব বিদ্যায় ইঁহার পূর্ব্বাবধি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। উদ্ভিদ বিদ্যা ও রসায়ন-জ্ঞান সেই বিদ্যা শিক্ষার সমধিক অনুকূল ও সম্যক্ উপযোগী বোধ হওয়াতে, এই সময়ে তাহারও অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন *। পরে উৎকট রোগে আক্রান্ত হওয়াতে সমস্তই রহিত হইল।

---

* এখনও ইঁহার উপবেশন-স্থানের সামগ্রী গুলিতে এ বিষয়ের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চাৎ গৃহসজ্জার বিবরণ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

হিন্দু জাতি স্বদেশের ইতিহাস কিছুই রক্ষা করেন নাই; সুতরাং তাহার মর্ম্ম কি, তাহাও অবগত নহেন। কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির পুরাবৃত্ত জানা নিতান্ত আবশ্যক এবং তাহা নানা বিষয়ে অতীব উপকারী; এই জন্ত অতি মাত্র পরিশ্রম সহকারে অক্ষয় বাবু সেই সময়ে হিন্দু জাতির পুরাবৃত্ত-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং সে সময় পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কত দূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে উপর্য্যুপরি ছোট বড় সহস্রাধিক পুস্তক পাঠ করেন। ফরাসী ভাষায় এই বিষয়ের কতকগুলি পুস্তক ও পত্রিকা আছে, তাহা অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশে কিছু কাল ঐ ভাষার অনুশীলন করেন *। এ বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া মধ্যে

* ইঁহার মনের দৌড় অত্যন্ত অধিক। ইঁহার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপন ভাগিনেয় শ্রীযুত সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়কে এক খানি পুস্তকের দোকান করিয়া দেন। তিনি এক দিবস তথায় গিয়া দেখেন, এক খানি জর্ম্মেন্ পুস্তকে অক্ষয় বাবুর পেন্‌সিলে লিখিত কতকগুলি হস্তাক্ষর বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহার সহিত নবীন বাবুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে, তথাচ ইনি যে কখনও জর্ম্মেন্ ভাষার পুস্তক স্পর্শ করিয়াছেন, ইহা নবীন বাবু কখনও দেখেন নাই, জানিতেনও না। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কৌতুকাবিষ্ট মনে ইঁহার নিকট এই বিষয়ের কথা উপস্থিত করিয়া ইহার তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনি শুনিয়া বলিলেন, "আমি চিরজীবন বিজ্ঞান-বিশেষের অনুশীলনে অনুরক্ত থাকিয়া তৎসংক্রান্ত নানা বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। যে বিদ্যার অনুশীলনে অনুরক্ত হই না কেন, তদর্থ ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মেন্, এই তিন ভাষাই শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি যে ভয়ানক শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা আমার অন্য অন্য সকল বাসনার সহিত এ বাসনাও উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, সেই পুস্তক খানি সীতানাথের দোকানে কিরূপে উপস্থিত হইল, তাহা ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বুঝি ধরা পড়িব বলিয়াই পুস্তক খানি কোনরূপে তথায় প্রবেশ করিয়াছে।"

মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের রীতিমত কার্য্য করিবারও ইচ্ছা ছিল।

ইঁহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি যে সকল পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহা ও বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা ও চারুপাঠ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে, সেগুলি প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে আবশ্যক মতে কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইনি ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র-নিষ্পন্ন তত্ত্ব সমুদায় ভারতবর্ষীয়দের বহুবিধ কল্যাণ-সাধনের সুন্দর রূপ উপযোগী করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, ইঁহার প্রণীত বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ধর্ম্মনীতি, চারুপাঠ ও পদার্থ-বিদ্যা গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে পাঠকগণের এইটি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। যৎকালে ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করেন, সে সময়ে ইংরেজ ও জর্ম্মেন্ জাতীয় বহু ব্যক্তি উহা পাঠ করিতেন। এক দিবস জেনারল্ এসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক রেভারেণ্ড্ জন্ এণ্ডার্সন্ ঐ পত্রিকার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক ছাত্রগণকে বলেন, "Akshayakumár is Indianising European Science" অর্থাৎ অক্ষয়কুমার ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানকে ভারতবর্ষীয় করিয়া তুলিতেছেন। এ দেশীয়দের বিজ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ে রামমোহন রায় যে মহৎ

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যান, অক্ষয় বাবু তাহা বিধিমতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা ও সুপ্রণালী ক্রমে কার্য্যে পরিণত করেন, পরে তাহা নানা ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া সফলতা সম্পাদন করিতেছে। ইঁহার বিরচিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি ঐ উচ্চ ঘোষণার সুমহান্ যন্ত্র। ইঁহার পুষ্পোদ্যান উদ্ভিদ বিদ্যার সুপবিত্র মনোহর চতুষ্পাঠী এবং ইঁহার গৃহসজ্জা বিজ্ঞানোৎ-সাহেউৎসাহী লোকের আনন্দ-ক্ষেত্র।

নবম অধ্যায়।

বেদান্ত দর্শনের মত রহিত করণ।—বেদ ঈশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র, এই মত নিরাকরণ।—পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মপূজার ব্যবস্থা-নিবর্ত্তন।—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার অনাবশ্যকতা।—একটি সুমহান্ উদার মত-প্রবর্ত্তন।—ব্রাহ্মধর্ম্মে বিজ্ঞান-সিদ্ধ সুনিশ্চিত তত্ত্ব সমুদায়ের সন্নিবেশ-প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, ইনি ইংরেজী শিক্ষা-প্রভাবে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে যুক্তি-বিরুদ্ধ ও মনঃ-কল্পিত অবাস্তব ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করেন এবং ঐ ধর্ম্ম শিক্ষিত লোকদিগের নিতান্ত অযোগ্য, ইহাও ইনি নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারেন। অতএব সুশিক্ষা-প্রাপ্ত লোকদিগের উপযুক্ত উৎ-কৃষ্টতর কোন ধর্ম্মের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় ইনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইলেন। ইনি ঐ সভায় ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই তদীয় মতে এমন গুটিকতক ভ্রম দেখিতে পাইলেন যে, তাহা কোন মতেই প্রাজ্ঞ লোকের অবলম্বনীয় বা অনুমোদনীয় হইতে পারে না। অতএব যাহাতে সেগুলি দূরীভূত হয়, তাহার উপযুক্তরূপ উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবেন্দ্র বাবু তত্ত্ব-বোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মতই সমাজের মত ছিল। অতএব তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে পারিলেই সমাজের ভ্রান্তি অপসারিত হইয়া যাইবে, এই মনে করিয়া ইনি ঐ সকল বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

১।—পূর্ব্বে বেদান্ত দর্শনের মতই ব্রাহ্মসমাজের মত ছিল। সে মত এই, "একমাত্র পরম ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তাতে জগতের ভ্রম হইতেছে। কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন। জগৎ সৃষ্টিও হয় নাই, এখনও নাই। জগৎ সৃষ্টি কখন হইবেও না। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই ঐ উভয়ই অভিন্ন। বেদান্ত দর্শনের এই অদ্বৈতবাদ মতই ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া গণ্য ছিল *।" অক্ষয় বাবু সর্ব্বদাই মনে করিতেন, একালে এরূপ অলীক মত অবলম্বন ও প্রচার করা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ন্যূনাধিক ২১ একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কার-মূলক মতের আপত্তি উপস্থিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বারংবার বিচার করেন † এবং

---

* নববার্ষিকী। সন ১২৮৪ সাল। ১৮৯ পৃষ্ঠা।

† অনেকে মনে ভাবিতে পারেন, রামমোহন রায় বৈদান্তিক ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বেদান্তকে অভ্রান্ত মনে করিতেন না, তাহার প্রমাণ এই,

"Niether can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedánta ;—in what manner is the soul absorbed in the diety ? what relation does it bear to the Divine Essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedántic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."—[R. Roy's Letter to Lord Amherst.]

শেষে এক দিন, দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে বৈকালে তাঁহার, পুষ্করিণীর নিকটে একটি একতালা ছোট কুঠরীতে বসিয়া শেষ বিচার করেন। তাঁহাকে তাঁহাকে অনেক যুক্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করায় তিনি উহা বুঝিতে পারিয়া অক্ষয় বাবুর মত স্বীকার ও অবলম্বন করিলেন। সেই দিন অক্ষয় বাবু বড় সুখী হইলেন এবং অনেক দিন ব্যাপিয়া যে প্রতিকূল মতের অবিরত তর্ক-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, সেই দিন তাহা সফল হইল। অধিক কি, সেই দিন ইনি একটি বিশেষ কার্য্য সমাধান হইল বলিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। ঐ মত তৎকালে সমাজে প্রবল ও প্রচলিত ছিল বলিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হইলেও কতক সংখ্যক তত্ত্ববোধিনীতে উহা মুদ্রিত হয়। অতঃপর ঐ মত তত্ত্ববোধিনীতে প্রচার হওয়া রহিত হইয়া যায়। তখন ইঁহার বয়স প্রায় ২৩ ত্রয়োবিংশতি বৎসর।

২।—ইনি সমাজের মতে আর এক ঘোরতর ভ্রম দেখিয়াছিলেন। তাহা অন্তরিত করিতে ইঁহাকে ক্রমাগত অনেক বৎসর বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। সেই মত এই, সমাজে বেদ শাস্ত্রকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রণীত, সুতরাং অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস ছিল এবং বৈদিক ধর্ম্মকে অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হইত। যে বেদের অধিকাংশ প্রাচীন মনুষ্য জাতির অসভ্যতা ও অজ্ঞানপ্রভাবের পরিচায়ক, খ্রীষ্টাব্দের উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ এই জ্ঞানোজ্জ্বলিত সময়ে তাহা ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিলে ও তাহা ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া প্রচারিত হইলে,

সুশিক্ষিত লোকের নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দৃক্‌পাতও করিবেন না, এইটি মনে করিয়া ইনি সর্ব্বদা ভগ্ন-চিত্ত হইতেন। ইনি তত্ত্ববোধিনী সভাতে ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া অবধি উহার প্রতিবাদ করেন। যেরূপ বয়ঃক্রমের সময়ে বৈদান্তিক মত আক্রমণ করেন, প্রায় তাদৃশ সময়ে বেদকেও মনুষ্য-বিরচিত ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বাবধি দেবেন্দ্র বাবু বেদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া তদনুসারে চলিতেন। অক্ষয় বাবু পূর্ব্ব হইতেই কোন পুস্তক যে অভ্রান্ত হইতে পারে না, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি অনেক প্রকার তর্ক, যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা বুঝাইয়া দিলেও দেবেন্দ্র বাবু সুদৃঢ় সংস্কার বশতঃ বেদকে ছাড়িতে চাহিতেন না *। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দেন। রাজনারায়ণ বাবু ইংরেজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহার সমাগম হওয়ায় ভালই হইবে, প্রথমতঃ অক্ষয় বাবু এইটি মনে করিলেন। কিন্তু ইনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা ঘটিল না এবং স্বপ্নেও যাহা মনে স্থান দেন নাই, সেই অচিন্তনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইল। কি বিধির বিড়ম্বনা! রাজনারায়ণ বাবু অক্ষয় বাবুর পক্ষ সমর্থন করা দূরে থাকুক, দেবেন্দ্র বাবুর ভ্রমাত্মক মতের অনুমোদন করিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ বাবু এই মতের পোষকতা না করাতে একেই তো এতাবৎ কাল নিতান্ত বিষণ্ণ মনে কালাতিপাত

* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ১২৩,১২৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠা।

করিয়াছিলেন; রাজনারায়ণ বাবুর ঐ ব্যবহারে তদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষুব্ধ হইলেন। তখন অক্ষয় বাবুকে দুই বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু ইহার স্বভাব-সিদ্ধ বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ যে শাণিত অস্ত্র আছে, তাহার সম্মুখে তত্ত্ব-বিরোধী কোন পদার্থেরই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। রাজনারায়ণ বাবু যে চিরদিনই 'প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের' মতাবলম্বী এ কথা আমি নিজে তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি*।

অক্ষয় বাবু ন্যূনাধিক ৭ সাত ৮ আট বৎসর কিম্বা তাহার অধিক কাল হইবে, ক্রমাগত কেবল দেবেন্দ্র বাবুর সহিত বিচার করেন। ইঁহার বুদ্ধি-শক্তি ও তর্ক-শক্তি অতিশয় প্রখর; সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি রাজনারায়ণ বসু অথবা অন্য কেহই ইঁহার কথা খণ্ডন করিতে পারিতেন না। বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক ইনি কয়েক বৎসর দেবেন্দ্র বাবু ও রাজনারায়ণ বাবু উভয়েরই সহিত তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দিলে দেবেন্দ্র বাবু অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, "ধর্ম্মের

---

* শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আমি এক দিন রাজনারায়ণ বাবুর কলিকাতার বাসায় বসিয়াছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের ট্রষ্ট ডীড (Trust Deed), তৎপরে অক্ষয় বাবু দ্বারা সমাজ হইতে বেদের তিরোধান হওয়া এবং কেশব বাবু ও দেবেন্দ্র বাবুর মত-ভেদ হওয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। রাজনারায়ণ বাবু বলিলেন, 'আমি কিন্তু স্বভাবতঃই বরাবর দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে ছিলাম।' নগেন্দ্র বাবু ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হইবারই কথা। আপনি ভক্তিপরায়ণ, আর অক্ষয় বাবু এক জন জ্ঞানপরায়ণ।'

মূল-ভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না* [illegible] এইরূপে ইনি "সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া স্বভাবকে ধর্ম্ম-পুস্তক-রূপে প্রতিপন্ন করতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন†।" ১৭৭২ [illegible] বায়াত্তর শকে ব্রাহ্ম-সমাজ বেদ-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইল।

"There were conflicts of opinion between Devendranáth Thákur and Akshaykumár Datta, on the question of Vedic infallibility, the latter being against the doctrine of such infallibity. Finally truth triumphed, the Bráhma Samáj abjured the said doctrine (the Vedas as the revealed word of God.)"—[Leonard's *History of the Bráhma Samaj, p. 90.*]

১২৫৭ সালে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা সহকারে এই কার্য্য সংসাধন করিয়া ইঁহার কতদূর যে হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি-লাভ হইয়াছিল, তাহা উক্ত শক অর্থাৎ ১৭৭২ শক ও তৎপরবর্ত্তী ১৭৭৩ শকের সাংবৎসরিক বক্তৃতা পাঠ করিলেই সুন্দররূপ বুঝিতে পারা যাইবে ‡। ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক রাজা রামমোহন

---

* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

† ঐ

‡ বেদের অভ্রান্ততা-বিরোধী অক্ষয় বাবু যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে কিছু কিছু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে লিখিত হয়, ইহার কারণ কি? তাহা দত্তজ মহাশয়ের লেখনী-মুখ হইতে বিনির্গত হয় নাই। ইহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭৬৮ শকের পৌষ ও ফাল্গুন মাসের জগদ্বন্ধু নামক পত্রিকায় "বেদ ঈশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র নহে" এই কথাটি লিখিত হয়। এই কথার উত্তর লিখিবার জন্য

রায়েরও যে এইরূপ মত ছিল, তাহাও ইনি যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণের গোচরার্থ ইঁহার উল্লিখিত উল্লাস-ধ্বনি-পরিপূরিত উৎসাহময় বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,

"যে পরম ধর্ম্ম সমুদায় মনুষ্যের মানস-পটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্ব্ব স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই বিশ্বরূপ অভ্রান্ত গ্রন্থই যে ধর্ম্মের সাক্ষী, সুতরাং যাহার প্রামাণ্য বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় নাই, তাহাই প্রচার-করণার্থে তিনি* প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থমাত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন, এবং তদীয় আলোচনা ও তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি নানাদেশীয় ও নানাজাতীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিতেন, এবং তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় শাস্ত্র হইতে সত্যধর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগের বোধ-সুলভ করিয়া দিতেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার-কালে স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, সেইরূপ মোসলমানদিগের সহিত বিচার-কালে কোরাণের প্রমাণ এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচার-কালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন; কারণ সত্যস্বরূপ মহারত্ন সর্ব্ব স্থান হইতে লভনীয়। তিনি এইরূপ বিচারে সমুদায় প্রতিপক্ষ নিরস্ত করিয়া স্বীয় পক্ষ স্থাপিত

দেবেন্দ্র বাবু অক্ষয় বাবুকে বলেন। অক্ষয় বাবু তাহাতে বলেন, "আমার লেখনী হইতে ওরূপ বিষয়ের লেখা নির্গত হইবার নয়।" তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়েরা একত্রিত হইয়া উক্ত শকের মাঘ ও চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে জগদ্বন্ধু পত্রিকার উত্তর লেখেন। তাহাতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

* রাজা রামমোহন রায়।

করিয়াছিলেন এবং হিন্দু, মোসলমান, খৃষ্টান, তিনেরই মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে আপন ধর্ম্মে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বী ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনা-স্থান এবং সকল দেশে তাঁহার যে ধর্ম্ম-প্রচারের অভিলাষ ছিল, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাঁহার এই প্রকার মহৎ অভিপ্রায় ছিল, যে পরাৎপর পরমেশ্বর আমাদিগের সকলেরই পরম পিতা, সকলেরই পরমারাধ্য এবং সকলেরই পরম প্রীতি-ভাজন। তিনি "সর্ব্বস্য প্রভুরীশানঃ সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।" সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য, সকলের সুহৃৎ। তিনি "সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।" সকল প্রাণীর অধিপতি ও সকল প্রাণীর রাজা। তাঁহার নিকট জাতি নাই, বর্ণ নাই, উপাধি নাই, অভিমানও নাই। আমরা সকলেই সেই "অমৃতস্য পুত্রাঃ" এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্ব-রস-পানে অধিকারী। সকলেরই শ্রদ্ধাভিষিক্ত হইয়া সমবেত স্বর নিঃসারণ পুরঃসর তাঁহার গুণ-গান করা কর্ত্তব্য। যে দেশীয় যে জাতীয় যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয়-আসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতিরূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করেন, তিনি তাঁহারই আরাধনা গ্রহণ করেন। অতএব শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই পরম শুভকর অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিয়া ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনার স্থান করিলেন। * * পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্বরূপ সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ দ্বারা আপনার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র মূল।"—[তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক, ফাল্গুন, একবিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম বক্তৃতা।]

১৭৭৩ শকের ১১ই মাঘ সাংবৎসরিক সমাজের দিবসে অক্ষয় বাবু ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন,

"এক এক অসীম-প্রায় সৌর জগৎ যে বিশ্বরূপ মূল গ্রন্থের এক এক পত্রস্বরূপ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষরস্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মসী দ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূল গ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞান-উপার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই, যথার্থ ধর্ম্ম-শিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। নানাদেশীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় সম্যক্‌ রূপে অবগত হইতে পারিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মনঃকল্পিত ব্যাপার সমুদায় মিশ্রিত করিয়া না লিখিতেন, তবে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম এত দিনে অতি প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত।"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৩ শক, ফাল্গুন।]

"How wonderfully the intellectual keenness and love of research, which for sixteen years nearly characterized this remarkable man, drove away a vast amount of error and superstition from the Bráhma Samáj, is known almost to every member of our Church. Bábu Devendranáth Tagore owes to a very great extent to Akshay Bábu his deliverance from the Pantheism and errors of the Vedas and Upanishads. This fact should be widely known in justice to the latter. The negative, critical, and destructive part of the work of the Bráhma Samáj, thirty years ago, was principally done by him ; without him the *Tattwabodhini Savá* could not have done half the work it has performed ; and but for the power of his pen, and boldness of his thought,

the *Tattwabodhini Patrika* could never have reached the high and brilliant position which it once occupied."—[*Indian Mirror*, 15*th July*, 1877.]

"Babu Akshaykumár Dutt was in his days the life and soul of the Bráhma Somáj."—[*Indian Mirror*, *September* 1, 1878.]

এই মত-পরিবর্ত্তনটি এদেশের, বা সমগ্র ভারতবর্ষের অথবা অবনিমণ্ডলের একটি মহাপরিবর্ত্তন। এটি একটি ধর্ম্ম-বিষয়ক কল্যাণকর বিপ্লব-ঘটনা বলিলেও বলা যায়। "এই ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম একটি অভূতপূর্ব্ব অভিনব শুভ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদ-বেদান্ত চির দিনের মত তিরোহিত হইল। কত শত সুশিক্ষিত লোকের বহু দিনের হৃদয়-গ্রন্থী এক বারেই বিমুক্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ-উদ্দেশে প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের দ্বার সমুদায় উদ্ঘাটিত হইল। ব্রাহ্মমন্দিরে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর মুখমণ্ডল সকল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে দেশময় ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদীপুঞ্জ সংস্থাপিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার-বিস্তার উদ্দেশে প্রচারকগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে থাকিল। জাতি-বন্ধন ও হিন্দু সমাজের আবরণ বিমোচন পূর্ব্বক গ্রন্থ-গত ও বচন-গত ব্রাহ্মমত সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠানে পরিণত হইতে লাগিল এবং মহানগরী কলিকাতার মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় অপর দুইটি প্রধান ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারত রাজ্যের প্রধান রাজধানীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজধানী করিয়া তুলিল ও সুপ্রাচীন প্রচলিত

হিন্দুধর্ম্মের অনাদি-কাল-সিদ্ধ বিস্তৃত অধিকার দিন দিন খর্ব্ব করিয়া ফেলিল *।”

৩।—কেবল চিন্তাদি [illegible] ব্রহ্মের আরাধনা করা সকলের পক্ষে তাদৃশ সুবিধা-জনক, সাধ্যায়ত্ত ও সহজ কাজ নহে, সুতরাং স্থূল-দর্শীর পক্ষে তাহা কঠোর ব্যাপার বলিয়া প্রথমতঃ অনুমিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ এ-দেশীয় অশিক্ষিত নারী জাতি তো আবার দুর্ব্বল অধিকারী। এই নিমিত্ত দেবেন্দ্র বাবু এই মত স্থির করেন ও প্রচার করিতে উদ্যত হন যে, স্ত্রীলোকেরা পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এমন কি, তিনি এইরূপ কার্য্য করাইতে প্রবৃত্তও হইয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়ার কোন কোন বৈদ্য-পরিবারে † তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম-মন্ত্র শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা উপদেশ করান। এরূপ করার তাৎপর্য্য এই, দেবেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত, এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেরূপ দুর্ব্বল-মতি, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন। কিন্তু অক্ষয় বাবুর বুদ্ধি-শক্তি ও চিত্ত-প্রবৃত্তি যেরূপ বিশাল ও দূরদর্শী, তাহাতে ইনি কেন ঐ আপাততঃ মনোরম মতের অনুমোদন করিবেন? তজ্জন্য ঐ মতের প্রতিবাদ করিয়া ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধে তৃতীয়বার প্রবেশ করিয়াছিলেন। শেষে দেবেন্দ্র বাবুকে ঐ মত

---

* এগুলি অক্ষয় বাবুর মুখের বাক্য এই নিমিত্ত উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিয়া লিখিলাম।

† শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায় ও লোকনাথ রায়ের।

কাজে কাজেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তদবধি ঐ দোষাকর মত আর সমাজস্পর্শ করিতে পারে নাই।

এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূরীকৃত হইলে, সমাজের কার্য্য সুচারু-পদ্ধতি ক্রমে চলিতে লাগিল। এই কার্য্য গুলি সুসম্পন্ন না হইলে, আদি ব্রাহ্মসমাজের মর্ম্মভেদী শোচনীয় অবস্থার উন্মোচন হওয়া দুর্ঘট হইত।

৪।—অক্ষয় বাবু প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিবার বিষয়ে ইঁহার মত এই যে, জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; পরমেশ্বর তাহা অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করেন না। প্রাকৃতিক নিয়ম ঈশ্বরেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। মনুষ্যে তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিলে অভিপ্রেত ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম-বলে যাহা সংঘটিত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন নাই।

একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে কোন সাধারণ বিষয়ের জন্য ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব হয়। ইনি তাহার প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়। কিছু দিন হইল, অক্ষয় বাবু কোন কারণ বশতঃ পাথুরিয়া-ঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে দেবেন্দ্র বাবু লিখিয়া পাঠান,

"ইংরেজী ১৮৫৪। ৫৫ খৃষ্টাব্দে (১৭৭৬। ৭৭ শকে) সিভেষ্টপুল নগরের নিকটে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তৎকালে ইংরেজদের জয়-কামনার জন্য ইংলণ্ডের অনেক গির্জাতে প্রার্থনা করা হয়। ঐ উপলক্ষে ভারত-

র্ষের গির্জা সকলেও তদনুরূপ প্রার্থনা করিবার আদেশ আইসে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশনে হিন্দুপেট্রিয়ট্-সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ সম্বন্ধে ঐরূপ প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আপনি ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়।"

যখন ইনি ব্রাহ্মসমাজে সুস্থ শরীরে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য-সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে এই বিষয়ের বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ হয়। অতঃপর, সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইবার পরেরও একটি বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইতেছে।

একবার এ বিষয় লইয়া একটি বড় কৌতুককর ঘটনা হইয়াছিল। কলিকাতার হিন্দুহষ্টেলে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কলেজের বিদ্যার্থিগণ গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর-নিবাসী, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের * নিকটে অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই বিষয় ইঁহার শ্রুতিগোচর হইলে, ইনি ভাবিলেন, বহুসংখ্যক ছাত্রের আমার নিকটে আসা অপেক্ষা আমার সেখানে যাওয়াই সুবিধা-জনক। তদনন্তর এক দিন ইনি ব্রজ বাবুকে সমভিব্যা-হারে করিয়া তথায় গিয়া উপনীত হইলে, হষ্টেলের তাবৎ ছাত্র একত্র সমবেত হইয়া ইঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই-লেন। পরে তাঁহারা ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করার প্রয়োজন বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তৎসম্বন্ধে ইঁহার মত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ইনি প্রার্থনা

* ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ের বর্ত্তমান অধিকারী। মাষ্টার্ ব্রজ বাবু বলিয়া গোয়াড়ি অঞ্চলে ইঁহার খ্যাতি আছে।

করিবার আবশ্যকতা বা সার্থকতা আদৌ নাই, এই অভি-প্রায় অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, "কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা দ্বারা কোন কৃষাণের কস্মিন্ কালেও শস্য-লাভ হয় নাই।" ইহাতে কেহ কেহ কহিলেন, "ভাল কৃষক পরিশ্রম ও প্রার্থনা উভয়ই করুক না কেন?" তৎপরে ইনি বলিলেন, "বল দেখি, কৃষক যদি প্রার্থনা না করিয়া যথানিয়মে কৃষি-কার্য্যে নিরত থাকে, তবে তাহার কি ফল-লাভ হইবে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "কেন, শস্যরাশি।" তদনন্তর দত্তজ মহাশয় পুনরায় কহিলেন, "যদি তাহারা প্রার্থনাও করে, কৃষি-কার্য্যও করে, তাহা হইলে কি ফল-লাভ হয়?" তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "তাহাতেও শস্য-রাশি।" তখন ইনি বলিলেন, "যাহা তোমরা বলিলে, বীজগণিতের সমীকরণ-প্রণালীতে তাহা স্থাপন করিয়া বল দেখি, প্রার্থনার শক্তি কত?"

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম ও প্রার্থনা } = শস্য

অতএব প্রার্থনার শক্তি কত?

এই প্রশ্নের পর সকলেই কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ও নীরব রহিলেন। পরে অপেক্ষাকৃত কোন বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক বলিয়া উঠিলেন, "প্রার্থনার মূল্য শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নহে।" ইহা শুনিয়া তখন বড় কৌতুক ও কলরব উপস্থিত হইল।

ইহার পরে যুবক ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ ও আন্দোলন চলিতে লাগিল। কলিকাতার প্রধান প্রধান স্কুল কলেজেও এই বিষয় উপলক্ষ করিয়া তুমুল আন্দোলন ও আলোচনা হয়। এই ঘটনার দুই দিবস পরে মেডিকেল্ কলেজের ডিমনষ্ট্রেটার্ বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয় বাবুর সাক্ষাৎকার হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি ভাল এক সমীকরণ দিয়ে সহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।" অক্ষয় বাবু উত্তর করিলেন, "বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধ-সুলভ, তাহা এদেশীয় লোকদের নূতন বোধ হইল, এটি বড় দুঃখের বিষয়।"

ব্রাহ্মদের অধিকাংশে অনেক পরিমাণে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সাংসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা নিষ্ফল ও অন্যায় বলিয়া অনেকেরই প্রত্যয় হইয়াছে।

৫।—যদিও সমাজ হইতে বেদের অধিকার উঠিয়া গেল, তথাপি বেদাদি সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্য সমস্ত গ্রহণ করা হইত। ঐ সকল শাস্ত্র হইতেই শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। কিন্তু অক্ষয় বাবুর মন ও বুদ্ধি ইহাতেও স্থির থাকিবার ও তৃপ্ত হইবার নয়। ইনি তদপেক্ষা একটি উদার মত উদ্ভাবন করিয়া ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। ইঁহার নিজের লেখা হইতেই তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে,

ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই

নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নয়। ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তর কালে যাহা নির্ণীত হইবে, সে সমুদয়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্ম-তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না এবং ইয়ুরোপীয় খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের ন্যায় কোন অভিনব বিদ্যার প্রচার দেখিয়াও কম্পিত হই না। আমরা অবনিমণ্ডল সচল শুনিয়াও শঙ্কিত হই না এবং তদর্থে ক্রুদ্ধ হইয়া পিসা-নগরীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে নিগ্রহ করিতেও প্রবৃত্ত হই না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ব বিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই, এবং অধুনা জর্জ্জ্ কুম্ব্-প্রণীত অদ্ভুত পুস্তক-প্রচার বিষয়েও প্রতিকূল হই নাই। অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন্ ও লাপ্লাস্ যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন্ ও কোম্ত্ * যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ্ এবং খ্রিশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে কেবলই

---

* মূল প্রবন্ধে লাপ্লাস্ ও কোম্ত্ এই দুইটি নাম সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহা যে সময়ে প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ দুইটি শব্দ নাস্তিকের নাম বলিয়া উঠাইয়া দেন ও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য দুইটি নাম সন্নিবেশিত করেন। কিন্তু অক্ষয় বাবুর ঐ দুইটি নাম দিবার তাৎপর্য্য এই যে, আস্তিক দূরে থাকুক, নাস্তিকেও যদি বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ কোন অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন বা অবিদিতপূর্ব্ব সদভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তদ্দ্বারা অনির্ব্বচনীয় বিশ্ব-কৌশলের জ্ঞান-লাভ ও মানুষের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন নূতন পথ বা কোন নূতন বিষয় জানিতে পারা যায়, তাহাও আমাদের আদরণীয়। ইঁহার এইরূপ অভিপ্রায় অত্যন্ত উন্নত মনের কার্য্য।

বৃদ্ধি হইবে, এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে *।"

অপরাপর কোন ব্রাহ্মের মতামত অপেক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলির সমক্ষে অম্লানভাবে ও উৎসাহ সহকারে এই মত প্রচারিত হইল, ব্রাহ্মশ্রোতৃগণ আগ্রহ ও উৎসাহ পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিলেন, সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মগণকে অবগত করিবার জন্য অক্ষয় বাবু উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং কতকগুলি সত্যপ্রিয় উৎসাহী ব্রাহ্ম ধর্ম্মোন্নতি-সংসাধন নাম দিয়া উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকটিত করিলেন। কিছু পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা উহার অভিপ্রায় অনুসারে উদারভাবের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন।

"These significant words in the History of the Bráhma Samáj 'that the Vedántic doctrines were untenable' flowed from the lips of Bábu Akshaykumár ever since he joined it; and he strenuousiy fought for about eight years with Bábu Tagore † to prove that, his beliefs in the Vedas as an infallible revelation were erroneous. I consider it almost superfluous to cite, in in support of my statements, the evidence of an old member of the Calcutta Bráhma Samáj, as no one knows better than our Pradhán A'chárya that, Bábu Akshaykumár tried his heart and soul before the

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৭ শক, বৈশাখ মাস।
† Bábu Devendranáth Tagore.

arrival of the four Pandits from Benares,—whither they had been sent to be indoctrinated in the knowledge of the Vedas,—to erase out of his mind the beliefs in their infallible authority.

"2. None of the authors of the History of the Calcutta Bráhma Samáj has made any mention of its belief in Pantheism. Discourses after discourses appeared in the several numbers of the "*Tattwabodhini Patrika*" on the subject, and not a passing remark has been made in reference to it. It was believed that, the external objects which we perceive had no real existence in nature and consequently the most pernicious doctrine of the Vedánta, viz.. "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" was inculcated by the Samáj and publicly preached by its leading members. The philosophic mind of the author of বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার successfully struggled to scratch out this belief from the mind of Bábu Devendranáth and from those of his brethren. Thus Bráhma Samáj got rid of its absurd belief in the *Pantheism*, through the exertion of Bábu Akshaykumár Datta.

"3. The Hindu mind which was for centuries the hot bed of superstition and idolatory, and which was now learning to worship God in spirit, met with a serious reaction. Although it was believed in principle by the leaders of the Bráma Samáj that, "adoration implies only the elevation of mind to the conviction of the existence of the Omnipresent Deity, as testified by His wise and wonderful works, and continual contemplation of His power as so displayed, together with a constant sense of the gratitude which we naturally owe to Him for our existence, sensation,

and comfort" yet the old idea of administering *Mantras* (মন্ত্র) to individuals and families and to teach them to worship *Brama* with offerings of flowers and viands caught hold of Bábu Tagore's mind, so much so that, under his instructions, Pandit S'ridhar Nyáyaratna made the family of Jagatchandra Roy and Lokenáth Roy of Káchrápárá, his শিষ্য (disciples) by administering Mantras to them from Mahánirván Tantra. It was owing to the remonstrance of Bábu Akshaykumár that this most ridiculous practice was given up, and was no more thought of.

"4. The broad principles laid down by Rájá Rámmohan Roy in the Trust Deed of the Calcutta Bráhma Samáj clearly indicate that it was his best endeavour to infuse into the Bráhma Samáj the spirit of true and wide catholicity. But unfortunately it was lost sight of by his adherents after his death,—as is evident from the early issues of the "*Tattwabodhiní Patriká*," and also from the Book called the Bráhmadharma published in 1850, containing extracts from the Hindu S'ástras only, to the entire exclusion of the sublimer truths to be found in the Scriptures of other nations of the world. The sharp intellect of Bábu Akshaykumár at once perceived the error into which his brethren had fallen, and in the two discourses published in the *Tattwabodhiní Patriká* of Fálgún 1772 & 1773 (S'ák era) wrote about the catholicity of Brahmaism—discourses which I suppose even the Bráhmas of the present day would do well to persue with care. The liberal and broad views which the members of the Bráhma Samáj of India have manifested by their late publication—of the Theistic Texts, —had been about thirteen years ago, most emphatically preached by Bábu Akshaykumár at the Bhawanipur

Brâhma Samâj, (See, *Tattwabodhini Ptrikâ* No. 141, pages 10 & 11).

অক্ষয় বাবু কখনই সত্যের সম্মান ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। সেই জন্যই ইনি বৎসর বৎসর ধরিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া বেদ-বেদান্তের অযথা প্রভুত্ব ব্রাহ্মসমাজ হইতে উঠাইয়া দিলেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহার নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। ইনি দেবেন্দ্র বাবুকে বেদ-বেদান্তের প্রতি অযথা ভক্তি হইতে মুক্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উহা প্রচার করিয়া দিলেন। ইহার সেই উদার মতের বিষয় দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে,

"This journal (Tattwabodhinî Patrikâ) was started in August 1843, and was well edited by Akshay-kumâr Datta, an earnest member of the theistic party. Its first aim seems to have been the dissemination of Vedantic doctrine, though its editor had no belief in the infallibility of the Veda, and was himself in favour of the widest catholicity. He afterwards converted Devendranath to his own views."—[Religious Thought and Life in India., by Prof. Monier Williams. M. A., C. I. E. Part I, p. 492.]

অক্ষয় বাবুর প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বোক্ত অত্যুদার মত সুস্পষ্টরূপে ও মহোন্নত ভাবে প্রচারিত হইবার পর, ব্রাহ্মেরা ইহা নির্ব্বিবাদে অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, এটি এই মত-প্রবর্ত্তক ও অপর সাধারণ বুদ্ধিমান্ লোকের

Indian Mirror, July 15, 1868.

সামান্য সুখের বিষয় নহে, পূর্ব্বেই ইহা লিখিত হইয়াছে। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের" 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক শ্লোক-সংগ্রহ' পুস্তক সমুচিত উদার ভাবের পরিচয় দিতেছে। উহা হিন্দু, মুসলমান্, য়িহুদি, খৃষ্টান্ ও পারসীক জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। হিন্দুদের বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি, মুসলমানদের কোরাণ, য়িহুদিদিগের পুরাতন বাইবল্, খৃষ্টান্‌দিগের নূতন বাইবল্, পারসীকগণের আবেস্তা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর শাস্ত্র হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া এই উদার মত পরিগৃহীত হইয়াছে।

৬।—ইহার পর ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত আর একটি মত প্রবর্ত্তিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানই প্রকৃত নিশ্চিত জ্ঞানের আকর, সুতরাং বিজ্ঞান-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যের কার্য্যের নিয়ামক হওয়া উচিত। তদনুযায়ী কার্য্য করা বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম পণ্ডিত-কুলের স্থির নিশ্চয় হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি কোন দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবম্ভূত উচ্চ মত সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মত শিক্ষিত-সমাজে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান-বলে পরাভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতেছে। বিজ্ঞান-প্রভাবে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বার বার কম্পমান হইয়াছে। কম্পমান কেন? বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম শিক্ষিত-সমাজের অসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে বিজ্ঞানেরই অধীনত্ব অঙ্গীকার করিয়া এবং স্ত্রীলোক, অশিক্ষিত লোক ও অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি অন্য লোকের শরণাপন্ন হইয়া কোন রূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত

ও অবনি-মণ্ডলের হিতপূর্ব্ব মহোপকারক হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মেরা বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনার, আত্মপরিজনের, স্বদেশীয় জনসমাজের ও সমগ্র মানব-কুলের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বাংশে ভূলোকের হিত-সাধন করাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা ও আপনাদের প্রকৃত ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাই ইঁহার অভিপ্রেত। এই হেতু ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-গ্রন্থই প্রকৃত ধর্ম্ম-গ্রন্থ বলিয়া অক্ষয় বাবুই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন। ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন কথা ইনিই বিশেষ করিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। অতএব যখন বিশ্ব-গ্রন্থই ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম-পুস্তক, তখন বিজ্ঞানই সেই পুস্তকের প্রকৃত জ্ঞান। বিজ্ঞান-গ্রন্থই তাহার ব্যাখ্যা-পুস্তক। বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, এই বিষয়টি স্বতন্ত্র পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবেন মনে করিয়াছিলেন। বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনের শেষ-ভাগে তদ্বিষয়ে নিদর্শন রহিয়াছে,

"ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক (বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার) অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও, তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর, তাহা না জানিলে, তৎসাধনে

প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তৎসমুদয় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এ পর্য্যন্ত কত প্রকার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল। অতএব এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সকল অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে ও অন্য লোকদিগকে তৎসমুদায়ের উপদেশ প্রদান করিতে যত্নবান্ থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত।"—[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন।]

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, "ইহার মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম।*" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মত ও সাধনাটি প্রকৃত-রূপে প্রবর্ত্তিত হইলে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যার পর নাই গৌরব ও মহিমা বৃদ্ধি পাইত, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অক্ষয় বাবু বিদ্যালয়ে প্রবৃত্ত হইয়াই যে সামান্য ইংরেজী কাব্য অধ্যয়ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে, মনুষ্যের উপকার করিলেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়।

"Let gratitude in deeds of goodness flow;
Our love to God, in love to man below."

—[Poetical English Reader. No. 1., p.3. 1884.]

এই কথায় ইঁহার এমনই প্রতীতি ও প্রীতি জন্মিয়া গেল যে, তদবধি ইহা ইঁহার অন্তঃকরণে চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া

* নবযার্ষিকী, ১১০ পৃষ্ঠা।

রহিল এবং উত্তরকালের একটি প্রকৃত মত হইয়া দাঁড়াইল। মহাত্মা রামমোহন রায় যে মহর্ষিকর পারসীক বচনটি সচরাচর আবৃত্তি করিতেন *, সেই বচনে এবং পশ্চাল্লিখিত মহাভারতীয় বচনে যে মহোচ্চ পরম ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, ইঁহার মতে তাহাই প্রধান ধর্ম্ম ও তাহাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা।

“নহীদৃশং সংবদনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্॥

ত্রিভুবনে প্রাণিগণের প্রতি দয়া-প্রকাশ, বন্ধুভাব-প্রদর্শন, সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এবং দানানুষ্ঠান এই সমুদায়ের সদৃশ ঈশ্বর-উপাসনা আর নাই।

অক্ষয় বাবুর মত এই যে, যাহাতে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির যুগপৎ সমুন্নতি-সাধন হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত, এবং সেই সমুদায়কে আপনাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মগণের তাহা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বা পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম-পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ও তৎ-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করা বিধেয় এবং ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান-প্রণালী প্রচলন করা আবশ্যক। ভৌতিক-নিয়ম-লঙ্ঘনে ভৌতিক পাপ, শারীরিক-নিয়ম-

---

* ‘মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকার ১০ পৃ. দেখ।

লঙ্ঘনে শারীরিক পাপ, আর বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনে মানসিক পাপ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ, ভৌতিক-নিয়ম-পালনে ভৌতিক ধর্ম্ম, শারীরিক-নিয়ম-পালনে শারীরিক ধর্ম্ম ও বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক-নিয়মপালনে মানসিক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন কি এই অত্যুদার প্রধান ভাব গ্রহণ করিয়া সকল ধর্ম্মের শিরোরত্ন হইতে পারিবেন? বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার গ্রন্থের উপ-সংহারে এই বিজ্ঞান-সম্মত বিশুদ্ধ অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে,

* * * "তিনি (জগদীশ্বর) যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই সমস্ত পরিপালন করা ব্যতিরেকে আমাদের দুঃখ-সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক সুখস্বরূপ সুরম্য-দ্বীপ-সমাগমনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম-পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনই অধর্ম্ম; অতএব, তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবহারই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য। অতএব কোন প্রকার নিয়ম-প্রতিপালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি-সাধনে সমুদায় কাল-ক্ষেপণের মানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্ত্তা, এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। অতএব তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

"যদিও বিশ্ব-নিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

করিয়াছেন এবং সেই সমুদায়েরই উপরে আমাদের সুখ-সম্ভোগ অধিক নির্ভর করে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি তেজস্বিনী হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থাকিবে, সংসারে দুঃখ-প্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

* * * "ইহা যথার্থ বটে যে, এক্ষণে জন-সমাজে যেরূপ বিরুদ্ধ রীতি-নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থোক্ত যথার্থ তত্ত্বানুগত সমুদায় ব্যবহার সম্পাদন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নয় যে, কোন কালেই ভূমণ্ডলের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না। জ্ঞান-প্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্যবহারও শুদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

"জন-সমাজস্থ প্রভুত্বশালী লোকদিগের যে প্রকার স্বভাব থাকে, তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ, সহমরণ ও বলিদান আরব্ধ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি-সংস্থাপকদিগের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি প্রবল ও উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি দুর্ব্বল ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল জাতি যুদ্ধ-নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের সুখ-সচ্ছন্দতা-বর্দ্ধনার্থে অল্প ব্যয় করিতে কাতর হয় এবং অর্থোপার্জ্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি-সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগ-শূন্য থাকে, তাহাদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জ্জন-স্পৃহা-বৃত্তি যে উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা-প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণকার অনেক জাতীয় লোকেরই ঐ প্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি নিয়োজন করা, অবশেষে তদনুযায়িনী রীতি নীতি সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

* * * "এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই সত্যস্বরূপ জ্যোতিঃ-প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচার-সংস্থাপনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেও প্রবৃত্তি হইবে। তদনুযায়ী ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা, ধর্ম্ম, সুখ ও সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল তেজস্বিনী হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব, যে সকল নিয়ম পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভদায়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত হইয়া পরিণামে সত্যের জয় হইবে। কোন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞ লোকে তাহা সহসা অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু তাহা কালক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।"—[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের দ্বিতীয় ভাগের উপসংহার।]

পূর্ব্ব-লিখিত উদার মত ও বিজ্ঞান-সম্মত মতের বিবরণে যেরূপ প্রশস্ত ভাব ও মহৎ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, অবনিমণ্ডলে পরমার্থ-বিষয়ে অর্থাৎ কোন দেশীয় লোকের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বা ধর্ম্ম-প্রণালীতে সেই উভয় মিলিত করিয়া অত্যুদার, মহোন্নত, সমগ্র মত কেহ কুত্রাপি সন্নিবেশ বা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ জানা নাই। ইনিই কেবল ভূমণ্ডলের যাবতীয় প্রচলিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ঐ সুপ্রশস্ত তত্ত্ব-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

৭।—কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজে* উপাসনা-কার্য্যের কিয়দংশ

* 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হইলে, কলিকাতা ব্রাহ্ম-

বহুকালাবধি সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। তাহা অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ লোকের পক্ষে অর্থ-চিন্তন ব্যতিরেকে মন্ত্রজপাদির ন্যায় হইত। তাহা বাঙ্গলা ভাষায় হইলে, হৃদয়ের উৎসাহ-পূর্ণ ভক্তি-ভাব সমুদায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতে পারে এবং সর্ব্বসাধারণের সুন্দর বোধ-সুলভ হইয়া ভক্তি-ভাব উদয় করিয়া দিতে পারে। এইটি অক্ষয় বাবুর সর্ব্বদাই মনে হইত। সে বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃতির অভিমত ছিল না বলিয়া কলিকাতা-ব্রাহ্ম-সমাজে তাহার কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিবার উপায় হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার প্রভৃতি খিদিরপুরে স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলে, ইনি ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্কল্পিত তৎসংক্রান্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করেন। তাঁহারা খিদিরপুরে ঐ সমাজ সংস্থাপন করিয়া বাঙ্গলা ভাষাতেই তাহার উপাসনা-কার্য্য সম্পাদন করেন এবং অক্ষয় বাবু কয়েকটি উৎসাহী ব্রাহ্ম-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া সে বিষয়ে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আইসেন। ফলতঃ উত্তম ও সত্য বিষয়ের অপলাপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পশ্চাৎ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে এই মত আদর সহকারে প্রচলিত হইয়াছে।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, পাঠকগণ অক্লেশে মনে

সমাজ "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হইতে থাকে।—[ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত, ২৮০ পৃষ্ঠা।]

করিতে পারিবেন, ভুবন-বিখ্যাত লুথর্ যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সংশোধন করিয়া সেই ধর্ম্মের পক্ষে একটি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, ইনি সেই রূপ বিবিধ প্রকার ব্রাহ্ম মত সংশোধন করিয়া পৃথিবীর মহোপকার সাধন করিয়াছেন। মূল খৃষ্টান্ ধর্ম্মের যে সকল বিকৃত ভাব ঘটিয়াছিল, লুথর্ তাহারই সংশোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু ব্রাহ্ম-দিগের মূল ধর্ম্মের সংশোধন ও অত্যুৎকৃষ্ট নূতন মত প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। লুথর্ অনেক বিষয়ে অনুদার ও পূর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলেন *; তাদৃশ বিচার-শীল এবং যুক্তি পরায়ণ ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠও ছিলেন না †। কিন্তু অক্ষয় বাবুর মনে কোন প্রকার অনুদার ভাবের সম্পর্কও নাই, পূর্ব্ব-সংস্কার ইঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, ইনি কেবলই বিচার-শীল ও নিরন্তর চিন্তাশালী। ইঁহার অন্তঃকরণ কদাচ তত্ত্বপথ হইতে এক নিমেষের জন্যও অন্তরিত হয় নাই।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্ম-সংস্কারের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, কিন্তু ঐ সমাজকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় ও অবলম্বনীয় করিবার জন্য একটি অক্ষয়কুমারের উদ্ভব হওয়া আবশ্যক ছিল। ইনি এদেশে জন্ম গ্রহণ ও এ বিষয়ে হস্ত-ক্ষেপ না করিলে

---

* "He (Martin Luther) was yet in many respects essentially conservative in his intellectual character."—[Chamber's Encyclopædia, vol. VI. 1880, p. 222, col. 2, para 3.]

† "There is a lack of patient thoughtfulness and philosophical temper in his (Luther's) doctrinal discussions."—[Chamber's Encyclopædia, vol. VI, 1880, p. 222, col. 2, para 4.]

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রাহ্য ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইয়া থাকিত।* যদি বেদ, বেদান্ত ও পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি ব্রাহ্মসমাজ অধিকার করিয়া থাকিত, তাহা হইলে অধুনাতন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ উভয়ের প্রতি এক বার বাম নেত্রেও কটাক্ষপাত করিতেন না। অক্ষয় বাবু ১৭৬৫ সতর শ পঁয়ষট্টি শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য্যে ব্রতী হইয়া, ১৭৭৭ সতর শ সাতাত্তর শকের আষাঢ় মাসে অত্যুৎকট শিরোরোগ বশতঃ একেবারে অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। ব্রাহ্ম-মতের উল্লিখিতরূপ মহোন্নতি-সাধনাদি যাহা কিছু কার্য্য ঐ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, সেই বিশুদ্ধ কার্য্য গুলি প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে **অক্ষয় বাবুর দ্বাদশ-বার্ষিকী মহতী ক্রিয়া** বলিয়া খোদিত থাকা উচিত।

* * * "Our heartfelt gratitude is due to Bábu Akshaykumár, the father of Bengali Literature and Science, and once the most progressive element in the Calcutta Bráhma Samáj by repudiating so many of its erroneous and fallacious beliefs, and that our Samáj is highly indebted to him for the elaborate and unrivalled essays and discourses on scientific, social, moral and religious subjects, which he for twelve years published in the *Patriká* (Tattwabodhini Patriká)—its organ."
—[*Indian Mirror*, July 15, 1868.]

ইনি পীড়িত হইলে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যেমন দিন

দিন অবনতি হইল, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের মতেও নানাপ্রকার দোষ-স্পর্শ হইতে লাগিল। যেমন; ঈশ্বরকে সাকার জ্ঞানে স্তব করা *, অবতার-বাদ ও নরপূজা †,

---

* কোন কোন প্রধান ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষগোচর সাকার পদার্থ জ্ঞানে স্তব করিয়াছেন। যেমন, "চক্ষুতে তোমারই মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলাম, হৃদয়ে তোমাকেই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিলাম, জিহ্বাতে তোমারই সুধা গ্রহণ করিতে লাগিলাম, নাসিকা হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত তোমার আঘ্রাণ পাইয়া কি পর্য্যন্ত না পুলকিত হইতেছি। জগদীশ! তোমারই করুণা, তোমারই করুণা।"—[স্তুতিমালা, ১৮ পৃষ্ঠা।]

"ঐ দেখ ঈশ্বর স্বর্গ হইতে পা বাড়াইয়া দিয়াছেন। এস আমরা গিয়া তাঁহার চরণ ধরি। চরণে ধরিয়া লুটাই।"—[ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ, ৩৪ পৃষ্ঠা।]

† কেশব বাবুকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস, তাঁহার পূজা ও পদ-ধূলি-গ্রহণ এবং তদীয় মাহাত্মা-বর্ণন প্রভৃতি এক সময়ে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল। কিছু দিন হইল কেশব বাবুকে প্রভু ও পরিত্রাতা বলিয়া সম্বোধন করাতে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নিঃশেষিত হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ নামক গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "Babu Pratápchandra Mazumdár said, 'Brethren, if you wish to be saved, come to his (Keshub Babu's) feet and take shelter under them, there is no other way."

কিছু দিন পর্য্যন্ত কেশব বাবু ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মেরা প্রতিবাদ করায় ঐ দূষ্য ও অগ্রাহ্য মত রহিত হইয়া যায়। তখন রহিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে সেইরূপ বা তদ্বিষয়ের অনুরূপ একটি মত পুনরায় প্রচলিত হইতে লাগিল। কেশব বাবু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে বেদীতে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, তাঁহার ভক্ত জনেরা সে বেদীতে আর কাহাকেও বসিতে দিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, সে বেদী কেবল কেশব বাবুর। তাহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। ইহাতে তাঁহাকে কিরূপ বলিয়া প্রচার করিবার ইচ্ছা, পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। আবহমান কাল অন্যান্য কাল্পনিক ধর্ম্মে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়া আসিয়াছে, অক্ষয় বাবু যে

ব্যক্তি-বিশেষের সহিত ঈশ্বরের কথোপকথনে বিশ্বাস*, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক প্রভৃতিকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রেরিত

ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুশিক্ষিত লোকের ও এই জ্ঞানোজ্জ্বলিত সময়ের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই ধর্ম্মেও সেইরূপ জঘন্য নিকৃষ্ট ঘটনা ঘটিতে লাগিল, ইহা বড় দুঃখের বিষয়! বড় দুঃখের বিষয়!

*"পরমেশ্বরের সহিত কেশব বাবুর কথোপকথন চলিত, কেশব বাবু নিজে এই কথা অম্লান বদনে বলিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিবসে কেশবচন্দ্র সেন একটি manifests অর্থাৎ প্রকাশ্যরূপে একটি ঘোষণা প্রচার করেন। তাহাতে লিখিত আছে,

"It has pleased God to send into the world a message of peace and love, of harmony and reconciliation. To this New Dispensation in boundless mercy vouchsafed to us in the East, we have been commanded to bear witness among the nations of the Earth. Thus saith the Lord—Sectarianism is an abomination unto me, and unbrotherliness I will not tolerate. &c. &c. &c. These words hath the Lord our God spoken unto us. His new gospel he hath revealed unto us is a gospel of exceeding joy. &c. &c."—[*Trubner's American, European and Oriental Literary Record*, 1883, *Nos.* 193-94, *new Series—Vol. IV, Nos.* 11-12, *page* 141.]

এটি কি কল্পনা-শক্তি বা মনোভ্রম অথবা মনের অন্যপ্রকার অপ্রকৃতিস্থ ভাবের কার্য্য, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠক বিবেচনা করিবেন। কবি ও আলঙ্কারিকেরা প্রলাপভাষী স্মরদশাপন্ন বিপ্রলব্ধ নায়ক-নায়িকার অবস্থা-বিশেষকে উন্মাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উচ্চতর বিষয়েও কি এই সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইবে? খৃষ্টানদিগের মতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পুত্র যিশু নিজ পিতার সহিত কথোপকথন করিতেন; মোসল্মানদের খোদার দোস্ত্ মহম্মদের সহিত পরমেশ্বরের আলাপ আত্মীয়তা ছিল; ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ী কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, ইহা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়। তিনি পরমেশ্বরের বিশেষ দোস্ত্ ও সাক্ষাৎ পুত্র কি না, ইহা ব্যক্ত হওয়াই বাকী রহিল, এইটিই ক্ষোভের বিষয়!

অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রত্যয় করা* ইত্যাদি জ্ঞান-সমুজ্জ্বল সময়ের অযোগ্য মত সকল সংঘটিত হইল!

---

* "ইতিমধ্যে মুঙ্গেরের ব্রাহ্মগণ, পৌত্তলিক হিন্দুরা যেমন জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের ও রামনবমীতে রামচন্দ্রের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেইরূপ যিশুখৃষ্টের জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে যিশুখৃষ্টের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা প্রথমে যখন এই সংবাদ পাই, তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই, সংপ্রতি নর-পূজা নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই প্রকার সঙ্গীত দৃষ্টিগোচর হইল; ইহাতে বিস্মিত ও অতীব দুঃখিত হইলাম।

"১। কাঙ্গাল বয়ে যায় হে, তোমার করুণা বিহনে না দেখি উপায়। এ জনম লোকে সাধিয়া না পায়, অপরাধে আমি করিলাম ক্ষয়, হে পুণ্যের চন্দ্রমা, কর মোরে ক্ষমা, দেখে অসহায় হে।

"শতদল-পদ্ম চরণ তোমার, এ পাপীর বক্ষে রাখ একবার, প্রভু! তোমার পরশে পাপ মহাব্যাধি ছাড়িবে আমায় হে। পাপীর দুঃখে না কি তোমার দুঃখ হয়, মনের দুঃখ তাই বলিলাম তোমায়, তুমি ক্ষমার খাতিরে আপনার প্রাণ দিয়ে রাখিলে ভুবন হে; তোমার অঙ্গেতে শত অস্ত্রাঘাত, বিনা অপরাধে তোমার রক্তপাত, তোমার পিতার ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ দূত তোমার আগে ধায় হে।—মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ, ২৫এ ডিসেম্বর, ১৮৬৮।

"২। ওহে পুণ্যের চাঁদ! কর যোড়ে পাপী ডাকে তোমায়। আমায় কি হে তুমি দিবে দরশন।

"প্রভু! পাপে অঙ্গ যেতেছে জ্বলে, ধরি প্রভু তোমার ঐ চরণ কমলে, আমার কপাল যে তেমন নয়, তাই মনে হতেছে ভয়, পাছে মহাপাপীর পাপতাপে ব্যথা পায় হে ও চরণ। যীশু পাপীর বন্ধু বলে হে সবাই, প্রভু ডাকি তাই, আমি মহাপাপী তোমায় ছেড়ে কোথায় আর যাই—আন আন হে ক্ষমার জল, আমি স্নান করে হই শীতল, আমার পাপের বন্ধন খুলে দিয়ে নিয়ে যাও হে পিতার ভবন।—মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ, ২৬এ মার্চ্চ, ১৮৬৯, গুড্‌ফ্রাইডে।"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯১ শক, জ্যৈষ্ঠ।]

দশম অধ্যায়।

পুস্তক-সমালোচনা।—বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার পুস্তকের সমালোচনা ও তদন্তর্গত বিষয় সকলের উল্লেখ।—এই পুস্তক লইয়া আন্দোলন।—এই পুস্তক-প্রভাবে এদেশের সামজিক আচার-ব্যবহার-পরিবর্ত্তন।—কৃতবিদ্য লোকদিগের ব্যায়াম-চর্চ্চা-আরম্ভ।—নিরামিষ-ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি।—এই পুস্তকের আদর্শানুসারে পুস্তক-প্রচার।—সুরাপান-বিরুদ্ধে আন্দোলন।—এই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বিষয়।—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ চারুপাঠের সমালোচনা।—প্রত্যেক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত অংশ।—পদার্থবিদ্যা পুস্তকের সমালোচনা।—উহার পরবর্ত্তী ঐবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক-বিশেষের নিকৃষ্টতা।—ধর্ম্মনীতি পুস্তক সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়।—ঐ পুস্তকের উদ্ধৃত অংশ।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের সমালোচনা এবং তদুপলক্ষে গ্রন্থকারের শোচনীয় শারীরিক অবস্থা-বর্ণন।—ঐ দুই খণ্ড পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সকলের নির্দ্দেশ। ঐ দুই ভাগ গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত-করণ।—দ্বিতীয় ভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে মূলর্, মোনিয়ার্ উইলিয়ম্ ও হিন্দুপেট্রিয়ট্ সম্পাদক, প্রভৃতির অভিপ্রায়।—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের ও উইল্‌সন্ সাহেব-কৃত ঐ বিষয়ক গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট প্রবন্ধ সমূহের বিষয়গত ও আকারগত বৈলক্ষণ্য।—উইল্‌সনের গ্রন্থ অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদন। উইল্‌সন্ সাহেব ও অন্যান্য ব্যক্তির কৃত শব্দার্থ বিষয়ে ভ্রান্তি-প্রদর্শন।

ব্রাহ্মসমাজের এইরূপ মত-পরিবর্ত্তন এবং নিজের কৃত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক সমুদায় প্রচার দ্বারা স্বদেশীয় লোকের বুদ্ধি-পরিমার্জ্জন করা ইঁহার প্রধান কার্য্য। ইঁহার প্রণীত পুস্তক-গুলি সকলই জ্ঞানপ্রদ ও স্বদেশের কল্যাণ ও স্বজাতির উন্নতি-সাধন-উদ্দেশে বিরচিত। পশ্চাৎ সে বিষয়ের কিছু কিছু বিবরণ করা যাইতেছে।

১৭৭৩ শকের মাঘ মাসে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের প্রথম ভাগ এবং পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৭৪ শকের মাঘ মাসে উহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকটিত হয়।

“প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার এবং ধর্ম্মনীতি এই তিন খানি একরূপ প্রকৃতির পুস্তক। তিন খানিরই প্রস্তাবগুলির এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। পরে সেই সকল সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও প্রায় একবিধ। জর্জ্ কুম্ব্ সাহেব ‘কন্‌ষ্টিটিউশন্ অব্ ম্যান্’ নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহারই সার সঙ্কলন পূর্ব্বক দুই ভাগ বাহ্যবস্তু রচিত হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিয়ম পালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ, জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্য-পালন-সংক্রান্ত নিয়ম, কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার ও কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অপকার, ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের বিচার মীমাংসা সকল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারিলে, সংসারের অনেক দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-বৃদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে *।” ইহার প্রথম ভাগে প্রাকৃতিক নিয়ম; মনুষ্যের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি; প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার-প্রণালী; মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়; শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল; শারী-

* শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ২৫৮ ও ২৫৯ পৃষ্ঠা।

রিক সুস্থতা ও বলাধান; অন্নগ্রহণ; জ্যোতিঃ ও বায়ু-সেবনাদি; শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি-চালনা; শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ; পিতামাতার গুণাগুণ যে সন্তানে বর্ত্তে, তাহার বিবরণ; অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ, উৎকট-রোগ-গ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের বিবাহের অকর্ত্তব্যতা; নিকট সম্পর্কীয়া কন্যার পাণিগ্রহণের অনৌচিত্য; ভিন্নজাতীয় কন্যা বিবাহ করার বৈধতা, মনুষ্যের প্রকৃতি-নির্ণয় ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ-নিরূপণ; দীর্ঘায়ুঃ-প্রাপ্তি; প্রসব-বেদনা; অবৈধ বিবাহের ফল; মৃত্যু; ও আমিষ-ভক্ষণের অবৈধতা ইত্যাদি বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয়, তাহার বিচার; সামাজিক নিয়ম; প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধানের বিবরণ; নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য্য; প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-জনক কি না; বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার; সুরাপান; সুরাপান বিষয়ে চিকিৎসকদের ব্যবস্থা এই সকল বিষয় এমন সুন্দর ও বিস্তারিত প্রণালী-ক্রমে লিখিত হইয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে পুলকিত হইতে হয়। যদিও এই গ্রন্থ কূম্ সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত নিয়মানুসারে এদেশীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতির সংস্কার-সাধনোদ্দেশে উদাহরণ-স্থলে সেই সমুদায়ের প্রসঙ্গ যেরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থ ভারতবর্ষের পক্ষে মহোপকারী হইয়া উঠিয়াছে।

"Takes Combe's line of argument, but using Indian similies and illustrations to show the evils resulting from violating the laws of nature. Treats of the laws of nature regarding mind and body, relating to happiness, the evils from violating the laws of nature, shewn respecting the mind, body, strength, long life, child-birth, marriage, evils of foolish marriages, qualities of parents transmitted to their children, against marrying too early, or with deformed, diseased or old persons, on vegetable diet."—[*Descriptive Catalogue of Bengali Books*, *P*. 41.]

লোকে এই পুস্তক-সন্নিবিষ্ট বিষয় সকলের অনুশীলন যতই করিতে লাগিল, ততই উহা তাহাদের পক্ষে প্রীতিকর ও আনন্দপ্রদ হইয়া উঠিল। বাস্তবিক এই গ্রন্থ যেরূপ অশেষ গুণের আকর, তাহাতে ইহার এইরূপ সম্মান হওয়াই সম্ভব ও সঙ্গত। যাঁহারা এত দিন জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করিতে না পারিয়া যথাযোগ্য আদর্শ-বিরহে কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা আরাম-স্থল বোধ হইতে লাগিল। এদেশীয় এক্ষণকার শিক্ষিত লোকের মধ্যে অগ্রগণ্য অনেক ব্যক্তি অম্লান মুখে স্বীকার করেন, 'আমরা বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার অধ্যয়ন করিয়া সদসৎ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণে সক্ষম হইয়াছি।' ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-প্রণালী অনাদি কালাবধি সুনির্দ্দিষ্ট আছে; অবনি-মণ্ডলের উন্নততর অংশ ইউরোপ ও আমেরিকায় তাহা কিছু পূর্ব্বে স্বপ্নরূপ প্রকটিত হইয়াছে; এদেশে তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ

পাইবার জন্য অক্ষয় বাবুর জ্যোতির্ম্ময়ী লেখনীর সঞ্চরণ মাত্রের অপেক্ষা ছিল। স্বদেশীয় লোকের বুদ্ধি-পরিমার্জ্জন দ্বারা স্বদেশের উন্নতি-সাধন সঙ্কল্প করিয়া ইনি যত গুলি পুস্তক রচনা করেন, তাহার মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে এই পুস্তকখানি প্রণয়নার্থ মনোনীত করিয়া লওয়া মহৎ মন ও প্রধান বুদ্ধির কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তক প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে শারীরিক, ভৌতিক ও মানসিক এই তিন প্রকার পৃথক্ পৃথক্ নিয়মের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি এবং পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য ও ফলের বিষয় এদেশে একেবারেই অপ্রচারিত ছিল।

এই পুস্তকে সেই সমুদায় বিষয় প্রচারিত হইলে ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত এদেশীয় ব্যক্তিদিগেরও অধিকাংশেরই তাহা নূতন ও চমৎকার-জনক বোধ হইল। সুশিক্ষিত লোকের মধ্যে দুই চারি জন ভিন্ন অনেকেই কুম্ব্ সাহেবের পুস্তকের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জ্ঞাত ছিলেন না। ইঁহার প্রণীত এই বাঙ্গলা পুস্তক প্রচারিত হইলে পর, তাঁহাদের মধ্যে মূল ইংরেজী গ্রন্থের অনুসন্ধান-আরম্ভ হইল। অক্ষয় বাবুকে অনেকের জন্য কুম্ব্ সাহেবের ঐ গ্রন্থ খানি ক্রয় করিয়া আনিয়া দিতে হইয়াছিল। নানা স্থানে, নানা পুস্তকে ও নানা সংবাদ-পত্রে এই গ্রন্থের বিষয় আন্দোলিত হইতে থাকে। এই আন্দোলন-তরঙ্গ এদেশস্থ ইংরেজ-সমাজ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া নামক সুবিখ্যাত ইংরেজী পত্রের সম্পাদক পাদরি মার্শমন্ সাহেব উক্ত পত্রিকায় এক বার প্রচার করিয়া দেন, "শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক কুম্ব্ সাহেবের গ্রন্থ অনুবাদিত হওয়াতে, হিন্দু-সমাজ প্রচুর পরিমাণে

আন্দোলিত হইয়াছে।" এক বার এই বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়-বিশেষ অবলম্বন করিয়া সংবাদ প্রভাকর ও শ্রীরামপুরের এক খানি মিসনরিদের বাঙ্গলা সংবাদ পত্রে বহু কাল ব্যাপিয়া অত্যন্ত বাদানুবাদ চলিয়াছিল। যে বৎসর এই পুস্তক প্রচারিত হয়, সেই বৎসরে বিদ্যালয়ের * ছাত্রেরাও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন সকলের উত্তর লিখিবার সময়ে উহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া উত্তর লিখিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হওয়াতে নানা সময়ে নানা স্থানে নানাপ্রকার অন্দোলন উপস্থিত হইয়া এদেশীয়দিগের চিত্ত-শোধন ও মত-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অনেক কার্য্য সাধন করিয়া দিয়াছে। এক বার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কালীপাড়ার স্কুলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তথাকার লোকের নিকটে সে বিষয়ের যেরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে, পশ্চাৎ তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে,

"ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে কালীপাড়ার স্কুলে ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার পুস্তকের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হওয়াতে, কতকগুলি ছাত্র একটি সভা স্থাপন করে এবং প্রতিজ্ঞা-পত্রে এই বলিয়া স্বাক্ষর করে যে; 'আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়ম সকল অবলম্বন করিব।' তাহাতে প্রাচীন পক্ষীয়েরা এত রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, স্কুল-গৃহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছাত্রেরা কিছুতেই পরাঙ্মুখ হয় নাই। অনেকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ঐ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতেছেন।

---

* যেমন সংস্কৃতকালেজের।

"একটি ছাত্রের অভিভাবক তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া কহে, 'যদি তুই সভায় যাস্, তবে তোকে বিনামা প্রহার করিব।' তাহাতে সে বালকটি বড় সদুত্তর করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "লোকে অসৎ কর্ম্ম করিয়া জুতা খায়, সেটি কষ্টের বিষয়। কিন্তু আমি সৎ কর্ম্ম করিয়াছি, ইহাতে যদি জুতা খাই, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই; আমি সভা পরিত্যাগ করিব না।"

উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি কুলীন। তাঁহার বাটির প্রত্যেকে পুরুষানুক্রমে ৪০। ৫০টি করিয়া বিবাহ করিতেন। কিন্তু বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ও ধর্ম্মনীতি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার মনে এটি ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম বলিয়া অবধারণ হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।" এ পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াও চলিতেছেন। পরিবারদের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন।

লেখার প্রভাবে এরূপ আশু ফলোৎপত্তি হওয়া অতিশয় বিরল। ইদানী আচার-ব্যবহারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিষয়ে এদেশে দুইটি মত চলিতেছে; শাস্ত্রমত ও যুক্তিপথ। নব্য-সম্প্রদায়ীরা যুক্তি-পথাবলম্বী। তাঁহারা এমন কি, এক্ষণকার প্রধান প্রধান অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া নিজ নিজ চিত্ত-সংশোধন ও মত-পরিবর্ত্তন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ উপকৃত হইয়াছেন। এক জন স্পষ্টই

লিখিয়াছেন, "বঙ্গীয় যুবক-মণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি (অক্ষয় বাবু) যে পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তি সেরূপ পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ *।"
—[নববার্ষিকী, ১৮৯ পৃষ্ঠা, ১২৮৪ সাল।]

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই লোকের তাহাতে এত অনুরাগ-সঞ্চার হয়, অবিলম্বেই ঐ গ্রন্থ-অধ্যয়নার্থ এত আগ্রহাতিশয় হয় এবং গ্রন্থের মতামত লইয়া লোকসমাজে ও সংবাদ পত্রে এত অনুশীলন ও আন্দোলন হয় যে, প্রভাকর-সম্পাদক পূর্ব্ব বৎসরের গণনীয় ঘটনাবলীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া নববর্ষে প্রভাকরে প্রকাশিত পূর্ব্ববৎসরের গণনীয় ঘটনাবলীর মধ্যে লিখিয়া দেন, 'শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।'

ফলতঃ এ বিষয়ের উদ্যম ও উৎসাহ কেবল পুস্তক-অনুসন্ধান ও তদ্বিষয়ক আন্দোলন মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এমন নয়, তদনুসারে কার্য্য করিতে অনেকেরই প্রবৃত্তি হয়। এই গ্রন্থে যে শারীরিক নিয়ম-পালনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে অনেকে গ্রন্থকর্ত্তাকে

---

* নিশ্চিত জানিলাম, যিনি এই বাক্যটি লিখিয়াছেন, অক্ষয় বাবুর কৃত উল্লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ দ্বারা তাঁহার নিজের, তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের ও তাঁহার আত্মীয় পরিচিত ভূরি ভূরি লোকের বুদ্ধি-পরিমার্জ্জন ও চিত্তবৃত্তি-সংশোধন পূর্ব্বক মনের ভাব ও গতি একে বারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই তিনি এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারিয়াছেন।

বলেন, "আমরা আপনার লিখিত শারীরিক নিয়ম-পালনের বিধানানুসারে ব্যায়াম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শারীরিক নিয়মাদির বিষয় প্রচারিত হইবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ বাটিতেও অঙ্গ-চালনার এক প্রকার প্রণালী আরব্ধ হয়। তথায় দেবেন্দ্র বাবু, অক্ষয় বাবু, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন।

যে নিরামিষ আহার লইয়া এক কালে ঘোরতর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং যাহার স্রোত এখনও বঙ্গ দেশে বহমান রহিয়াছে, সে বিষয়টি এক বার এই খানে আলোচনা করা যাউক।

কুম্ব্ সাহেব আমিষ-ভোজনের বৈধতা বর্ণন করেন। অক্ষয় বাবু এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "এক্ষণে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা-প্রদেশীয় যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৎস্য-মাংস-ভক্ষণে বিস্তর দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাদেরও অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।*" তৎপরে পরিশিষ্টেও এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "আমিষ-ভোজনের প্রতিষেধ-পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া যে পক্ষ সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন।†"

* বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, প্রথম ভাগ, ৫৭ পৃষ্ঠা, ১৭৭৩ শকাব্দ।

† ঐ, ১৮০ পৃষ্ঠা, ১৭৭৩ শকাব্দ।

উল্লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার অন্তর্গত নিরামিষ-ভোজন পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গদেশের অনেকেই নিরামিষ-ভোজী হইয়া উঠিলেন। তত্ত্বকৌমুদী নামক সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একটি বক্তৃতার গুণাগুণ-বিচার-স্থলে লিখিত আছে, "তিনি (কেশব-চন্দ্র সেন) যখন চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় বালক, তখন তিনি আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করেন। * * * চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃ-ক্রম-কালে আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমরা এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা জানি, যাঁহারা অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার নামক পুস্তক পাঠ করিয়া তদপেক্ষাও অল্প বয়সে আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" * যাহা হউক, বাবু কেশবচন্দ্র সেন এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ। তিনি চৌদ্দ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিরামিষাহারী ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে এ বিষয়ের দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের সময়ে প্রতিবৎসর ব্রাহ্মদিগকে ভোজন করাইতেন। তাহাতে নিরামিষ সামিষ উভয় প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইত। সেই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম সমবেত হইয়া একটি উদ্যানে গিয়া নিরামিষ অন্ন-ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিতেন। অধিক কি,

---

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০০ শক, ১৬ই ফাল্গুন, ২১৮পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্ম-সমাজের অনেকেই অদ্যাপি নিরামিষ আহার করিয়া থাকেন। এক সময়ে আমাদের যুবক-বন্ধুমণ্ডলে এ বিষয়ের ঘোরতর আলোচনা ও বিতণ্ডা চলিয়াছিল। আমি প্রথমাবস্থায় ঐ মতের বিরোধী ছিলাম। পরে নিরামিষাহারের পক্ষপাতী হইয়া উঠি। এ সকল ঐ আন্দোলনেরই প্রতিধ্বনি।

শুদ্ধ ব্রাহ্ম-সমাজে কেন, হিন্দু-সমাজেও এই মত গৌরবের সহিত আদৃত ও পরিগৃহীত হয় এবং এই সূত্রেই ইহার ফল-স্বরূপ "নিরামিষ-ভোজী পত্রিকা", "Twenty-four Reasons for a Vegetarian Diet" প্রভৃতি পুস্তক ও পত্রিকা বঙ্গদেশে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে থাকে। বাঙ্গলা দেশে ও বাঙ্গালি জাতির মধ্যে কোন গ্রন্থ প্রচারিত হইবামাত্র এরূপ পরিমাণে এতাদৃশ আশু ফলোৎপত্তি-সংঘটন অতীব দুর্লভ। বলিতে কি, এ দেশে অভিনব গ্রন্থের এত সত্বর এরূপ শক্তি-প্রকাশ এবং লোক কর্ত্তৃক তদীয় মতের এত শীঘ্র এতাদৃশ অনুসরণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ অক্ষয় বাবু যখন যে বিষয় আলোচনার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, সে বিষয়-সম্বন্ধে যত পুস্তকাদি পাওয়া যায়, তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান ও পাঠ না করিয়া কখন কোন মত প্রচার করেন নাই বলিয়াই, বিজ্ঞ-সমাজে তাহা সাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই জন্যই পাদরি লঙ্ সাহেব বলিয়াছেন, "The author (Bábu Akshaykumár Datta) argues against the use of animal food, and seems quite familiar with all

the writings of the vegetarians on the subject."
—[*Descriptive Catalogue of Bengali Books, p.* 41.]*

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত অপর একটি গুরুতর-বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রচার অধিকতর কল্যাণকর হইয়াছে। ইহার পরিশিষ্টে মদ্যপানের অবৈধতা-বিষয়ে গ্রন্থকার যে সমস্ত প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমাজের যার পর নাই উপকার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহারও-পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৬৬ শকের ভাদ্র মাসে ও ১৭৬৭ শকের শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইনি মদ্যপানের প্রতিষেধ-পক্ষে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ ও এতদনুযায়ী অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকটিত হওয়াতে, পান-দোষ যে গুরুতর পাপ, তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তানুসারে এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রস্তাব, পুস্তক ও পত্রিকাদি রচিত হইয়াছে; যেমন, "মদিরা", "বিষবৈরী", "মদ—না গরল?", "Calcutta Journal of Medicine", "Lecture on Alcohol", "Tree of Temperance", "Report of the Indian Reform Association" ইত্যাদি। এই সকলই অক্ষয় বাবুর উক্ত প্রবন্ধ-প্রচারের পর পর রচিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ প্রেসিডেন্সি কালেজের ইংরেজী-সাহিত্য-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার একটি সভা * স্থাপন করেন। ইহার কিছু দিন পরে কেশব বাবুও "Temperance Association", "Total Abstinence Society" এবং "Band of Hope" নামক

---

* Bengal Temperance Society.

সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। অক্ষয় বাবুর বিরচিত উল্লিখিত অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এ সমুদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি-সম্পন্ন। তাহাই এ সমুদায়ের মূলীভূত। এ সমস্তই সেই প্রবন্ধের পরিণাম-মাত্র।

কেশব বাবু পানদোষ-বিরোধী ছিলেন বলিয়া, কোন্ গ্রন্থকার তাঁহাকে ফাদার্ মেথিউ বলিয়া গৌরব করাতে নববিভাকর বলেন, এ গৌরব বাবু প্যারীচরণ সরকারকেই অর্শে *। কিন্তু এ গৌরব কাহাকে অর্শে, তাহা বোধ হয়, নববিভাকর-সম্পাদকেরও বিদিত নাই। বহু কাল পূর্ব্বে যাঁহার বিরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লঙ্ সাহেবের মনে ফাদার্ মেথিউর নাম স্মরণ হইয়াছিল †, এ গৌরব তাঁহাকেই অর্শে। সেই মূল প্রবন্ধের রচয়িতার দেশ-বিখ্যাত নাম শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। সেই প্রবন্ধটিই যে ইঁহার লিখিত এ বিষয়ের মূল প্রবন্ধ, তাহাও নহে। এ দেশের অন্যান্য ব্যবহার-দোষের ন্যায় পানদোষও বহু পূর্ব্বাবধি ইঁহার অন্তঃকরণ বিশেষরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। এ দোষে যে এ দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ঐ প্রবন্ধ-রচনার ৯ নয় বৎসর পূর্ব্বে ইনি নিতান্ত মনোবেদনা ও একান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ পূর্ব্বক সে বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন ‡। যতই অনুসন্ধান করা যায়, এদেশীয় কল্যাণরূপ বৃক্ষ-মূলের নানা অংশে অক্ষয়কুমার দত্ত বাবুকে ততই দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* নববিভাকর, ১২৮৯ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

† He (Bábu Akshay Kumár Datta) enlarges on the subject of spirit-drinking in a way that would quite satisfy any of Father Matthew's followers "—[*Descriptive Catalogue of Bengali Books, p.* 41.]

‡ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬ শক, ভাদ্র এবং ১৭৬৭ শক শ্রাবণ।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার কিরূপ উপকারী গ্রন্থ এবং উহা প্রচারিত হইবার পর অল্প দিনের মধ্যেই কিরূপ ফলোৎপাদন করিয়াছে, তাহারই উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি মাত্র কথা এই খানে লিখিত হইল। এই পুস্তকের ও পশ্চাল্লিখিত ধর্ম্মনীতির অন্তর্গত কত কত মত আদি ব্রাহ্ম-সমাজে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে, এবং বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে সমাদরে প্রতিপালিত হইতেছে। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার পুস্তকে স্বদেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও ধর্ম্ম-সংশোধনার্থে যে সমুদায় মত ও অভিপ্রায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ব্রাহ্ম-সমাজে বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে তদনুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। এই জন্যই ইনি কেবল "বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান শ্রীবৃদ্ধি-কর্ত্তা *" বলিয়া প্রসিদ্ধ হন নাই, এদেশীয় "যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি" † এবং কার্য্য-প্রবাহেরও পরিচালক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এই পুস্তকের প্রকৃষ্ট মত ও তদনুরূপ মনোহর রচনার ‡ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত হইল।

"সমুদায় নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ এক নিয়ম-প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য নিয়ম-লঙ্ঘন দ্বারা নিরাকৃত হয় না এবং এক নিয়ম-ভঙ্গের দুঃখ কদাপি অন্য নিয়ম-পালন দ্বারা খণ্ডিত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বর রোগের শান্তি হয় না এবং ঔষধ-সেবন দ্বারা কদাপি শোক ও মনস্তাপ দূর হয় না। যদি কোন ব্যক্তি পরম

* প্রবাহ, ১২৯০ সাল, কার্ত্তিক।

† নববার্ষিকী, ১২৮৪ সাল, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

‡ "The style is high, as the subject requires."—*Rev. J. Long.*

ধার্ম্মিক হন, আর আপনার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সাংঘাতিক বিষপান করেন, তবে তিনি শারীরিক নিয়ম ভঞ্জন করাতে অবশ্যই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবেন। তখন তাঁহার সঞ্চিত পুণ্য-বলে দেহ-ভঙ্গের নিবারণ হইবে না; কারণ, শারীরিক নিয়ম স্বতন্ত্র: অন্য অন্য নিয়মের অধীন নয়। যদি কোন পাপাসক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, মিত্রদ্রোহী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতী হয়, তথাপি সে যথানিয়মে পরিমিত পান-ভোজন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে, হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবেক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করেন, যথানিয়মে বিহিত কালে উপাদেয় দ্রব্য-ভোজন, অনতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, সুনির্ম্মল বায়ু-সেবন, দুর্গন্ধ-দ্রব্য-শূন্য স্থানে বাস, কামরিপু-সংযম ইত্যাদি নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সত্যবাদী, সুশীল শান্ত-স্বভাব ও পরম দয়াবান্ হইলেও, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া শয্যায় লুণ্ঠমান থাকিবেন। যদি কেহ কৃষি-কর্ম্মে বা বাণিজ্য ব্যাপারে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী হইয়া যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে, ও পরিমিত-ব্যয়ী হয়, তবে সে ব্যক্তি দ্বেষী ও পরদ্রোহী হইলেও, বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি বিষয়-কর্ম্মে অনৈপুণ্য প্রযুক্ত ধনোপার্জ্জনে অক্ষম হন, এবং তন্নিমিত্ত কায়-ক্লেশে যথা-নিয়মে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন, তথাপি তিনি যদি ধর্ম্ম-পথাবলম্বী হইয়া সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদুপদেশক, পরোপকারী ও ঈশ্বর-পরায়ণ হন, তবে ঐ সকল যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করাতে, প্রফুল্ল ও প্রসন্ন মনে কাল যাপন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। * * *

"প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অপরিবর্ত্তনীয় ও অনতিক্রম্য এবং সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব সময়েই সমান, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। বাঙ্গলা দেশেই হউক, বা সিংহল দ্বীপেই হউক, সর্ব্ব স্থানেই অপরিমিত ভোজন করিলে শরীরের অসুখ বোধ হয় ও রোগ জন্মে। যথানিয়মে ব্যায়াম

করিলে, হিন্দুস্থানের লোকেই বলিষ্ঠ হয়, আর অন্যদেশীয় লোক হয় না, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়দোষ দ্বারা কেবল বাঙ্গালিরই বলহানি ও বীর্য্যহানি হয়, আর শিখ ও ইংরেজদিগের সে শাস্তি হয় না, এমত কখনই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দোষ-শূন্য শারীরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এবং তদবধি সমস্ত শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন রোগের জ্বালায় জ্বালাতন ও মৃতকল্প হইয়া কালহরণ করে, ইহা কোন স্থানে কোন কালেই ঘটে না। প্রত্যুত, যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং অহিতকারী দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্গন্ধ স্থানের বায়ুসেবন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্য প্রভৃতি নানাপ্রকার অহিতাচার করিয়া ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি যে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, বীর্য্যবান্ হইয়া সদা সুস্থ থাকে, ইহারও দৃষ্টান্ত কি পঞ্জাব, কি কাবুল, কি চীন, কি আমেরিকা কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অনবরতই পাপ-পঙ্কে মগ্ন আছে, সে যে শান্ত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-ধর্ম্মোৎপাদ্য নির্ম্মল আনন্দ-নীরে অবগাহন করে ও শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিদিগের আদরণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়, ইহার দৃষ্টান্ত কি কাশী, কি মক্কা, কোথাও দৃষ্ট হয় না।”—[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, প্রথম ভাগ,—প্রাকৃতিক নিয়ম।]

“যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস-ঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সত্যবাদিনী, ও অতিশয় ধর্ম্মভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থানে স্বামী যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী ও চরিতার্থ বোধ করেন, আর তাঁহার চিরসহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশ-ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর-প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যেরূপ অসুখ-

সঞ্চারের সম্ভাবনা, তাহা অনেকানেক স্বামীই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিদ্যাবান্, উদার-স্বভাব, মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাহীনা, কলহ-প্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়, রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ইহার উদাহরণ-সংগ্রহার্থে আর অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। এ দেশের অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্টরূপ দৃষ্টান্ত-স্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব-জন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞানরসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারা-বিষ্টা পত্নী সেই সমস্তই অবশ্য-কর্ত্তব্য জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও, অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এ দেশীয় বিদ্যাবান্ যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে।

"এইরূপে সর্ব্ব-বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহাদের পণ, কোন বিষয়েই তাহাদের ঐক্য থাকে না। তাহাদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভূতল ও অন্তরীক্ষও তত অন্তর নয়। কোন অপরিচিত ব্যক্তির, কোন অজ্ঞাত-কুলশীল মনুষ্যের, কোন বিদেশীয় লোকেরও সহিত যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করা যায়, যাহার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ একাত্ম-স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথার প্রসঙ্গও করিবার সম্ভা-বনা নাই। কি আক্ষেপের বিষয়! যৎসামান্য সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের প্রসঙ্গ-ব্যতিরেকে তৎসন্নিধানে আর কোন বিষয়ই উত্থাপন করিবার উপায় নাই। বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব, সংসারের সুখ-জনক কোন নূতন প্রথা-সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয়-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে এমন যে,

সুলভ-সুখ সংসার-ধাম, তাহাও বিপত্তিরূপ বিষম-বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখরূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

"এই কারণে স্ত্রীলোকের বিদ্যা-শিক্ষা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, তাহা বলা যায় না; তৎপক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তন্মধ্যে ইহাকেও এক অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।"—[শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।]

মনের ভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে, মনুষ্যের রীতি-নীতি ও দেশাচার পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব নয়; প্রকৃত জ্ঞান-লাভ পূর্ব্বক কুসংস্কার-বিমোচন ব্যতিরেকে মনের ভাব সংশোধিত হয় না; প্রকৃত বিষয় শিক্ষা করিলে, স্বদেশীয় লোকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া অবাস্তবিক বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও বাস্তবিক বিষয়ের জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রবল হইবে, এই বিবেচনায় ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত নানাবিধ বাস্তবিক বিষয় প্রচার করেন। পশ্চাৎ সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া চারুপাঠ প্রস্তুত করা হয়। ১৭৭৪ শকের শ্রাবণ মাসে চারুপাঠের প্রথম ভাগ ও ১৭৭৬ শকের শ্রাবণ মাসে দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হয়।

"প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ চারুপাঠের বিষয়ে কোন কথা বলাই আবশ্যক হইতেছে না। কারণ, এই দুই খানি পুস্তক দেশ মধ্যে এত প্রচলিত ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে যে, ইহা-দের প্রশংসা করিলে, লোকের অনুরাগ আর যে বাড়িবে, তাহার সম্ভাবনা নাই; নিন্দা করিলে তো লোকে আমা-দিগকেই হেয় জ্ঞান করিবে। এই দুই পুস্তকে প্রকাশিত প্রস্তাব গুলির মধ্যে কয়েকটি পূর্ব্বে সংবাদ প্রভাকরে ও

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল। অবশিষ্টগুলি গ্রন্থকার এই পুস্তকের জন্যই নূতন রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব-পদার্থ সংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে, কত নূতন বিষয়ের জ্ঞান-লাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অক্ষয়বাবুর রচনা যেমন সরল, তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞান-প্রদ। অক্ষয়বাবু অতি দুরূহ বিষয় সকলও চিত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক এমন সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠ মাত্র সে সকল পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়। অধিক কি বলিব, তাঁহার দুই ভাগ চারুপাঠ বাঙ্গলা-শিক্ষার্থী বালকদিগের জ্ঞান-রত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ।"* পশ্চাৎ এই দুই পুস্তক হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইতেছে, দেখিলেই পাঠকগণের সমধিক হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"দেখ, ইংরেজ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় সুসভ্য জাতীয়েরা বিদ্যা-বলে আপনাদের অবস্থা কত উন্নত করিয়াছেন। তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান ও বাষ্পীয় পোত প্রস্তুত করিয়া ভূমণ্ডলের সকল ভাগেই গমনাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেছেন, দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা এক মাসের পথ এক দিবসে ভ্রমণ করিতেছেন, ব্যোমযান অর্থাৎ বেলুন-যন্ত্র আরোহণ করিয়া আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মান হইতেছেন। দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি দৃষ্টি করিয়া তাহাদের আকা-

---

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২৫৭ ও ২৫৮ পৃষ্ঠা।

রাদি নিরূপণ করিতেছেন, নানাপ্রকার শিল্পযন্ত্র * নির্ম্মাণ করিয়া সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও অন্য অন্য উত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন, এবং প্রশস্ত পরিষ্কৃত রাজপথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আপনাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহারা নদীর উপরিভাগে সেতু ও তাহার নিম্ন ভাগে সুরঙ্গ † প্রস্তুত করিয়া এবং নদী-প্রবাহের উপরিস্থিত সেতু-সমূহের উপর দিয়া নদীর জল চালিত করিয়া ‡ কি আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধি-বলে পৃথ্বীতল বিভাগ করিয়া সাগরে সাগরে সংযোগ § করিয়া দিয়াছেন এবং পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নদেশ দিয়া সুবিস্তৃত রাজপথ ¶ খনন ও তাহাতে বাষ্পীয় রথ চালন করিয়া শিল্প-কৌশলের অদ্ভুত মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিদ্যা-শিক্ষায় সুখও বিস্তর। বিদ্যা-বলে যে সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় নিরূপিত ও অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে পুলকিত হইতে হয়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে এক খানি রূপার থালের ন্যায় দেখায় কিন্তু বাস্তবিক ইহা পৃথিবীর তুল্য এক প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড। উহাতে অনেক বৃহৎ পর্ব্বত আছে। সূর্য্যকে এখান হইতে এত ছোট দেখায় বটে, কিন্তু উহা পৃথিবীর অপেক্ষা ১৪,০৭,১২৪, চৌদ্দ লক্ষ সাত হাজার এক শত চব্বিশ গুণ বড়। নক্ষত্র সকল দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু উহারা এক এক প্রকাণ্ড

---

* কল, যেমন ময়দার কল, সুতার কল, চিনির কল ইত্যাদি।

† ইংলণ্ডে টেম্‌স্ নদীর নীচে দিয়া এক প্রশস্ত পথ আছে।

‡ ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রদেশের গঙ্গার খালের উপর নানা স্থানে এরূপ ব্যাপার আছে।

§ যেমন লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরের সংযোগ।

¶ যেমন মুঙ্গেরের নিকট খির্ খিরিয়া পাহাড়ের সুরঙ্গ ও আল্‌প্‌ নামক পর্ব্বতশ্রেণীর সিনিস্ নামক পর্ব্বতের সুরঙ্গ। শেষোক্ত সুরঙ্গ ৩ ক্রোশের অপেক্ষাও অধিক দীর্ঘ।

সূর্য্য-স্বরূপ; গগনমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও এক এক অদ্ভুত জড়ময় বস্তু, অন্তরীক্ষে অতি দ্রুত বেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। যখন আমাদের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই আমরা দেখিতে পাই। এই সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় অধ্যয়ন করিতে করিতে, অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইতে থাকে।”—[চারুপাঠ, প্রথম ভাগ,—বিদ্যাশিক্ষা।]

“পরের দুঃখ-মোচনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত, জগদীশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন। দয়া অতি প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কাহারও উপকার করেন, তিনি মনে মনে অতি পবিত্র অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন এবং যিনি উপকৃত হন, তিনি আসন্ন বিপদ্ বা উপস্থিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করিলেই দয়া প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমন নহে। প্রত্যুত, দয়ালু ব্যক্তি সহস্র প্রকারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অপর সাধারণের দুঃখ দূর করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যত দূর সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহার উপায় করা উচিত। জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ-দান ইত্যাদি শুভ কর্ম্ম দ্বারা সকলকে সুখী করিবার চেষ্টা করা উচিত। কর্কশ বাক্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে না হয়, এ নিমিত্ত ক্রোধ-সংবরণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস করা উচিত। লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও, রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসারণ না করিয়া দয়া ও বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করা উচিত। পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া সাধ্যানুসারে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত একান্ত মনে চেষ্টা করা এবং সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকা উচিত।

“যিনি এইরূপ আচরণ করিয়া কাল-হরণ করিতে পারেন, তিনি ধন্য; তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হন; তিনি অনাথদিগের আশীর্ব্বাদ ও পরমে-

শ্বরের প্রসন্নতা লাভ করেন, তাঁহার মানব-জন্ম গ্রহণ করা সার্থক।"
—[চারুপাঠ, প্রথম ভাগ,—দয়া।]

"যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়, এবং অন্যের উপাসনা, তুচ্ছ করিয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় পরম পবিত্র ধর্ম্ম। স্বহস্তে হল-চালনা করা দূষ্য নহে; করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে। এ দেশীয় বিষয়ী লোক যে সমস্ত ঔপাধিক-লাভ-দায়িকা অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জানেন, সে সমুদায়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। ন্যায়-পথাশ্রয়ী সরল-স্বভাব কৃষক, অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্র গুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দ-বিশিষ্ট পবিত্র-পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্ব-রথ-শোভিনী চিত্ত-চমৎ-কারিণী প্রাসাদশ্রেণীও মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজু-স্বভাব, বুভুক্ষু কৃষকের কদলী-পত্র-স্থিত নিরূপকরণ তণ্ডুল-গ্রাস পরধনাপহারী বিভব-শালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণপাত্রারূঢ় সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্র গুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর। বহু-কালাবধি এ দেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ন্যায়-বিরুদ্ধ কুৎসিত কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিবেন, পরোপজীব্য অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন, অনাহারে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিবেন, তথাচ ঈশ্বরানুমত, ধর্ম্মানুগত শিল্প-কর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না।

"কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিত-পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্ত-রঞ্জন পণ্য-পরিপূর্ণ আপণ-শ্রেণী, তড়িৎ-সম-বেগ-বিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্ম-শাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচার-স্থান, জ্ঞান-রূপ মহারত্নের আকর-স্বরূপ বিদ্যা-মন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান-সমষ্টি-স্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদায় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরি-

শ্রমের অসীম-মহিমা-পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে।”—[চারুপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ—পরিশ্রম।]

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি যেমন মধুর, তেমনই ওজস্বী ও তদনুরূপ জ্ঞান-গর্ভ। গ্রন্থকারের রচনা-মাধুর্য্যে নীরস পরিশ্রম-ক্লেশকেও সাতিশয় সরস করিয়া তুলিয়াছে। ইনি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ও কিরূপ সরল ও চিত্ত-রঞ্জন করিয়া লিখেন, পশ্চাৎ তাহারও কিছু উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

“বালকগণ! তোমরা কে কত বড় কচ্ছপ দেখিয়াছ বল দেখি, শুনি? সচরাচর ন্যূনাধিক এক হস্ত, না হয়, কেহ কখন ঊর্দ্ধ-সংখ্যা দেড় বা দুই হস্ত-প্রমাণ দেখিয়া থাকিবে। আমি এক রূপ অতি প্রকাণ্ড কূর্ম্মের বিষয় অবগত করিতেছি; পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে। সেটি দৈর্ঘ্যে আমার হস্তের ৬ ছয় হাত, ৫ পাঁচ অঙ্গুলি এবং প্রস্থে ৩ তিন হাত, ২০ কুড়ি অঙ্গুলি। তাহার বক্রাকার পৃষ্ঠদেশ প্রস্থে ৭ সাত হস্ত-পরিমিত।

“কিন্তু ভাই! এখন এ জাতীয় কূর্ম্ম আর কুত্রাপি সজীব দেখিতে পাইবে না। ইহার বংশ একেবারে ধ্বংস পাইয়াছে। এই কূর্ম্ম একটি প্রস্তরীভূত হইয়া যায়, আমি তাহাই দৃষ্টি করিয়াছি। তাহাতেই তোমাদের নিকট ইহার বিষয় বর্নি করিতে সমর্থ হইতেছি। কলিকাতার ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে * গিয়া দেখিলে, তোমরাও অক্লেশে দেখিতে পাইবে। পঞ্জাবের উত্তরাংশে সিবালিক্ পর্ব্বতে † ঐটি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

* “কৌতুক শব্দের অর্থ কৌতূহল অর্থাৎ অপূর্ব্ব-বস্তু-দর্শনাদির অভিলাষ। যে গৃহে সেই কৌতুক-বিষয় সমুদায় অর্থাৎ অপূর্ব্ব দুর্লভ সামগ্রী সকল বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম কৌতুকাগার।”

† “এই পর্ব্বত-শ্রেণী দেরাদুন, সমুর ও হুসিয়ার্‌পুর প্রদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে।”

"কিরূপে ঐটি প্রস্তরীভূত হইল, তাহা এখন তোমাদের জানিতে অভিলাষ হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। সে বিষয়ের বিবরণ করি, শ্রবণ কর। ঐ কচ্ছপটির মৃত্যু ঘটিলে, উহা জল-যুক্ত স্থানে পতিত ছিল। ক্রমে উহার অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া যায় এবং উহার শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল স্খলিত হইয়া নির্গত হইতে থাকে। সেই জলে প্রস্তর বা অন্য খনিজ বস্তুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা সমুদায় মিশ্রিত ছিল। উহার শরীরের অস্থি প্রভৃতির কণা সমুদায় নির্গত হইয়া যেমন শরীরমধ্যে ছিদ্র হইতে লাগিল, ঐ প্রস্তরাদির কণা তাহাতে প্রবেশ করিয়া সেই সমস্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র পূরণ করিয়া ফেলিল। এইরূপে সমগ্র শরীরটি প্রস্তরময় হইয়া গেল। এখন ভাবিয়া দেখ, কূর্ম্মটির যেমন আকার, তেমনই আছে, কিন্তু উহার শরীরের কণামাত্রও উহাতে বিদ্যমান নাই। অস্থি প্রভৃতির কণা সমুদায় ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রস্তর বা খনিজ বস্তুর অণু-পুঞ্জ আসিয়া সে সমুদায়ের স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত হইয়াছে। কি জন্তু, কি উদ্ভিদ, যত বস্তু প্রস্তরীভূত হয়, সকলই এইরূপ। দেখ, কেমন সহজ প্রণালীতে কিরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত মহাকূর্ম্ম এইরূপ প্রস্তরীভূত হইয়া না থাকিলে, কস্মিন্ কালে যে ভূমণ্ডলে তাদৃশ প্রকাণ্ড কচ্ছপ বিদ্যমান ছিল, ইহা আমরা কদাচ জানিতে পারিতাম না। নানা পর্ব্বতে ভূরি ভূরি ভূচর, খেচর ও জলচর জন্তুর প্রস্তরময় পঞ্জর বা তাহার খণ্ড-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায়ই এইরূপে প্রস্তরীভূত হইয়াছে।"—[চারুপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ,—মহাকূর্ম্ম।]

"তৃতীয় ভাগ চারুপাঠও প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সমানই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে। জন-সমাজে ইহারও আদরের সীমা নাই। তবে এ খানি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রস্তাব গুলিতে কয়েকটি প্রগাঢ় বিষয়ের রূপক বর্ণনা আছে এবং তাড়িত, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, গ্রহণ, জোয়ার ভাঁটা প্রভৃতি কতক গুলি

গুরুতর প্রাকৃতিক ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল স্থলেও, অক্ষয় বাবুর লেখনী যেরূপ সরলতা-পাদন করিয়া থাকে, তাহা করিতে ত্রুটি করে নাই। এই পুস্তকের রচনা ও ভাব-গাম্ভীর্য্য কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা উহার অন্তর্গত 'মিত্রতা' 'জীব-বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা' এবং 'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য' নামক প্রস্তাব তিনটি অন্ততঃ এক বারও পাঠ করেন *।" বস্তুতঃ এই তিন খানি মনোহর পুস্তক ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, নীতি-বিদ্যা, শারীর-বিধান, তাড়িত-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানের অন্তর্গত সুমনোহর প্রস্তাব-পুঞ্জের ও অন্যান্য অতীব সুন্দর জ্ঞান-গর্ভ বিষয়ের অমূল্য-ভাণ্ডার, তাহার সংশয় নাই।

"পরমেশ্বরের বিচিত্র-রচনা-দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া, আমি কিয়ৎ কালাবধি দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক এখন মথুরা-সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনা-তীরে উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত-লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ-মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক-খণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণ

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ২৬৮ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ-বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষাস্বরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মি-জাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনালম্বিত মেঘ-বিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

"এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণ-খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতি মধ্যে জল-কল্লোলের কল কল ধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া মনো-বৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাত-সারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল; যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীন-দুর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষ-সমূহ, কোথাও নদ বা নির্ঝর তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া, যত দূর দৃষ্ট হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। * * *

"অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি * উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল! তথাকার সুশীতল-মারুত-হিল্লোলে শরীর

* ধর্ম্মাচলের উপর।

পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছু কাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতক গুলি পরম-পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অপরিমেয় প্রীতি-লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল, যেন আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইহাঁরা দেব-কন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যা-দেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইহাঁরা দেব-কন্যাই বটেন এবং এই ধর্ম্মাচল ইহাঁদের বাস-ভূমি। ইহাঁদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি সকলেরই নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইহাঁদের রূপ ভুবন-বিখ্যাত। ইহাঁরা যে পর্য্যন্ত সুশীল, তাহা কি বলিব? বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।

"বিদ্যা দেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া অভূত-পূর্ব্ব অতি নির্ম্মল আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুন্দর মারুত-সেবিত যমুনা-কূলেই শয়িত রহিয়াছি।"—[চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ,—বিদ্যা-বিষয়ক স্বপ্নদর্শন।]

"কীর্ত্তি দেবীর দক্ষিণ-পার্শ্বের ভাব আর এক প্রকার। তথায় যে সমুদয় মহানুভাব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডল অবলোকন করিলে শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জনেরও অন্তঃকরণ এক বার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহাদের সহাস্য বদন, সুধাময় মধুর বচন এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া আমি প্রীতি-রূপ অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইলাম। "তাঁহারা কীর্ত্তি দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকটি পরম-সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্র বিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহযোগিনী স্বরূপঅবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত, এবং তাঁহাদের সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্ব-স্থানে বিখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বীরগণ যেমন এক এক পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতের সমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, কবিদিগকে সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই; বরং তাঁহারাও অনেকানেক বীর্য্যবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তি-নিকেতন-প্রবেশ বিষয়ের সহায়তা করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান; তাঁহাদের কর-স্থিত পুস্তকের কোন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে যত্ন-সহকারে পথ প্রদান করিল। দুই শ্মশ্রু-ধারী, সহাস্য-বদন প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্য-স্থল-বর্ত্তী অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। বিদ্যাধরী কহিলেন, এক জনের নাম বাল্মীকি, আর এক জনের নাম হোমর্। দক্ষিণ ভাগে হোমর্, এবং তাঁহার বাম ভাগে বাল্মীকি এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাল্মীকির বাম পার্শ্বে একটি পরম রূপবান্ যুবাপুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিবিধ-বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আসনের সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত হইতেছিল। তিনি নাকি উজ্জয়িনী-নিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ থাকিয়া নৃপতি অপেক্ষা শত গুণে কীর্ত্তি দেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ শোভাকর উৎকৃষ্ট

আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নয়। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ও দিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জ্জিল্, ডান্টী, মিল্‌টন্, সেক্‌স্‌পিয়র্, বায়্‌রন্ প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি যথাযোগ্য স্থানে অবস্থিত ছিলেন। সহৃদয় সেক্‌স্‌পিয়র্ যে রত্নময় সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তাহা এই শ্রেণীর সকল আসন হইতে উন্নত ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

"ইহাঁরা সকলেই বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গে কাল-যাপন করিতেছিলেন; তন্মধ্যে বাল্মীকি ও কালিদাসের একটি কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা কহিলেন, 'আমাদের স্বজাতীয় নব্য সম্প্রদায়ী যুবক-দিগের মধ্যে অনেকে আমাদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা না করিয়া ভিন্ন-জাতীয় কবিদিগেরই অশেষ উপচারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, ভিন্ন-জাতীয় পণ্ডিতেরা আমাদের প্রকৃত মর্য্যাদা জানিতে পারিয়া, বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধা সহকারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। দেখ, তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও সেরূপ পরিধেয় পরিধান করি নাই। এখন তদ্দৃষ্টে স্বজাতীয় নব্য ব্যক্তিরাও কেহ কেহ আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

"অতঃপর যাঁহারা কীর্ত্তি দেবীর সম্মুখ-স্থিত সিংহাসন সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করি। তাঁহারা সকলেই প্রায় ধ্যান-মগ্ন, এবং সকলেরই ললাটদেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা

ভক্তি-ভাজন বলিয়া বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সকলকেই সেই স্থানেই দৃষ্টি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। যাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তথায় তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তথায় আমার সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য অম্লান ভাবে প্রসন্ন মনে বিরাজ করিতে-ছিলেন। প্রথমে মহাত্মা আর্য্যভট্টকে কিছু ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়াছিলাম, পরে অকস্মাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও প্রদীপ্ত হইতে দেখিয়া, বোধ হইল, তাঁহার কোন প্রিয়তর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিকও তিনি কয়েকটি অসামান্য-ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহানুভাব মনুষ্যের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "পূর্ব্বে কেহই আমার যথার্থ মর্য্যাদা অবগত হইতে পারেন নাই, সুতরাং আমার কথায় আস্থা করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু এই সমস্ত বিদেশীয় বন্ধু আমার অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া আমার শ্রম সার্থক ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছেন। *" তিনি যে সমুদায় বিদেশীয় ব্যক্তিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি তাঁহাদের পরিচয়-লাভার্থ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, এক জনের নাম কোপর্ নিকস্, এক জনের নাম গালিলিয়, এক জনের নাম নিউটন্ ইত্যাদি। এই শেষোক্ত নাম শ্রবণমাত্র আমার অন্তঃকরণ পুলকিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ইহাঁকে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য অপেক্ষা গরিষ্ঠ বলিয়া বোধ ছিল, এখানেও দেখিলাম, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য এবং প্লেটো ও পিথাগোরস্‌কেও দর্শন করিলাম। প্রথমে তাঁহারা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে ভূমণ্ডলের পশ্চিম-খণ্ড-নিবাসী কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের প্রখর মুখ-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

* আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার পরে বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি তাহা অঙ্গীকার করেন নাই।

* * "ইতিমধ্যে আমার সমভিব্যাহারিণী, হিতকারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন, "তুমিও কেন এই নিকেতনের এক আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন কর না।" আমি কহিলাম, 'বিদ্যাধরী! তুমি অনুকূল হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শিরোধার্য্য। কিছু মাত্র যশঃস্পৃহা না থাকিলেই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এ স্থানে উপস্থিত হইব? কিন্তু যে সুখ্যাতি-প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয়-পরিচালনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিমিত্তে কোন স্থায়ী ধন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। আমি কীর্ত্তি দেবীকে কোন ক্রমে অশ্রদ্ধা করি না, এবং তাঁহার প্রসাদ-লাভার্থে ব্যাকুলও নহি। আমি, যে দেবতার যত দূর সেবা করা উচিত, তাহা করিব এবং দেবাধিপতি ধর্ম্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব; ইহাতে কীর্ত্তি দেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া কৃপা-কটাক্ষ করেন, আমি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয়-ধামে স্থান দান করিব। নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া যদি যাবতীয় লোকের অজ্ঞাত থাকি, সেও ভাল, পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া কীর্ত্তি লাভের অভিলাষী নহি।'

"এই রূপ চিন্তার বেগ প্রবল হওয়াতে, আমি সহসা জাগরিত হইয়া উঠিলাম। এখন নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিতেছি, কোথায় বা কীর্ত্তি-শৈল, কোথায় বা কীর্ত্তি-নিকেতন, আমি যে সমস্ত অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? পূর্ব্ব নিশায় যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই পতিত রহিয়াছি। প্রভাত-সময়ের শিশির-সিক্ত সুকোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গের আবরণ-বস্ত্র কম্পিত করিতেছে ও সর্ব্বশরীর শীতল করিতেছে।"—[চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ, —কীর্ত্তি-বিষয়ক স্বপ্নদর্শন।]

১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে পদার্থবিদ্যা প্রচারিত হয়। এই বিদ্যা যেরূপ সরল ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, এখানি তাহার আদর্শ-স্থল হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার রচনা এরূপ হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ প্রচারিত হইলে পর, কৃষ্ণনগরের কোন কোন শিক্ষিত লোক ইহা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,

'আমরা ইংরেজীতে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু অক্ষয় বাবুর পদার্থবিদ্যা পাঠ করিতে করিতে বোধ হয়, যেন কোন মনোহর উপন্যাস-পুস্তকই আবৃত্তি করিতেছি; অথচ ইহা নিতান্ত বিশুদ্ধ ও কেবলই জ্ঞান-গর্ভ।' এমন কি, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি এই পুস্তককে আদর্শ করিয়া এই বিদ্যা-বিষয়ক অন্য অন্য পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারাও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্মুখে আদর্শ বিদ্যমান থাকিতেও, তাঁহারা কি রচনা, কি তাৎপর্য্য উভয় অংশেই আপন আপন পুস্তককে নানা দোষে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি বঙ্গদর্শনে 'বঙ্গবৈজ্ঞানিক' নামক প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ-প্রণীত পদার্থ-বিদ্যার সমালোচনায়, মহেন্দ্র বাবুর কতক গুলি ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "মহেন্দ্র বাবু যদি কোন ইংরেজী পুস্তক না পড়িয়া, কেবল বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত পদার্থবিদ্যা খানি পড়িতেন, তাহা হইলে, বোধ করি, এরূপ মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতেন না।" তাহার পরে, এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন, "মহেন্দ্র বাবু বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, বাঙ্গলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক সহজ বিষয় লইয়া কোন ভাল বই নাই বলিয়া তিনি এই ভাল বই লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অক্ষয় বাবু যেরূপ পরিষ্কার রূপে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহার পর মহেন্দ্র বাবুর ভাল বই একটু পরিষ্কার হইলে, সুখী হওয়া যাইত। যে যে বিষয় তিনি ভাল রূপ বুঝিয়াছেন, তাহাই লিখিলে ভাল হইত।" *

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ সাল, আষাঢ় মাস, ১০৮ পৃষ্ঠা।

কোন গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের দোষ-কীর্ত্তন করা অথবা গ্রন্থ-বিশেষের সহিত তুলনা দ্বারা অক্ষয় বাবুর রচিত গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত হওয়াতেই, উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইল। অক্ষয় বাবুর রচনা বিশুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে। কেবল ব্যাকরণ-শুদ্ধ ও প্রণালী-সিদ্ধ নয়, প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবরণ-গুলি অতীব বিশুদ্ধ। কয়েক বৎসর হইল, এ বিষয়ের একটি অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে; পশ্চাৎ তাহা বলিতেছি। প্রেসিডেন্সি কালেজের ফিজিকেল্ সায়েন্সের (Physical Science) অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এলিয়ট্ সাহেব ছাত্রদিগকে জোয়ার-ভাঁটার বিষয়ে লিখিতে দেন। তাঁহারা প্রায় কেহই প্রকৃতরূপে লিখিতে পারেন নাই; সকলেই প্রায় ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহারা এ বিষয়টি প্রকৃতরূপে শিক্ষা করেন নাই। সুতরাং সাহেবের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। পরে এলিয়ট্ সাহেব এ বিষয় তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ বুঝাইয়া দিলেন। ছাত্রেরা বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। পরে তাঁহাদের মনে এই রূপ কৌতূহল উপস্থিত হইল যে, ভাল—অক্ষয় বাবু এ বিষয়ে কি লিখিয়াছেন দেখি। এই বলিয়া চারুপাঠের তৃতীয় ভাগে জোয়ার-ভাঁটার বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলেন, এলিয়ট্ সাহেব এ বিষয় যেরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন, চারুপাঠেও অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে; বিন্দু বিসর্গও প্রভেদ নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন এবং অক্ষয় বাবুর গুণানুকীর্ত্তন সহকারে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "ইনি যে সময় তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন, তখন এ দেশে বিশেষরূপ বিজ্ঞান-চর্চ্চা ছিল না, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হয় নাই। এক হিন্দু কালেজে যাহা কিছু বিজ্ঞান-চর্চ্চা হইত। কিন্তু ইনি তথাকারও ছাত্র নন। অথচ নিজে উত্তমরূপে নানাপ্রকার বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন ও বিজ্ঞান-বিষয়ে এরূপ নিতান্ত পরিশুদ্ধ প্রবন্ধ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা সামান্য বুদ্ধি-শক্তির কার্য্য নয়।” তদবধি ইঁহার প্রতি তাঁহাদের এক প্রকার অবিচলিত ভক্তি জন্মিয়া যায়। অনন্তর তাঁহারা ইঁহার যে কোন প্রবন্ধ বিশেষ-রূপ বিচার করিয়া দেখেন, তাহাই সুন্দর ও বিশুদ্ধ দেখিতে পান। তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর বাঙ্গলা স্কুলের ছাত্র ছিল। সে তথায় বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বিরচিত পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিত। সে এক দিন বাটিতে পাঠ করিতেছিল, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাহা শুনিতে পাই-লেন। তিনি দেখিলেন, ঐ পদার্থবিদ্যা খানি ভ্রমে পরিপূর্ণ। তিনি কোন আত্মীয় ব্যক্তির সহিত এ বিষয়ের কথোপ-কথন করেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অক্ষয় বাবুর পদার্থবিদ্যার সহিত ঐক্য করিয়া দেখেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ। পাঠশালার ছাত্রদের নিয়মিতরূপে এরূপ ভ্রম-শিক্ষা হইতেছে, ইহা মনে করিয়া, তাঁহারা এরূপ বিচলিত হইলেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপে * সর্ব্বসাধারণের গোচর না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

---

* এই পুস্তকের ১৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

এই বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় সকল বিশেষরূপ অবগত হইয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, বহুদর্শী গোল্‌ড্‌ষ্টুকার্ বিবিধ-তত্ত্বজ্ঞ কোল্‌ব্রুক্‌কে যেমন "Type of accuracy and conscientiousness" * অর্থাৎ যাথার্থ্য ও ন্যায়পরতার প্রতিরূপ-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ অক্ষয় বাবুর সম্বন্ধে বলিতে পারি, ইনি সাক্ষাৎ সূক্ষ্মদর্শন ও মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানালোক।

১৭৯৭ শকের মাঘ মাসে ধর্ম্মনীতি প্রকটিত হয়। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের ন্যায় "ধর্ম্মনীতিতেও শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন, দম্পতির পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য ইত্যাদি অনেক গুরুতর বিষয়ের উপদেশ, বিচার ও মীমাংসা আছে। সে সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, মন উন্নত হয়, অনেক কুসংস্কার দূর হয় এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়তর আস্থা জন্মে।" † ইহা পাঠ করিলে, এই সমস্ত কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের যেরূপ প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে, তাহা এদে-শীয় লোকের পক্ষে মহোপকার-জনক হইয়াছে। ফলতঃ ধর্ম্মনীতি অতিশয় রমণীয় গ্রন্থ। আমরা অনেক বার অনেককে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি যে, "ইহার দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থকর্ত্তা অসাধ্য শিরোরোগ প্রযুক্ত বাহির করিতে

* Goldstuker's Preface to Mânava-Kalpa Sûtra.

† রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

পারিলেন না, ইহা ঘোরতর দুঃখের বিষয়।" ইহার রচনাও যার পর নাই সুন্দর ও বিশদ। এই গ্রন্থ "প্রচার এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে পরিগৃহীত হওয়ায়, হিন্দুসমাজকে প্রচুর পরিমাণে আন্দোলিত ও কিয়ৎ পরিমাণে উহার কার্য্যাদি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। ইনি প্রকাশ্যরূপে বহুবিবাহ ও বাল্য-বিবাহের অবৈধতা, বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ-বিবাহের আবশ্যকতা দেশীয় লোকদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।" *

"It would be needless to say any thing in eulogy of Dharmaniti. This like the other works of the author is one of the best specimens of chaste Bengali writing devoid of Sanskritism for the sake of pedantry. An appreciating public esteems it for its sterling merit. It is a treatise on the elements of morality, it discusses with great ability questions which are of the most vital importance to society, its teachings are clear and simple, and founded upon the highest principles of ethics, and the precepts it inculcates in respect of our duties towards ourselves, our families, and our fellow-creatures are laid down not as mere *ipsi dixit* but elaborated by a process of reasoning level to ordinary understanding. It deals with so many important things relating to our society that it is on that account peculiarly adapted to the want of our rising generation. It is the book admirably suited both to our English and to the higher

* নববার্ষিকী, ১২৮৪ সাল, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

classes of vernacular schools—where such works and special training masters are considered great desiderata."—[*The Hindu Patriot.* April 1, 1872.]

ধর্ম্মনীতির মুদ্রাঙ্কন সম্পন্ন হইবার অনেক পূর্ব্বেই ইহাঁর শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। তাহা না হইলে, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে যেমন লিখিয়াছেন, এই পুস্তক অধ্যয়ন, অনুশীলন ও তদনুসারে অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্মগণের কর্ত্তব্য; সেইরূপ ধর্ম্মনীতি, ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের সংস্কার-সংশোধন ও সুপ্রথা-সংস্থাপন-বিষয়ে ব্যবস্থা-পুস্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, মনে করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তদনুসারে চলিতে অনুরোধ করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্ব-জন-শোচনীয় শিরোরোগ উপস্থিত হওয়াতে, তাহার আর কিছুই করিতে পারিলেন না। না পারুন, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মেরা ঐ পুস্তকের অনুসরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মনীতি-লিখিত অসবর্ণ-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ-প্রচলন ও বাল্য-বিবাহ-রাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্মনীতির ব্যবস্থা সমুদায় পালন করিতে প্রবৃত্ত ও অনুরক্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মনীতির রচনা কিরূপ মধুর ও উৎকৃষ্ট, পশ্চাৎ উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলেই, সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নরলোক-নিবাসী হইয়াও, কোন চমৎকারময় সুচারু স্বর্গ-লোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত

হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এক কালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব-পরিবৃত স্থল-ভাগ, সমুদ্র-স্থিত দ্বীপপুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদ-ধারিণী পর্ব্বতশ্রেণী, কন্দর ও ভৃগুদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষার-শৈল, তুষার-দ্বীপ, গন্ধক-দ্বীপ, প্রবাল-দ্বীপ ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনা-পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে পারেন। তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ-বিনির্গত, গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখর-দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদী-স্বরূপ ধাতু-নিঃস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক হিমগিরি-শিখরে উত্থিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলী ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত স্বরিত হইতেছে এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে, ও সমুদ্র-সলিলের করালতম কল্লোল-কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্ব কালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও কত রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন, এবং কত স্থানের কত প্রকার রাজনীতির ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন।"
—[ধর্ম্মনীতি,—বিদ্যা-শিক্ষা।]

১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ ও ১৮০৪ শকের চৈত্র মাসে উহার দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হয়। প্রথম ভাগে ৩২৪ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় ভাগে ৬১৪ পৃষ্ঠা আছে। "এই বহ্বায়ত গ্রন্থ অক্ষয় বাবু যেরূপ শারীরিক অবস্থায় সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়া-বিষ্ট হইতে হয় এবং তাঁহার ন্যায় মনস্বী ব্যক্তির এবংবিধ

অবস্থা স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যথিত ও কাতর হইয়া উঠে। সমালোচ্য গ্রন্থের আলোচনায় অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, অক্ষয় বাবু কিরূপ শরীর লইয়া কিরূপে এই সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তাহার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন * " সুদীর্ঘ হইলেও, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা হইতে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা কি বলিব? না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থ-শ্রবণ কোন রূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক কষ্ট হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এ ভাগের কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন, যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটিবারও নেত্র-পাত করিতে পারি নাই। অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ়-ভাব-সম্বলিত চিন্তা-প্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-স্রোত মন্দীভূত হয় না। যত ক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, তত ক্ষণ মস্তক-মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যান-বাহন দ্বারা দূর-স্থিত বন্ধু-বিশেষের সমীপে গমন পূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার বর্ণজ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্য্যমানে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দ্ধরাত্রেও নিদ্রা-কাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া

* প্রবাহ, ১২৯১ সাল, কার্ত্তিক মাস।

কত বার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া, সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন্ বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্য দ্বারা তাহা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা-নিবারণ-উদ্দেশেই লিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তক খানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। কোন বিষয়ের প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্দেশে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত মনঃসংযোগ করিতেই সমর্থ হই? শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময়-বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এই রূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি, কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদায় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে, বা কোন্ বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্ত রূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময় তাহা কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট্। পূর্ব্বোক্ত রূপে, শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময়-বিশেষে তদর্থ ঔষধ-বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহু কষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।" *

—[ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা ২৭৫ ও ২৭৬ পৃষ্ঠা।]

---

* এরূপ অবস্থায় যেরূপ করিয়া ইনি গ্রন্থ খানি সম্পন্ন করিয়াছেন, নিজে তাহার কিয়দংশ-মাত্র লিখিয়াছেন; বিস্তারিত লিখিতে পারেন নাই। ইঁহার ন্যূনাধিক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তাহা সবিশেষ অবগত আছেন,

কি ইয়ুরোপ, কি আসিয়া, কি আমেরিকা, কোন দেশের "কোন পণ্ডিত এরূপ মস্তিষ্ক-রোগ-প্রপীড়িত হইয়া মস্তিষ্কেরই চালনা করিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এমন কথা আমরা কোন স্থানে পাঠ করি নাই এবং কাহার নিকটে শুনি নাই। ইতিহাস-বেত্তা অন্ধ প্রেস্‌কট্ কয়েক খানি পুস্তক রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ মিল্‌টন্ অন্ধ হইয়া প্যারাডাইজ্ রিগেণ্ড কাব্য প্রণয়ন করেন। বধির ও খঞ্জ ব্যক্তিদের সুশিক্ষা-প্রাপ্তির বিষয়ও শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু পতিত বঙ্গে অক্ষয় বাবুর দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। *" চিন্তা ও রচনা করা মস্তিষ্কের কার্য্য। মস্তিষ্কের বল থাকিলে, অন্ধই বল, খঞ্জই বল, বধিরই বল,

আমরাও অনেক দিবস প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। ইনি এ বিষয়ের যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহাঁর ক্লেশের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই। যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় থাকিলে, এরূপে কার্য্য-সাধন হয়, তাহা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল। আমরা নিশ্চয় জানিয়াছি ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, দুই এক পংক্তি লেখাইতেও কষ্ট হয়। সেই জন্য তাহার কতক শব্দ শূন্য রাখিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে——এই রূপ রেখাপাত করিয়া লেখান। এমন কি, কখন কখন কোন স্থানে দুই চারিটি শব্দ বসাইতে হইলেও, এইরূপ করিয়া থাকেন। ঐ সকল শব্দ আপনা হইতেই মনে হয়। তাহা মনে হওয়াতেও কষ্ট ও লেখাইতেও কষ্ট হইয়া থাকে। তাহা ভুলিয়া যাইবার জন্য কখন কখন অন্যমনস্ক হইবার মানসে উদ্যানে বেড়াইতে থাকেন। আপনা হইতে মনোমধ্যে কোন গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হয়। যাহা অন্যের পক্ষে দুর্লভ, এমন সকল বিষয় মনে উদয় হইলে, সামান্য সামান্য সঙ্গীত মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা পান। কখন কখন পাঁচ সাতটি শব্দ মনে হইয়াছে, তাহা লিখাইতে গেলে অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া তাহার স্মরণ-সূচক দুই একটি শব্দ বা অক্ষর লেখাইয়া রাখেন, কখন কখন বা তাহাও করিতে না পারিয়া, তাহার স্মরণার্থ দ্রব্য-বিশেষ দ্বারা কোন রূপ সঙ্কেত-চিহ্ন করিয়া রাখেন।

* আর্য্যদর্শন, ১২৮৯, চৈত্র মাস।

সকলেই চিন্তার কার্য্য করিতে পারে। মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া গেলেও, অক্ষয় বাবু এরূপ প্রগাঢ়-গ্রন্থ-রচনা-কার্য্যে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাঁর মত মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া গিয়া কেহ কখন এরূপ প্রগাঢ় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে এরূপ অসাধারণ ঘটনা কখনও সংঘটিত হয় নাই। ইহার বল এতই বল ও উৎসাহের পরাক্রম এতই পরাক্রম। স্বভাব-সিদ্ধ বলবৎ অধ্যবসায়ের যৎকিঞ্চিৎ নষ্টাবশেষেও অগাধ সমুদ্র শোষণ করিতে পারে। যে মস্তক নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াও, এরূপ সতেজ রত্ন প্রসব করিতে পারে, সেটি কিরূপ মস্তক! সেটি বাঙ্গালার গৌরব! ভারতের গৌরব! ভারতের প্রধান অর্দ্ধাংশ * সেই অদ্ভুত মস্তক-সম্ভূত উজ্জ্বল রত্ন-সমূহে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে ও তদীয় গুণে গুণ-সম্পন্ন হইতেছে। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের গুণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন, "স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা!" আমরাও বলি, "স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা" যে, তাহার প্রভাবে এইরূপ অতীব শোচনীয় শারীরিক অবস্থায় ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের মত সুবিস্তৃত প্রগাঢ় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে!

"অক্ষয় বাবু এই অবস্থাতেও গভীর-চিন্তা-পূর্ণ, অতি সুশৃঙ্খলা-বিন্যস্ত যুক্তি ও তর্ক-পূর্ণ এবং অশেষ-গবেষণা-পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মৃতকল্প অবস্থায় তিনি যাদৃশ মানসিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অনেক

* আর্য্যাবর্ত্ত।

স্বাস্থ্য-সৌভাগ্য-শালী মানবের পক্ষে তাহা প্রণিধান করিয়া পাঠ করাও সহজ ব্যাপার নহে।"*

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি যে পাঁচটি সর্ব্ব-প্রধান উপাসক-সম্প্রদায় আছে, তাহাদের উল্লেখ করিয়া প্রথম ভাগে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয় ভাগে "শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য-সম্প্রদায়-সমূহের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্মধ্যে শৈব-সম্প্রদায়েরই নানাবিধ প্রকার-ভেদ সংগৃহীত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন-কাল হইতে ভারতে শিবোপাসনার প্রথা প্রচলিত আছে এবং এই প্রথা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া 'উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গুলাজ ও পূর্ব্ব-দিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ-বিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।' গ্রন্থকার প্রথমে যদিও উইল্‌-সনের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু নিজে প্রগাঢ়রূপ অনুসন্ধান করিয়া এত প্রকার অতিরিক্ত সম্প্রদায়ের ও হিন্দুধর্ম্ম-সংক্রান্ত এত বিষয় সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন যে, কেবল সেই বিবরণগুলি একত্রিত করিলেও, এক বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে।"†

অক্ষয় বাবু ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রারম্ভে একটি দীর্ঘ উপক্রমণিকা রচনা করিয়াছেন। সেই উপক্রমণিকা, প্রথম ভাগে ১০৬ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভাগে

---

† প্রবাহ, ১২৮০ সাল, কার্ত্তিক মাস।

২৮২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে। এই উপক্রমণিকাই গ্রন্থের সার ও প্রগাঢ় পদার্থ। ইয়ুরোপ, আসিয়া ও আমেরিকায় যে এক কালে এক-ভাষী, এক-জাতি ও এক-ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিলেন, এই বিষয় বহুল প্রমাণ-প্রয়োগ ও উদাহরণ-সহকারে বিবৃত করিয়া, কিরূপে ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে হিন্দুদিগের মধ্যে বৈদিক-ধর্ম্মের প্রচলন ও প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা অতি বিস্তৃতি পূর্ব্বক শত শত প্রমাণ-সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত ও চার্ব্বাক দর্শন; স্বভাববাদ, কালবাদ ও নিয়মবাদ প্রভৃতি; রামানুজ, পূর্ণপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য), প্রত্যভিজ্ঞান, শৈব, রসেশ্বর, নকুলীশপাশুপত ও আর্হত দর্শন; ভারতবর্ষীয় ও গ্রীস্-দেশীয় দর্শনের সৌসাদৃশ্য; মানব ধর্ম্মশাস্ত্র; রামায়ণ ও মহাভারত; ব্রাহ্ম, পদ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, স্কন্দ, কূর্ম্ম, বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য ও ভাগবত পুরাণ; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, রাম, পরশুরামাদি, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ অবতার; এই সকলের বিষয় বর্ণিত আছে। পরিশিষ্ট ও টিপ্পনীতেও এরূপ অনেক প্রগাঢ় বিষয় সমুদায় প্রস্তাবিত ও বিচারিত হইয়াছে। যেমন; ব্রাহ্মণের সংস্কৃত-কথন, কবিরামায়ণ, কালিদাসের সময়-নিরূপণ-পর্য্যালোচনা, পাণিনি ও শ্রমণ, যবন, শূদ্র জানশ্রুতি, গাথা, শঙ্করাচার্য্য, বেদশাস্ত্র বহু-দেবতার উপাসনা-প্রতিপাদক কি না? গ্রীস্ দেশে ভারত-বর্ষীয় চিকিৎসা, ভোট-দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত উপন্যাসের অনুবাদ, অশোকের নাম পিয়দস্সি, পৌত্তলিকতা-পরিত্যাগী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়, গয়া, যব দ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম, বাঙ্গালা-দেশীয় শিক্ষিত

শ্লোক, আত্মশাসন প্রভৃতি, নবরত্ন, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এক কালিদাসেরই বিরচিত এবং এই বিষয়ের প্রাচীন প্রবাদ, শঙ্করাচার্য্যের জন্ম-কাল ও মৃত্যু-কাল-নিরূপণ-বিষয়ক সংস্কৃত বচন ইত্যাদি। ইহাতে ইঁহার অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, সার-গ্রাহিতা, অসাধারণ মীমাংসকতা ও দূরদর্শিতা প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, এদেশীয় প্রধান প্রধান সুশিক্ষিত লোকেও, ইহাতে আপনাদের নিতান্ত অজ্ঞাত অশেষবিধ বিষয় পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইয়াছেন। এই উপক্রমণিকা-ভাগ বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের অত্যুজ্জ্বল শিরোমণি হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে যেমন প্রগাঢ় যুক্তি ও সূক্ষ্ম-দর্শিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, রচনাও সেই রূপ সরল, মধুর ও তেজস্বিনী হইয়াছে। পাঠকবর্গের তৃপ্তি-সাধন জন্য এ স্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

* তাঁহারা (আর্য্যেরা) কি শুভ দিনে ও কি শুভ ক্ষণেই সিন্ধু নদের পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তর কালে যে অত্যু-ন্নত অতিদুর্লভ গৌরব-পদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া, দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারত-ভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ-বিমিশ্রিত বিদ্যা-রাশী জলদাম্বুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটি অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ-মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলা-ক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালের ইতিহাস এক কালেই

বর্দ্ধন করিতেছে এবং জাহ্নবী-জল-পবিত্র পাটলীপুত্র ও শিপ্রা-সলিল-সুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতি বিস্তর্ণ রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারত-রাজ্যে পাতিত হয়। আরোগ্য-রূপ অমূল্য রত্নের আকর-স্বরূপ যে আয়ুঃ-প্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমান কাল স্বদেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় অসংখ্য লোকের রোগ-জীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে স্বাস্থ্য-গুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোক-সন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ-বিশেষের শক্তি-যোগে কখন কখন প্রভাববতী ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত-ক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম-প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম-নিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া, গহন ও গিরি-গুহায় আশ্রয় লইয়াছে এবং সে দিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূর-শেখর শিখ জাতির হৃদয়-চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া, অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্য-ভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হল-যন্ত্র ও অপর হস্তে রণ-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, পুত্র-কলত্র-দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন-সঙ্গে, ভারতবর্ষ প্রবেশ করিতেছেন, ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা, কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্র-শাখা-সমন্বিত সলিল-পূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি ও সেই পূজ্য-পাদ পিতৃ-পুরুষদিগের পদাম্বুজ-রজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি! আহা! আমি কি অসম্বদ্ধ অলীকবৎ প্রলাপ-বাক্য বলিতেছি! তখন আমাদের অস্তিত্ব কোথায়! আমরা তখন অনাগত-কাল-গর্ভে নিহিত ছিলাম। এই সমস্ত স্বপ্ন-কল্পিত বাসনার এই স্থলেই অব-

স্নান হওয়া ভাল।"—[ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ,—আর্য্যগণের ভারতবর্ষ-প্রবেশ।]

"মনুষ্যেরা যেরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি নৈসর্গিক বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার-ধর্ম্মাদি-বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব অবলোকিত হয়। তুষার-মণ্ডিত হিমালয়, গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্ত-চমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্ন-সম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্‌দাহকারী দাব-দাহ, বসুমতীর তেজঃ-প্রকাশিনী সুচঞ্চল-শিখা-নিঃসারিণী লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতি সহস্র জনের সন্তাপ-নাশক বিস্তৃত-শাখা-প্রসারক বিশাল বট বৃক্ষ, শ্বাপদ-নাদে নিনাদিত বিবিধ-বিভীষিকা-সংযুক্ত জন-শূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার-তরঙ্গ-বিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্জাবাত, ঘোরতর শিলা-বৃষ্টি, জীবিতাশা-সংহারক হৃৎকম্প-কারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়-শঙ্কা-সমুদ্ভাবক ভীতি-জনক ভূমিকম্প, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্ন, মনঃ-প্রফুল্ল-করী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য-তারকা-মণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগন-মণ্ডল ইত্যাদি ভারত-ভূমি সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দু-জাতীয়দিগের অন্তঃ-করণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া, ফলাপেক্ষায় তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন। তাঁহারা তখন ঐ সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আপনাদের অর্থাৎ মানব-জাতির প্রকৃতিই বুঝিতেন এবং তদ্দৃষ্টে ঐ সমস্ত জড়ময় বস্তুরও মনুষ্যাদির ন্যায় হস্ত-পদাদি অবয়ব এবং ক্ষুৎপিপাসা ও কাম-ক্রোধাদি মনোবৃত্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া, বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যেরা কোন আদিম কালাবধি আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ঐরূপ মানব-ধর্ম্মাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাবধি ঐরূপ করিতেছেন এবং হয়তো চির-কালই ঐরূপ করিতে থাকিবেন। যে সমস্ত জ্ঞানাভিমানী ইদানীন্তন

ব্যক্তিরা এখন অপরিজ্ঞাত বিশ্ব-কারণের কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আর স্বীকার করেন না, তাঁহারাও মানব-মনের স্নেহ, মায়া, ক্ষমা, প্রণয়াদি কতক গুলি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনন্ত-গুণিত করিয়া, ঈশ্বর-স্বরূপে সমারোপণ করেন। এইরূপ মানবত্ব-সমারোপণ-রীতি তাঁহাদের এমন অস্থি-গত হইয়া গিয়াছে যে, বিচার-ধারে বিখণ্ডিত হইয়া গেলেও, তাঁহারা উহার বিমোহিনী মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রাচীন আর্য্যেরা এই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, বিশ্বাস করিতেন, লিখিতপূর্ব্ব দেবতাগণ নর-জাতির ন্যায় ইচ্ছানুগত হইয়া, ইতস্ততঃ গমনাগমন করেন, ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ন-জল গ্রহণ করেন, ক্রোধ-হিংসার পরবশ হইয়া, শক্রদল সংহার করেন, প্রবৃত্তি-বিশেষের বশীভূত হইয়া দারপরিগ্রহ পুরঃসর গৃহধর্ম্ম পরিপালন করেন, এবং এই বিশ্ব ব্যাপার অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী থাকিলেও, তাঁহারা দয়া-দাক্ষিণ্যের অনুসারী হইয়া, ভক্ত জনের মনোরথ পূর্ণ করেন।" – [ঐ পুস্তক, – আর্য্যগণের পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস।]

মণি মুক্তাদি ওজস্বী, কিন্তু মধুর নয়। শাল-সেগুণ সার-বান্, কিন্তু রসবান্ নয়। সমুদ্রের জল বহু উপকারী, কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু অক্ষয় বাবুর রচনায় ওজস্বিতা, মধুরতা, সারবত্তা, রসবত্তা, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণ একত্র মিলিত হইয়া, একরূপ চমৎকারময় অপূর্ব্ব পদার্থ উদ্ভাবন করে। রচনার ওজস্বিতাগুণে "প্রস্তাবিত বিষয় সমুদায় সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বোধ হইতে থাকে *।" ইনি কি

---

* অক্ষয় বাবু "পাখী সব করে রব ইত্যাদি" কবিতার দোষ-গুণ-বিচার-স্থলে নিজে এই বাক্যটি প্রয়োগ করেন। বাঙ্গলা ভাষায় রচনার গুণ-বর্ণনা-স্থলে সেই ইহার প্রথম প্রয়োগ। এই জন্য ইহা উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিয়া লিখিলাম।

শুভ ক্ষণেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন! নিতান্ত শারীরিক শোচনীয় অবস্থায় বিরচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইতে না হইতেই, রচনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, গুরুতর কার্য্য-বিশেষ-সংসাধন ও অপরাপর হিতকর প্রয়োজন উদ্দেশে সেই গ্রন্থের নানা স্থল নানা পত্রিকায় ও গ্রন্থে উদ্ধৃত হইতে লাগিল। ইহাতে আমিও কিছু উদ্ধৃত না করিয়া, কিরূপে নিরস্ত থাকিতে পারি? সেই গ্রন্থ হইতে যাহা কিছু সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে যথার্থই রচনা-শক্তির পরাকাষ্ঠার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইনি প্রসঙ্গা-ধীন রামমোহন রায়ের কথা উপস্থিত করিয়া, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের ২য় ভাগের উপক্রমণিকার ৩৩ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে বাক্যগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা ১৮০০ শকের ৭ই মাঘে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠ করেন। তিনি "উত্থিত হইয়া কহিলেন, অক্ষয় বাবুর রচনা পাঠ করিতে, আজ আমার হর্ষ ও দুঃখ, যুগপৎ উত্থিত হইতেছে। হর্ষের কারণ এই যে, যিনি প্রথমা-বস্থায় নিজের জ্ঞান ও ধর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যায় শরীর ও মন অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই অক্ষয় বাবুর রচনা পাঠ করা, আমি গৌরবের বিষয় জ্ঞান করি। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি অসুস্থ শরীরে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ সেবা করিয়াছেন, আমরা এরূপ সবল ও সুস্থ হইয়াও, তাহা পারিলাম না।" * যে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০০ শক, চৈত্র।

প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, উক্ত সভাস্থ শ্রোতৃগণের ভক্তি শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত ও অশ্রু-জল অনিবার্য্য হইয়া পড়ে *, সেই সর্ব্ব-জনাদৃত প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তিনি (রাজা রামমোহন রায়) কোন্ কালে কিরূপ বিজ্ঞানোৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ভাবিলে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়, এবং যখন হিন্দু-সমাজে ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের নামোচ্চারণ-মাত্রও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ, এই দেশে সেই অন্ধকারময় সময়ে বিজ্ঞান-বিষয়ে এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ-প্রকাশ আশ্চর্য্যের বিষয়। † ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধি-জ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া, এত দূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎ-সহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয়, জঙ্গলময় পঙ্কিল-ভূমি-পরিবেষ্টিত একটি আগ্নেয় আগ্নেয় গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য-পবিত্র প্রচুর জ্বালাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণ-বাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তুরবী-ধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া, এই অযোগ্য দেশেও জয়-সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও

---

* সমালোচক, ১২৮৫ সাল, ১২ ই মাঘ।

† "এখন তো বিদ্যালোক-প্রকাশে সেই তিমির-রাশির কিয়দংশে ছেদ-ভেদ হইয়াছে, তথাপি এখনও তাঁহার সাম্প্রদায়িক লোক বলিয়া পরিচিত কয়েক ব্যক্তি, আমার সমক্ষে বিলজ্জভাবে ও মুক্তকণ্ঠে বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। ধিক্! ধিক্! শত বার ধিক্!"

স্বদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার-সংহার-উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে রণ-দুর্দ্দম বীর পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া, নিঃসংশয়ে সম্যক্রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমি-খণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া, তোমার জয়-ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দু-জাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকেও * পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার-মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না; নিয়ত এক ভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।

"The promotion of human welfare and especially the improvement of his own countrymen, was the habit of his life

—[*Rev. Carpenter.*]

"An ardent well-wisher to the cause of freedom and improvement everywhere." †

"এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিয়া, জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্র-সমূহ উত্তরণ পূর্ব্বক বৃটিস্ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, নানাবিষয়ে রাজ-শাসন-প্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার

---

* প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-ব্যবস্থাপকদিগকে।

† Miss, Lucy Atkin's letter to Dr, Channing.

সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণ-গ্রাম-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যান। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, এক বার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সংবলিত এরূপ একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ বা নিউটন্ ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্ম-গ্রহণ, অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল, বোধ হয় না।

"Strange is it that such a man should have been given by India to the world. * * * * Strange is it—but he was not of India, so much as for India".

—[*Rev. W. J. Fox's Sermon.*]

"Such an instance is probably unparalleled in the history of the world."—[*Mary Carpenter.*]

"সহমরণ-নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের পদোন্নতি-সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। না জানি, কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি-সংস্থাপন-উদ্দেশে অর্দ্ধ-ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে* কৃত-সংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূর-স্থিত ভূখণ্ড-বাসী সুপ্রতিষ্ঠ সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক, তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিলেন। মনে মনে কতই শুভ সংকল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়া-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না।—বৃষ্টল্! বৃষ্টল্†! তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ

---

* আমেরিকা গমন করিতে।

† ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃষ্টল্ নামক স্থানে রামমোহন রায়ের মৃত্যু ও সমাধি হয়।

ফল-রাশি উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোক-সামান্য বৃক্ষ-মূলে সাঙ্ঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ!

"সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে। সেই দিন ভারত-রাজ্যের কল্যাণ-শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে! এদেশীয় নব্য-সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া, রণজিৎ-শূন্য শিখ-সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ! দুঃখজীবী কৃষিজীবিগণ! যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও, নিজে সচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রু নয়নে অত্যপকৃষ্ট-তণ্ডুল-গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি ঐ দুঃসহ দুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া, তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন এবং তজ্জন্য বৃটিস্ রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া, বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন *, সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়-ভূমির আশ্রয়-লাভে চির-দিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ! ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখ-বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান সংকল্প ছিল এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার স্মরণ হইলে, শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও, তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা † ও তন্নিবন্ধন স্বজন-বর্গের শোক-সন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রু-বারি সমস্তই নিবারণ পূর্ব্বক ভারত-মণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান, সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা হইয়াছ! বিবিধ-পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারতভূমি! যে আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ, সেই দিন তোমার

---

* Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the affairs of the East India Company, published in 1831.

† সহমরণ-প্রথা।

সেই আশা-বল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে।।”—[ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ,—রাজা রামমোহন রায়ের গুণ-কীর্ত্তন।]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঐ সময়ের সম্পাদক অতি যথার্থই বলিয়াছেন, “বয়ঃ-আধিক্য ও পীড়া নিবন্ধন অক্ষয় বাবুর লেখনীর তেজস্বিতা কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই, তাহা এই প্রবন্ধ সম্যক্ প্রকাশ করিতেছে।” * নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাব-সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে কি না, পাঠকগণ দেখুন,

“কি আশ্চর্য্য! এই অবসন্ন-প্রায় নিস্তেজ হিন্দু জাতি কি এতই বীর্য্যবান্ ও এতই তেজীয়ান্ ছিল যে, অশ্বমেধ, রাজসূয়, ব্রহ্মোৎসব, সর্পসত্র, স্বয়ংবর, লক্ষ্যভেদ, ধনুর্ভঙ্গপণ এই শব্দ গুলি পরমার্থ-বোধক ও সামাজিক-ব্যবহার-প্রতিপাদক হইলেও, তাহাতে কেবল বল-বিক্রম ও শৌর্য্য-বীর্য্যই প্রকাশ করিতেছে। ফলতঃ রামায়ণের সমধিক ভাগ রণ-প্রতিজ্ঞা, রণোদ্যোগ, রণোৎসাহ ও রণ-ক্রিয়ার বিবরণেই পরিপূর্ণ বলিলে, অসঙ্গত হয় না। একটি ভয়ানক যুদ্ধ-বর্ণনই সমগ্র মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য। বালি দ্বীপে ঐ গ্রন্থ ভারতযুধ্ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মূর্ত্তিমান্ বীর্য্য-স্বরূপ চির-প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র চির-দিনের নিমিত্ত হিন্দু জাতির পরম পবিত্র মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। উহাতে কত বীর-দম্ভ ও কিরূপ শূর-কীর্ত্তি প্রকাশিত হয়, কে জানে? ঐ নামটি উচ্চারণ-মাত্র বল, বীর্য্য, বিক্রমাদিকে মস্তকে করিয়া উৎসাহ-তরঙ্গ উল্লম্ফন করিতে থাকে। ভীম ও অর্জ্জুন, ভীষ্ম ও কর্ণ, কৃপ ও দ্রোণ, রাম ও পরশুরাম এই তেজোময় শব্দ গুলিতে সে সময়ের কি অপূর্ব্ব প্রভাব ও অপূর্ব্ব সৌরভই প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাদের নামোচ্চারণ-মাত্র শরীরের শিরা সমুদয় চঞ্চল হয়, শোণিত-প্রবাহ প্রবল হইয়া উঠে, নয়ন-যুগল অরুণ-প্রভা প্রকাশ করে, গাত্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় এবং চির-নির্ব্বাণ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় উৎসাহানল

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০০ শক, চৈত্র।

প্রধাবিত হইতে থাকে। আমাদেরও কত মেরাথন্ ও কত থর্মপলির * নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কে জানে? কত লিওনাইডস্ † ও কত কোড্রস্ ‡ এই বীর-ভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে? একটি হিরোডোটসের অসদ্ভাবে সে সমস্ত বীর-কীর্ত্তি হয় তো একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

"There is not a petty state in Rájasthán that has not had its Thermopolæ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas; but the mantle of ages has shrouded from veiw what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration; Somnáth might have rivalled Delphos; the spoils of Hind might have vied with the wealth of the Lybian king; and compared with the array of the Pandus, the array of Xerxes would have dwindled into insignificance. But the Hindus either never had or have unfortunately lost their Herodotus and Xenophon" —[*Tod's Rájasthán, Vol. I. Introduction.*]

"এক কালে বীর-কেশরী গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দের বীরত্ব ও রণ-পাণ্ডিত্য-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে যেরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে যেরূপ দীর্ঘকায়, পরাক্রমশালী ও রণ-পণ্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এখন তাহা কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় ও উপাখ্যানের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। সে আকার নাই, প্রকার নাই, বীর্য্য নাই ও আত্ম-রক্ষারও

---

* গ্রীকেরা পারসীকদের সহিত সংগ্রাম-কালে এই দুই স্থানে অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রকাশ করেন।

† লিওনাইডস্ নামক গ্রীক্ বীর পারসীকদের সহিত যুদ্ধ-উপলক্ষে রণক্ষেত্রে অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত বীরত্ব ও অসামান্য দেশ-হিতৈষিতা প্রদর্শন করেন।

‡ কোড্রস্ নামে গ্রীক্ রাজা স্বদেশের স্বাধীনত্ব-সুখ-রক্ষণার্থ স্বেচ্ছানুসারে কৌশল-ক্রমে প্রাণত্যাগ করেন।

ক্ষমতা নাই। ভারতভূমি! তোমার মহিমা-সূর্য্য একবারেই অস্ত গিয়াছে। তোমার কীর্ত্তি-চন্দ্র আর সঞ্চরণ করে না। কেবল তোমার ভুবন-বিখ্যাত বহু-মূল্য দৃশ্যমান কোহিনুরই অন্তরিত হইয়াছে, এমন নয়, তাহার বহু পূর্ব্বে চির-সঞ্চিত অমূল্য অন্তরস্থ কোহিনুর * একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ কায় এখন অতি ক্ষীণ হ্রস্ব কায়ে পরিণত হইয়াছে। কোথায় সিংহ-শার্দ্দূলের ভয়াবহ গর্জ্জন-ধ্বনি, আর কোথায় ঝিল্লীগণের মৃদু-মন্দ আর্ত্ত-স্বর। কোথায় বীরগণের বীর-দর্প ও স্পর্দ্ধা-সহকৃত সাহঙ্কার হুঙ্কার-ধ্বনি, আর কোথায় দীন হীন আশ্রিত জনের কৃতাঞ্জলিপুটে কৃপা-প্রার্থনা! সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! এক কালের সিংহ-শার্দ্দূল-প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশ-মূষিক-প্রসবিনী হইয়া, কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন। তদীয় পূর্ব্ব-প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ শিখা ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে! তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অগ্নিময়; ভবিষ্যৎ গাঢ়তর ধূমে আচ্ছন্ন।

"বৃদ্ধ-কায় ভারতভূমি আর অধর্ম্মের ভার বহন করিয়া, কুপোষ্য-পোষণ করিতে সমর্থ হন না। ভীম-জননী ও অর্জ্জুন-মাতা আর কাহার মুখাবলোকন করিয়া আশা-পথ অবলম্বন করিবেন? গগন-স্পর্শিবৎ হিমালয় ও আর্য্যাবর্ত্তের বপ্র-বিশেষ বিন্ধ্যাচল যাহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশে এখন এই অধম পামর-স্বরূপ আমরাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের শোণিত-কণা হিন্দু জাতির রক্ত-শিরা হইতে একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তদীয় চিতা-ভস্ম-কণাও বিদ্যমান নাই। সে সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবে না! তাহার কিছু কিছু কেবল ভারত-কথায় পরিণত হইয়াছে ও প্রকৃতি-পঞ্জ-মাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে। অস্ত্র-শিক্ষা ও অস্ত্র-পরীক্ষা যে জাতির বালক-সমূহের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা

* জ্যোতিষ্পর্ব্বত অর্থাৎ তেজোরাশি।

সকলেরই উৎসাহ-স্থল ছিল এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-ক্রিয়া ও সামাজিক ব্যবহার বল-বিক্রম, তেজস্বিতা ও রণোৎসাহেরই পারিচায়ক ছিল, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যে জাতীয় লোকের সমগ্র তৃতীয়াংশ যুদ্ধ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত, যুদ্ধামোদে আমোদিত ও যুদ্ধ-মদে উন্মত্ত ছিল, যাহারা যুদ্ধে বিমুখ ও যুদ্ধ-স্থলে ভয় প্রাপ্ত হইলে, ক্ষত্রিয়-কুল-বহিভূর্ত কুলাঙ্গার বলিয়া ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হইত, ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ-লাভ হইবে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করিত এবং সুসভ্য বিদেশীয় বীর পুরুষেরা যাহাদিগকে মহাপরাক্রমশালী প্রধান যোদ্ধা বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যাহারা অভূতপূর্ব্ব প্রভূত শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রম-প্রভাবে তুষার-মণ্ডিত হিমালয় অবধি সমুদ্র-সলিল-সুস্নিগ্ধ কন্যা-কুমারী ও সাগর-পার-স্থিত দ্বীপ-দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত আপনাদের জয়-পতাকা ও ধর্ম্ম-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া অতুল কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং বলবৎ নদী-প্রবাহের পুরঃস্থিত তৃণ-পুঞ্জ-সদৃশ আদিম নিবাসীদিগকে নির্ভয়ে ও নৃশংস-ভাবে গহন ও গিরি-গুহায় তাড়িত করিয়া যার পর নাই রণ-প্রতাপ ও জিগীষা-প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছে, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! তদীয় পূর্ব্ব-প্রভাব ও পূর্ব্ব-মহিমার ভগ্নাবশেষও বিদ্যমান নাই। সমস্ত বাষ্পীভূত হইয়া গিয়াছে। কোথায় সে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ? কোথায় বা সে মথুরা ও উত্তরকোশলা? কোথায় বা সে উজ্জয়িনী ও পাটলীপুত্র? নাম আছে, কিন্তু পদার্থ নাই। অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই। দেহ আছে, তাহাতে জীবন নাই। সাকারবাদীর অশ্বত্থ-মূল-বিদ্ধ কবাট-শূন্য জরা-জীর্ণ দেব-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে দেববিগ্রহ বিরাজমান নাই। জয়শ্রী ও রাজশ্রী দেবী একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।—মামুদ্ শা ও সবক্তিজীন্! তোমরা ঐরাবতের পদে লৌহ-শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়াছ। তাহার আর মোচন হইল না; বোধ হয়, হইবেও না। মোগল্ ও পাঠান-কুল! দুর্দ্ধর্ষ যবন-কুল! তোমরা ক্রমাগতই তদীয় কঠিন বন্ধনের উপর কঠিনতর বন্ধন সংঘটন করাইয়াছ। তাহার আর পদ-চারণ ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের সামর্থ্য নাই। তোমরা তাহাকে পরবশতারূপ কঠিন কারাগৃহে চিরকালের মত রুদ্ধ করিয়া ফেলি-

য়াছ। এস্থলে পরবশ কি ভয়ানক শব্দ! হিন্দুদের নরক, খৃষ্টীয়দের হেল ও মোসল্‌মানদের জাহান্নম্‌ও বুঝি সেরূপ ভয়ানক নয়! নর-কুলের কাল-স্বরূপ জঙ্গিজ, তৈমুর ও নাদির্‌ শার ভীষণ নামও সেরূপ ভীষণতর ভাব ধারণ করিতে পারে না! যে দিন তোমরা তাহাকে * স্পর্শ করিয়াছ, সেই দিন তাহার স্বাধীনতা-সুখের মৃত্যু-দিবস।—জননী ভারত-ভূমি! সেই দিন তোমার চির দিনের মত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। সেই দিন তোমার চির-সঞ্চিত সুপ্রসন্ন ভাগ্য-জ্যোতিঃ ঘোরান্ধকারে পরিণত হইল। সেই দিন আমাদের ভারত-গৃহে অসীম-কাল-ব্যাপী মৃতাশৌচের ক্রন্দন-কোলাহল উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তোমার অবিশ্রান্ত অশ্রু-বর্ষণ আর নিরস্ত হইল না! কত শিলা-পাত, ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত-প্রভাবে † সুমহান্‌ আশা-বৃক্ষ একেবারে উন্মূলিত ও বিনষ্ট হইয়া আকাশ-পথে উড্ডীয়মান ও অন্তর্হিত হইয়া গেল। জননি! এখন অভিষেক-বারির পরিবর্ত্তে কেবল অশ্রু-জলে তোমার চরণ-যুগল অভিষিক্ত করিতেছি!—একি!—জাগ্রত্‌-স্বপ্ন! প্রবল চিন্তা-বেগে মনের ভাবকে মূর্ত্তিমান্‌ করিয়া তোলে। সম্মুখে যেন একটি মহীয়সী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ-গোচর হইল। বিদ্যুতের ন্যায় নিমেষ-মাত্রে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া গেল। মূর্ত্তিখানি পরম পবিত্র, কিন্তু শোক-দুঃখে সমাকীর্ণ হইয়া অতিমাত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে। মলিন বদন, সজল নয়ন, দুই চক্ষে শত ধারা বহিতেছে, চক্ষের জল বক্ষঃস্থলে আসিয়া শ্রম-ক্লেশ-জনিত স্বেদ-ধারায় মিলিতেছে। যেন কতই দুঃখ ও কতই মনস্তাপ ঘটিয়াছে, মুখে বাক্য স্ফুরিতেছে না। যেন উপস্থিত বিপদ-চিন্তায় ও উত্তর-কালীন অশুভ-আশঙ্কায় মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ ও ললাট-দেশ কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন রাজ-রাজেশ্বরী রাজ-মহিষী ভাগ্য-দোষে রাজ্য-চ্যুত হইয়া কুপোষ্যবর্গের প্রতিপালনার্থ পর-পরিচর্য্যা অবলম্বন করিয়াছেন। দেখিয়া কোন দৃশ্য-মান উৎকট পীড়ায় পীড়িত বোধ হয় না। কিন্তু যেন কোন অন্তর্ভূত

---

* ভারতবর্ষকে।

† তৈমুর, নাদির্‌ শা প্রভৃতির ভয়ঙ্কর উপদ্রব স্মরণ কর।

ক্ষয়কর রোগে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া আনিতেছে।—কি দুঃসহ দর্শনই সংঘটিত হইল!—চক্ষের জল বক্ষঃস্থলের স্বেদ-ধারায় আসিয়া মিলিতেছে!—ভারত-ভূমির এমনই শ্রম-ক্লেশই ঘটিয়াছে বটে!—এক সময়ের রাজ-সিংহাসন-বিলাসিনী এখন দেশ-কাল-বিরুদ্ধ নিয়মাবলির বশবর্ত্তিনী হইয়া শরীর-পাত করিতেছেন, তথাচ রাজ-ভক্তি-গুণে মুখ-ব্যাদান করেন না; নিরন্তরই ভয় ও ভাবনায় কাতর হইয়া আপনার অশ্রু-জলে আপনিই প্লাবিত হইতেছেন।—ইংলণ্ড্! ইংলণ্ড্! তুমি অক্লেশে দুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহুদূর-স্থিত লক্ষ্য অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ। জগজ্জনের চির-বাঞ্ছিত সম্পত্তি সুকৌশলে করস্থ করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য-সাধন ও অঘটন-সংঘটন করিয়া বিশ্ব-জনের নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়াছ। সমগ্র ভারতভূমিকে একচ্ছত্রা করিয়া ভারতবর্ষীয় কবীন্দ্রগণের মনঃকল্পনা সফল করিয়াছ এবং বাল্মীকি, কালিদাস, কণাদ ও আর্য্যভট্টের স্বজাতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়া নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উন্নত করিয়াছ। আমরা মন্ত্রণা-বলে তোমাকে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রীত মনে তোমারে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমার বশতাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। এক বার ভাবিয়া দেখ, কত কোটি লোকের সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভদ্রাভদ্র, মানাপমান ও এমন কি, জীবন-মরণও তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল-ক্ষয়, আয়ুঃ-ক্ষয় ও ধর্ম্ম-ক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ, কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ, অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফল-পুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, বাণিজ্য-বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ-দোষাকর দুর্মূল্যতা-দোষ ও তৎ-সহকৃত অধর্ম্ম-বংশের বৃদ্ধি করিতেছ। এবং সভ্যতা-সুখের পরিচায়ক সুখ-সামগ্রী সকলের সংঘটন করিতে গিয়া ভোগাভিলাষ প্রদীপন পূর্ব্বক পাপের স্রোত প্রবল করিতেছ। ভারত-রাজ্যের আচার-ব্যবহার কলঙ্কময় ফল-পুঞ্জে তোমার রাজমুকুট-বিরাজিত উজ্জ্বল

হীরক-খণ্ড সমুদায়কে গাঢ়তর কলুষ-কালিমায় প্রকৃত অঙ্গার-খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রজারা স্বচ্ছন্দে নাই। প্রায় যাবৎ জাগ্রৎ-কাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিনপাত করা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবন-ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও শুনিতে পাই, প্রায় সকলেই রুগ্ন, সকলেই বিব্রত এবং সকলেই নানা চিন্তায় চিন্তাকুল। একটু আরাম নাই, আরাম নাই, আরাম নাই। দুর্মূল্যতা-দোষে অনেকেই উচিত-মত ও আবশ্যক-মত আহার-সামগ্রী প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে, ধর্ম্ম-চিন্তা, ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা যেন একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। নর-কুলের নিতান্ত আবশ্যক নিয়মিত ধর্ম্ম আলোচনা ও ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণের তো সম্পর্কই নাই। বিদ্যালয়ে অধর্ম্মের সঞ্চার, লোকালয়ে তাহার সুপ্রকাশ ও বহু-বিস্তার এবং বিচারালয়ে তাহার পরীক্ষা ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্ব্বিনীত বাল্য-কালের পাপ যৌবনে পরিপক্ক হয় এবং সঙ্গের সঙ্গী হইয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কেবল বিদ্যালয়ের কথা কেন? তাহার বাহিরেই বা কি?—ততোধিক *। ইতর লোকের কুব্যবহারে ভদ্র

* ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। ইহার পূর্ব্বে আট বৎসরের প্রত্যেক বৎসর যত লোকের কারা-প্রবেশ ও হাজত্ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

খৃষ্টাব্দ	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩	১৮৭৪	১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭	১৮৭৮
লোকসংখ্যা	৫৭৯২৬	৬৭৮৯১	৬৮৮৩২	৮২২০৭	৭৩৫৮৫	৭৫২২১	৬৮৭৫০	৭৮৫৪

—[Administration Report on the Jails of Bengal for 1871—1878.]

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সাতান্ন হাজার নয় শত ছাব্বিশ এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আটাত্তর হাজার পঁয়তাল্লিশ ব্যক্তিকে রুদ্ধ করা হয়, যে সমস্ত দোষের সুকঠিন রাজদণ্ড নিরূপিত আছে, তাহারও পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে দেখ। যে সমুদায় দোষের সেইরূপ রাজ-দণ্ডের ব্যবস্থা নাই, তাহার তো বন্যা আসিয়াছে! সেই পাপময় বন্যায় বাঙ্গলা দেশ প্লাবিত হইয়া গেল!

ঝোঁকে অস্থির হইতেছে। পল্লী-মধ্যেই প্রবিষ্ট হই, বা রাজপথেই ভ্রমণ করি, প্রায়ই স্বার্থ-সূচক, বিরোধ-বোধক ও ব্যসন-বিজ্ঞাপক বই অন্য শব্দ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে না। যাবতীয় জাগ্রৎ-কাল পয়সা টাকা, দর দাম, আকাল আক্রা, দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষী সাবুদ উকিল কৌন্সিলি, কোর্ট মোকদ্দমা, জাল জালিয়াত এই সমস্ত অভি-চার-মন্ত্রাদি জপ ও পুরশ্চরণ করাই কি মানব-কুলের পরম পুরুষার্থ হইল? ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্মোপদেশ-গ্রহণের অবসর ও অভিলাষ উভয়ই অন্তর্হিত হইতেছে। এই সমুদায় প্রত্যক্ষভূত বাস্তবিক ব্যাপার। ইহার অন্যথা হইবার বিষয় নাই। যে সুসভ্য বা সভ্যতাভিমানী রাজার রাজ্যতন্ত্রে মানবীয় মনের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হয়, সে রাজারও কলঙ্ক, সে রাজ্যেরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও কলঙ্ক।—দেখিতে দেখিতে কি পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া উঠিল। সে বিষয়ের পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা ও প্রদর্শন করা আমার এ নিস্তেজ মনের কার্য্য নয়। তাহা করিতে হইলে, সুদীর্ঘ-কায় সতেজ জনসমাজের পরিবর্ত্তে মানব-নামের অযোগ্য একটি রোগ-জীর্ণ বামন-সমাজের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ ও তদীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম-সম্ভাবনা কীর্ত্তন করিতে হয়; সুস্-ল্যতা-সুখে সুখী সচ্ছন্দ-চিত্ত, প্রশান্ত লোকের শান্তভাব-প্রকাশের পরিবর্ত্তে দুর্ম্মূল্যতারূপ অগ্নি-শিখায় চির-দগ্ধ, রাজকীয় কর-পুঞ্জ-ভারে ভারাক্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির প্রজা-মণ্ডলের হাহাকার-ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হয়; গুণগ্রাহী, গুণোৎসাহী, গুণাশ্রয়, আত্ম-পর-হিতৈষী, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ, দানশীল পূর্ব্বতন ধনি-সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে আহার্য্য-শোভানু-রক্ত, বিলাস-প্রিয়, স্বকীয় স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি-বিনাশক অন্য এক রূপ লঘু-চেতা ধনি-সম্প্রদায়ের জীবন-বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিতে হয়; নদী-তরঙ্গে নিমজ্জ্যমান তরী-সমূহের ন্যায় সুরা-নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে প্লবমান ও মজ্জ্যমান লক্ষ লক্ষ সুরাসক্ত লোকের অঙ্গভঙ্গী, মুখ-বৈকল্য এবং শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক নিতান্ত অধঃপাতের চিত্র-পট প্রস্তুত করিতে হয়; অস্থি, পঞ্জর ও চিতা-ভস্ম দ্বারা বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ-পীড়ায় প্রপীড়িত, উৎকল-দেশাদি-সমন্বিত, বর্ত্তমান ভারত-রাজ্যের

অত্যুন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হয়; এবং ঝারিভর-সমাক্রান্ত অশ্বত্থ-মূল-বিদ্ধ, বন্য-তৃণাদি-সমাকীর্ণ, বিষাদ-চ্ছায়ায় সমাবৃত, পরিত্যক্ত গৃহসমূহের ভগ্নভাব-দর্শনে শোক-মুগ্ধ ও বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার রবে নিরন্তর মাতম্ * করিতে হয়। এ সমুদায়ই মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুরবস্থার পরিচায়ক। আহার্য্য-শোভা ও বাহ্য আড়ম্বরে কি ইহার প্রতিকার হইতে পারে? স্বাস্থ্য-নাশ ও ধর্ম্ম-নাশের কি প্রতিশোধ আছে? উভয়ের কি ভীষণ পরিণাম! কি ভীষণ পরিণাম! যাহা হউক, ইংলণ্ড্! তোমার দয়া-প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা কৃপা-পাত্র; আমা-দিগকে কৃপা-দৃষ্টে দৃষ্টি কর, এই প্রার্থনা। আমাদের রীতিমত রোদন-স্বর নির্গত করিবারও সামর্থ্য নাই। তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বেদনা সমুদায় নিরূপণ ও নিবারণ কর। তুমি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় নও, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তোমার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় রাজপথ, বাষ্পীয়রথ, অপূর্ব্ব সেতু ইত্যাদি কত বস্তু ও কত ব্যাপার সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু আমাদের সন্নিপাতের তৃষ্ণা প্রদোষ-কালের কিছু পূর্ব্বে কোন বিহঙ্গম সূর্য্যাভিমুখে বৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে গান করিতেছিল শুনিয়া ভাবসিন্ধু ফরাশী গ্রন্থকার মিশ্‌লে ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি কবীন্দ্র গেটীর মৃত্যু-কালীন একটি কথা † স্মরণ পূর্ব্বক মানব-কুলের অজ্ঞান-বিমোচন-প্রার্থনায় বলিয়া উঠেন, "জ্যোতিঃ! জগদীশ! আরও জ্যোতিঃ!" ‡ সেইরূপ, ইংলণ্ড্! আমারাও ঘোর রজনী সন্মুখীন দেখিয়া আরও দয়া, আরও দয়া বলিয়া তোমার চরণ-সন্নিধানে রোদন করিতেছি।

---

* শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করাকে মাতম্ বলে। মোসল্‌মানেরা মহরমের সময়ে মাতম্ করিয়া থাকে।

† গেটী মুমূর্ষাবস্থায় সর্ব্বশেষে "জ্যোতিঃ! আরও জ্যোতি।" এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

‡ The People by J. Michelet, 1846, P. 46.

"এক কালে যিনি অপর্য্যাপ্ত অন্ন-বস্ত্র ও নানাবিধ বিলাস-দ্রব্য বিতরণ করিয়া কত কত নর-কুলের রক্ষণ, পরিপালন ও সুখ-সাধন করিয়াছেন; যিনি জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিস্তার ও আরোগ্য-ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, বিদেশীয় লোকের অজ্ঞান বিমোচন ও রোগ, মৃত্যু ও তন্নিবন্ধন অশেষবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছেন; যাঁহার সমীপে, হিতোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সভ্য ও অসভ্য কত কত নর-জাতি আপনাদিগকে বিশুদ্ধ ও চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছে; যাঁহার যশঃ-সৌরভে বিমুগ্ধ হইয়া ও তদর্থ যাঁহার উদ্দেশে অগাধ সিন্ধু সন্তরণ করিয়া সুসভ্য জাতীয়েরা অর্দ্ধ ভূমণ্ডলের আবিষ্ক্রিয়া ও তদীয় অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; এবং ইংলণ্ড্! তুমি ও তোমার সহোদরাগণে বহুকালাবধি যাঁহার অনুগ্রহ প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন ছিলে, এই সেই এককালের রাজমহিষী মহীয়সী ভারতভূমি এখন নিতান্ত দীন ভাবে তোমার শরণাগত ও চরণাবনত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। এখন, ইংলণ্ড্! তোমার উচিত কর্ম্ম তুমি কর। বিজ্ঞান-বিশোধিত দয়া প্রকাশ কর, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা কর, রাজভাবকে এক পার্শ্বে রাখিয়া প্রজাগণের প্রতি মাতৃ-ভাব প্রদর্শন কর, এবং যদি সম্ভব হয়, অবসন্ন-প্রায় ভারত-ভূমিকে রক্ষা করিয়া তাহার অশ্রু-জল বিমোচন কর।"—[ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ,—ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা।]

এই বিষয় পাঠ করিতে করিতে, অন্তঃকরণ চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া, এক অবিদিতপূর্ব্ব সুখ-স্বর্গে আরোহণ করে এবং গ্রন্থকার মহোদয় স্বদেশীয় ভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর সিংহাসনে অধিরূঢ় করাইতেছেন, এইরূপ প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই সকল অংশ প্রথম আবৃত্তি করিবার সময়ে মনে হইতে লাগিল, কে

আর এখন আমাদের ভাষাকে অবনির কোন ভাষা অপেক্ষা হীনবল ও হীনবীর্য্য বলিতে পারে? এখন ইহা অক্ষয়-তেজে তেজস্বিনী ও অক্ষয়-যশে যশস্বিনী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে! ইহার মুকুটচ্ছটার প্রতিভা পড়িয়া আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইতেছে!

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অক্ষয় বাবু লেখেন—"ভাল, ভারতবর্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় প্রতিরূপাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বেণ্টিঙ্ক্ মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার এক খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম!"

দত্তজ মহোদয়ের উল্লিখিতরূপ উত্তেজনা-প্রভাবে উক্ত মহাত্মার এক খানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং আর এক খানি প্রকাশিত হইবার চেষ্টা হইতেছে, ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রতিমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। বহু দিন ব্যাপিয়া সে বিষয়ের অনুশীলন ও কল্পনা হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ অক্ষয় বাবুকে লিখিয়া পাঠান, "এ বিষয়ের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের একটি সভা হইয়া রাম-মোহন রায়ের পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইবে।" এতদ্ভিন্ন অনেকানেক উৎসাহী ব্যক্তি অক্ষয় বাবুর বাটিতে আগমন পূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে ইহাঁকে বলিয়া যান, "রাম-মোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি আপনার অভিপ্রায়ানুসারে বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকেই প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সঙ্কল্প।" কিছু দিন পরে ব্রাহ্মসমাজে এ বিষয়ের অনুষ্ঠান ও উদ্যোগ হইতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে কিছুই পরিণত হয় নাই। দত্তজ এই জন্য তৎপরে এইরূপ আক্ষেপ করিয়া লেখেন,

এটি যদি একটি খ্যাত্যাপন্ন ইংরেজের প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণের সংকল্প হইত, তাহা হইলে কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব, কত রাজ্য-শূন্য রাজোপাধিকের রাজস্ব-ভাগ, কত কর্ম্মচারিস্থ-পদের বেতন-মুদ্রা, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের লাভাংশ ও কত কত অন্য-মত স্বাধীন বৃত্তির আয়-টঙ্ক মুহূর্ত্ত-মাত্রে দান-পুস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশীকৃত হইয়া কার্য্য সাধন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই স্মরণ-চিহ্ন-সংস্থাপনার্থ যদি একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন্ কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভ-প্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদয় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত। আমাদিগকে ধিক্! শত ধিক্! সহস্র বার ধিক্! এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও, হিন্দুজাতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে! যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, তখন এরূপ ধিক্কার উচ্চারণ ও আর্ত্তনাদ প্রকাশ করা শোভা পায় না। কিন্তু আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও জ্বলন্ত দাবানলের সুদীর্ঘ শিখা-সমূদ্গম কে নিবারণ করিতে পারে? প্রচুর বারি-বর্ষণ না হইলে, দাবানল আপন আধারকে

ভস্মীভূত না করিয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দূরে থাকুক, চেষ্টা দূরে থাকুক, বাক্য-স্ফুরণেরও শক্তি নাই। পূর্ব্বোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি আমার চিতা-ভস্মের অন্তর্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয়! তাহাতে কুত্রাপি কিছু উৎসাহানল উদ্দীপন করিলে, সৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল; ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত হইল; কিন্তু তালপত্রের অগ্নি; প্রদীপ্ত হইয়াই নির্ব্বাণ হইয়া গেল! সকলই আক্ষেপের বিষয়। মনস্তাপ! মনস্তাপ! মনস্তাপ! অনেকে শৃগাল-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ-প্রতিমূর্ত্তি-দর্শনে অনুরাগী ও উদ্‌যোগী হইবেন না! এ দেশে মানব-প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে।—ও ইয়ুরোপ! ও আমেরিকা! এক বার এ দিকে নেত্রপাত কর, যদি রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়বর্গের কত দূর অধঃপাত ঘটিতে পারে দেখিতে চাও, তবে আমাদের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত কর। উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপে নীচাশয় হয় ও মনুষ-দেহ কিরূপে অমানুষের আধার হয়, তাহা এক বার আমাদের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর। পর্ব্বত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয়, ও জ্বলন্ত কাষ্ঠ কিরূপে ভস্ম রাশিতে পরিণত হয়, তাহা এক বার এই বর্ত্তমান অকৃতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর!!!"—[ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকার শেষ অংশ।]

অক্ষয় বাবুর উৎসাহ-বাক্য-পরিপূর্ণা তেজস্বিনী রচনাতে অচেতনকে সচেতন ও নির্জ্জীবকে সজীব করিয়া ফেলে। রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণোদ্দেশে শেষ বারের উল্লিখিত অংশে যে সমস্ত অসহ্য অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আহত হইয়া উত্তেজিত না হয়, অবনীমণ্ডলে এমন সভ্য-জাতি আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বাঙ্গালীর তুষারময় হৃদয়ে প্রথমে তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। অসাধ্য রোগে মৃত্যু অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু প্রকৃত মহৌষধ অন্ততঃ কিয়ৎ কালের জন্যও স্বীয় বিক্রম প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত হয় না।

ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার্ * ও সুরভি পত্রিকায় এই বিষয় আলোচিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার পরে স্বদেশ-হিতৈষী কতক গুলি লোকে রামমোহন রায়ের স্মরণ-চিহ্ন-স্থাপনার্থে বিশেষরূপ উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহাদের উদ্যোগ কিছু দিনের জন্য স্থগিত আছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিয়া সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যার পর নাই পুলকিত হইয়াছেন। ইহাঁর দুঃসাধ্য রোগের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। ইনি সেই অবস্থায় উপাসক-সম্প্রদায় পুস্তক-প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অনেকে জানিতেন। পীড়া-কালের পুস্তক ইহাঁর সুপ্রসিদ্ধ নামের উপযুক্ত হইবে কি না, তদ্বিষয়ে অনেকের সংশয় ছিল। কিন্তু যখন পুস্তক প্রকটিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া বিজ্ঞমণ্ডলী একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

শ্রীমান্ ফ. ম. মূলর্ এই পুস্তক পাঠ করিয়া, ইহাঁকে এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠান। তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে এইটি লেখেন যে, 'আপনি নিজে অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা বহুমূল্য।'

"Which contains also valuable additions of your own."—[31*st* *August*, 1883.]

শ্রীমান্ মনিয়ার্ উইলিয়মস্ও লিখিয়া পাঠান, আপনি

---

* Indian Messenger, (a Journal of the Sádháran Bráhma Samáj), edited by Pandit Sivanáth Sastri, M. A.

বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া অতিমাত্র হিতকারী সুপ্রচুর-জ্ঞান-গর্ভ বিষয় এই দুই গ্রন্থে বিনিবেশিত করিয়াছেন। এই পুস্তক নিশ্চয়ই আপনার পরিশ্রম ও বিদ্যা-সম্পত্তির সাতিশয় যশস্কর। এই গ্রন্থ আমার পুস্তকালয়ের পক্ষে গুরুতর লাভের সামগ্রী হইবে।'

"They (two volumes on the Religious Sects of the Hindus) appear to embody a great deal of very interesting information and research. They are certainly very creditable to your industry and scholarship, and will be a great acquisition in my library."—[*June* 13, 1884.]

"It is well worthy of the high reputation of the scholar and philosopher who has given it birth." —[*Hindu Patriot, June* 11, 1883.]

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় উত্তম পারদর্শী একটি বহুদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি * রামায়ণ ও মহাভারত-বিষয়ক প্রবন্ধের অন্তর্গত হিন্দু জাতির প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা-বর্ণন † পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বাঙ্গলায় এরূপ উচ্চ অঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রচনা কখন পাঠ করি নাই। ইহা একপ্রকার অত্যুন্নত নূতন প্রণালীতে রচিত।"

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু এই পুস্তক পাঠ করিয়া লেখেন,

---

* শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইন্‌স্পেক্‌টর্, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত গোস্বামী।

† ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১২৪ হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা, অথবা এই পুস্তকের ১৬৬ হইতে ১৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

"আপনার উপহার-দত্ত 'উপাসক-সম্প্রদায় দ্বিতীয় খণ্ড' প্রাপ্ত হইয়া, কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। প্রথমতঃ তো উহার প্রকাণ্ড আকৃতি দেখিয়া চক্ষুঃ স্থির হইল। তাহার পর, উহাতে প্রদর্শিত পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে বাগ্মিতা ও কবিত্ব দেখিয়া, আমরা চমৎকৃত হইলাম। অন্য লোকে সুস্থ শরীরে যাহা না করিতে পারে, আপনি তাহা রুগ্ন শরীরে করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে উক্ত গ্রন্থে আপনার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, চক্ষে জল আইসে। এই পুস্তক খানি দেখিয়া কত পুরাতন কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইল, তাহা বলিতে পারি না। বেকন্ যথার্থই বলিয়াছেন, "Old Love can never be forgotten." রামমোহন রায়ের পাষাণ-মূর্ত্তি এখনো হইল না বলিয়া, আমাদিগের জাতিকে যে গালি দিয়াছেন, তাহারা সে গালি খাবার উপযুক্ত ইতি।"

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় যে এক জন সুপণ্ডিত লোক, পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তাহা উক্ত হইয়াছে। তিনি নানা প্রকার সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ রূপ ব্যুৎপন্ন। বাঙ্গলা-রচনায় যেমন সুদক্ষ, গ্রন্থের গুণাগুণ-বিচারেও তেমনই সূক্ষ্মদর্শী। তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই, ১২৯০ সালের ২৭এ শ্রাবণের পত্রে গ্রন্থকারকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান,

"ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ যত দূর পড়িয়াছি, তাহাতে উহাকে এক অত্যদ্ভুত সামগ্রী বলিয়া বোধ জন্মিয়াছে। উহা ভারতবর্ষীয় বেদ, দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ ও কাব্য-শাস্ত্রাদির প্রণয়ন-সময়ের এবং বেদ, দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম, পুরাণ ও তন্ত্রাদির প্রকৃত-তত্ত্ব-নির্ণয়ের বা বেদ-দর্শনাদি বিষয়ক ভ্রম-ভঞ্জনের একটি অতি প্রশস্ত দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ দূরবীক্ষণ-নির্ম্মাতা অমর হইয়া

পৃথিবীতে থাকেন, মনে নিরন্তর এই ইচ্ছা সমুদিত হয়; কিন্তু কে, আমাদের সেই ইচ্ছা ফলবতী করিবে?"

এ দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা-পুস্তক-পাঠে নিতান্ত পরাঙ্মুখ; তাঁহারা সে সমুদায়কে চির দিন ভাষা-পুস্তক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অদ্যাপি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক প্রভৃতি তাহাতে সমধিক অরুচি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় প্রকাশ হইলে, অনেক অধ্যাপক এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন এবং অনেকে ঐ গ্রন্থ-পাঠে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকর্তাকে পত্র লিখেন। নবদ্বীপ-স্থিত শ্রীযুত কাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তথাকার একটি প্রধান অধ্যাপক। তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ঐ স্থানের অন্যান্য অনেক অধ্যাপকও তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা-লাভার্থে উৎসুক হইয়া কোন কোন প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় আলোচনান্তে গ্রন্থকারকে লিখিয়া পাঠান, "আপনার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি এবং অজ্ঞাত-পূর্ব্ব অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি।"

নবদ্বীপের নিকটস্থ পূর্ব্বস্থলী-গ্রাম-বাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ শিরোমণি মহাশয় ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ও ব্যাকরণ-সাহিত্যাদি নানা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়া নিম্ন-লিখিত পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্র খানি যে একটি জ্ঞানোৎসাহী প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিরচিত, পাঠ করিলেই তাহা ক্রমেক্রমে অনুভূত হইতে থাকে।

"আপনার বিরচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের সমুদয় অংশ আদ্যন্ত পাঠ ও তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলাম যে, সকল-লোক-হিতকর এরূপ গ্রন্থ কি ইদানীন্তন কালে, কি পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে কেহই কখন সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আপনার কুশাগ্রীয় বুদ্ধি-সাধ্য অতীব বিরল-বিচার-কুশলতার, বহুদর্শিতার, গুণবত্তার, শাস্ত্র-যুক্তি-নিপুণতার, ব্যাখ্যা-চতুরতার ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের, সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় সংগ্রহ-কারক পণ্ডিতগণ বোধ হয়, কখন এরূপ দেশ-হিতকর বিষয়ের সংগ্রহ করিতে কৃতসংকল্প কি পারগ হন নাই, কি সাহস প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু আপনি অসামান্য-অধ্যবসায়-পরতন্ত্র হইয়া সর্ব্ব শাস্ত্র অর্থাৎ ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্ররূপ অগাধ জলনিধি মন্থন পূর্ব্বক বহুতর রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা অস্মদাদির পক্ষে অতীব কল্যাণ-কর বিষয়। এই গ্রন্থে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি যত প্রকার উপাসনা প্রচলিত আছে তাহা, পশ্বাচার-বীরাচার প্রভৃতি আচার-ব্যবহার-বৃত্তান্ত ও তন্নিষ্ঠ বিবিধ ঐতিহাসিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এবং উপাসক-সম্প্রদায়-দিগের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম-মত চির কাল তমসাচ্ছন্ন গভীর গুহায় নিহিত ছিল, তাহা আপনার মহীয়সী উদারতা, সরলতা, দেশ-হিতৈষিতা-গুণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর, ভারতবর্ষ প্রদেশস্থ মানবগণের মধ্যে ইদানীং প্রায় অধিকাংশ লোকই এদেশ-প্রচলিত সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম-মতের বিষয়ে অজ্ঞই বলিতে হইবে। এমন কি, তাঁহারা তাঁহাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ-প্রচলিত কোন ধর্ম্মেরই যাথার্থ্য অবগত নহেন। কিন্তু আপনার নৈসর্গিক-ঔদার্য্য-সহজাত পাণ্ডিত্য-গুণে ভারতীয় জন-সমাজে সেই মহান্ অভাব একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মসংহিতা পাঠ করিলে, ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদের আর কিছুই অবিদিত থাকিবে না। অবিদিত থাকার কথা দূরে থাকুক, বরং ভারতীয় শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান-স্রোত দেশ-দেশান্তরে অচির কালের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এদেশস্থ কি সংস্কৃত, কি ইংরেজী-ব্যবসায়ী

সর্ব্ব-প্রকার পণ্ডিতদের পক্ষে এই ধর্ম্মসংহিতা সর্ব্বস্ব ধন-স্বরূপ। ধর্ম্মতত্ত্ব-সন্ধানেচ্ছু অপর সাধারণ ব্যক্তিরা যে ইহা দ্বারা কত দূর উপকৃত হইবেন, তাহা লিখিয়া জানাইবার নয়। অপর, বর্ত্তমান কাল অতি অকিঞ্চিৎকর ও ভয়াবহ। কোন্ সময়ে কি ঘটনা ঘটে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ঈদৃশ কঠিন সময়ে যে আপনি আত্ম-জীবনের চির-পরিশ্রম-সাধ্য এই বৃহৎ-কায় সংহিতা নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত করিয়া জন-সমাজে প্রচার করিয়াছেন; ইহা আপনার চির-সঞ্চিত অখণ্ড পুণ্য-রাশির ফল ও স্বদেশস্থ লোকের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি যে শিরোরোগে কি শারীরিক, কি মানসিক সকল কার্য্যেই অসমর্থ, ইহা সর্ব্ব-জন-বিদিত। এই জরা-গ্রস্ত দেহ-ভার লইয়া বৃহৎ কার্য্য হইতে যে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহা আপনার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল বই আর কি বলিতে হইবে? এ বিধায় পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি ও অন্যান্য সংগ্রহীতৃগণ বহ্বায়াস-সাধ্য স্ব স্ব রচিত গ্রন্থ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত করিয়া, যেমন ভূমণ্ডলে অমররূপে চির-বিখ্যাত হইয়া, অনন্ত কালের জন্যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের কৃতিত্ব এই ভারতে যেমন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে ও তাঁহাদের যশোরাশি কি ভারতবর্ষ, কি ইংলণ্ড, কি অন্যান্য প্রদেশস্থ মানবগণ প্রতিদিন প্রতি ক্ষণে যেমন গান করিয়া থাকেন, আপনার এই যশোরাশিও অবনিমণ্ডলের সর্ব্ব-প্রদেশে সর্ব্ব স্থানে অনাদি কাল গীত হউক ও আপনার এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ অটল থাকুক।"

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এত কাল মনে করিতেন, ভারত-বর্ষীয় লোকে তাঁহাদের যুক্তি-প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে অশক্ত। কিন্তু, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে ভূরি ভূরি ইয়ুরোপীয় পুস্তকের প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধৃত দেখিয়া, তাঁহা-দের মধ্যে অনেকের সে ভাবের অন্তর হইয়াছে, দেখিতেছি। তাঁহাদের এক্ষণে মনে হইয়াছে, ঐ গ্রন্থে উদ্ধৃত যুক্তি-প্রণা-

নীতে যদি ভারতবর্ষীয়দের আস্থা না হইবে এবং গ্রন্থের অভিপ্রায় যদি তাঁহাদের অনুমোদিত না হইবে, তবে তাহাতে ইয়ুরোপীয় পুস্তকের প্রমাণ-প্রয়োগ কেনই উদ্ধৃত হইবে? জগদ্বিখ্যাত শ্রীমান্ ভ. ম. মূলর্ অক্ষয় বাবুকে এক খানি পত্রে লিখিয়া পাঠান,

"I am glad to see that your countrymen begin to appreciate the labours of English and German scholars."

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে উইল্‌সন্ সাহেবের হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত উপাসক-সম্প্রদায় গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তক ও অক্ষয় বাবুর প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ৮ আট পেজি আকারের পুস্তক অর্থাৎ উভয়েরই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। পশ্চাৎ ঐ দুই পুস্তকের অন্তর্গত বিষয় সমূহের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।		উইল্‌সন্‌-কৃত গ্রন্থ।
১। রামানুজ-সম্প্রদায়	...	রামানুজ-সম্প্রদায়।
২। রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ	...	রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ।
৩। কবীরপন্থী	...	কবীরপন্থী।
৪। খাকী	...	খাকী।
৫। মলুকদাসী	...	মলূকদাসী।
৬। দাদুপন্থী	...	দাদুপন্থী।
৭। রয়দাসী (রৈদাসী)	...	রয়দাসী
৮। সেনপন্থী	...	সেনপন্থী।
৯। রামসনেহী	...	০
১০। মধ্বাচারী	...	মধ্বাচারী।
১১। বল্লভাচারী	...	বল্লভাচারী।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।		উইল্‌সন্-কৃত গ্রন্থ।
১২। মীরাবাই	... ...	মীরাবাই।
১৩। নিমাৎ	... ...	•
১৪। বিঠ্‌ঠলভট্ট	... ...	•
১৫। চৈতন্য-সম্প্রদায়	... ...	চৈতন্য-সম্প্রদায়
১৬। স্পষ্টদায়ক	... ...	•
১৭। কর্ত্তাভজা	... ...	•
১৮। রামবল্লভী	... ...	•
১৯। সাহেবধনী	... ...	•
২০। বাউল	... ...	•
২১। ন্যাড়া	... ...	•
২২। দরবেশ	... ...	•
২৩। সাঁই	... ...	•
২৪। আউল	... ...	•
২৫। সাধ্বিনী	... ...	•
২৬। সহজী	... ...	•
২৭। খুশিবিশ্বাসী	... ...	•
২৮। গৌরবাদী	... ...	•
২৯। বলরামী	... ...	•
৩০। হজরতী	... ...	•
৩১। গোবরাই	... ...	•
৩২। পাগলনাথী	... ...	•
৩৩। তিলকদাসী	... ...	•
৩৪। দর্পনারায়ণী	... ...	•
৩৫। অতিবড়ী	... ...	•
৩৬। রাধাবল্লভী	... ...	রাধাবল্লভী।
৩৭। সখীভাবক	... ...	সখীভাবক।
৩৮। চরণদাসী	... ...	চরণদাসী।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।		উইল্‌সন্‌-কৃত গ্রন্থ।
৩৯। হরিশ্চন্দী	... ...	হরিশ্চন্দী।
৪০। সধ্নপন্থী	... ...	সধ্নপন্থী।
৪১। মাধবী	... ...	মাধবী।
৪২। চুহড়পন্থী	... ...	•
৪৩। কুড়াপন্থী	... ...	•
৪৪। বৈরাগী	... ...	বৈরাগী।
৪৫। নাগা	... ...	নাগা।
৪৬। কামধেন্বী	... ...	•
৪৭। মটুকাধারী	... ...	•
৪৮। সংযোগী	... ...	•
৪৯। চার্ সম্প্রদায়কা ভাঁট অর্থাৎ বৈষ্ণব ভাঁট	... ...	• •
৫০। জগন্মোহিনী-সম্প্রদায়	...	•
৫১। হরিবোলা	... ...	•
৫২। রাৎভিকারী	... ...	•
৫৩। উৎকলদেশীয় বৈষ্ণব	...	•
৫৪। বিন্দুধারী	... ...	•
৫৫। অতিবড়ী	... ...	•
৫৬। কবিরাজী	... ...	•
৫৭। সৎকুলী	... ...	•
৫৮। অনন্তকুলী	... ...	•
৫৯। যোগী	... ...	•
৬০। গিরি	... ...	•
৬১। গুরুবাসী বৈষ্ণব	... ...	•
৬২। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব	... ...	•
৬৩। খতেত বৈষ্ণব	... ...	•
৬৪। করণ বৈষ্ণব	... ...	•

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।		উইল্‌সন্-কৃত গ্রন্থ।
৬৫। গোপ বৈষ্ণব	... ...	•
৬৬। বিরক্ত	... ...	•
৬৭। অভ্যাহত	... ...	•
৬৮। নিহঙ্গ	... ...	•
৬৯। কালিন্দী	... ...	•
৭০। চামার বৈষ্ণব	... ...	•
৭১। হরিব্যাসী	... ...	•
৭২। রামপ্রসাদী	... ...	•
৭৩। বড়্গল	... ...	•
৭৪। লস্করী	... ...	•
৭৫। চতুর্ভুজী	... ...	•
৭৬। ফরারী	...	•
৭৬। বাণশয্যী।	...	•
৭৮। পঞ্চধূনী	...	•
৭৯। আচারী	...	•
৮০। বৈষ্ণব দণ্ডী	...	•
৮১। বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী	...	•
৮২। বৈষ্ণব পরমহংস	...	•
৮৩। মার্গী	...	•
৮৪। পল্‌টু দাসী	...	•
৮৫। আপাপন্থী	...	•
৮৬। সৎনামী	...	সৎনামী
৮৭। দরিয়াদাসী	...	•
৮৮। বুনিয়াদ্ দাসী	...	•
৮৯। অনহদপন্থী	...	•
৯০। বীজমার্গী	...	•

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।		উইল্‌সন্-কৃত গ্রন্থ।
১১। বড়গল	...	০
১২। তিঙ্গল	...	০
১৩। শাক্ত বৈষ্ণব	...	০
১৪। ওয়ারেকরি *	...	০
১৫। নিরঞ্জনী সাধু	...	০
১৬। মানভাব	...	০
১৭। কিশোরী ভজন	...	০
১৮। কুলিগায়েন্	...	০
১৯। টহলিয়া বা নেমো বৈষ্ণব	...	০

শৈব সম্প্রদায়।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে ও উইল্‌সন্-কৃত সম্প্রদায় বিবরণ-পুস্তকে যে সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত যত পৃষ্ঠা আছে, পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। উইল্‌সন্ সাহেবের গ্রন্থে য সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত মূলে কিছুই নাই, তাহাতে শূন্য দেওয়া যাইতেছে।

উপাসক-সম্প্রদায়ে যত পৃষ্ঠা আছে।			উইল্‌সনের গ্রন্থে যত পৃষ্ঠা আছে।		
১০০। শৈব সম্প্রদায়	...	১৬॥	শৈব সম্প্রদায়	...	২
১০১। শিবারাধনা	...	৪॥	০		০
১০২। দশনামী	...	২৩	দশনামী ও দণ্ডী	...	৯
১০৩। দণ্ডী	...	৭			
১০৪। ঘরবারী দণ্ডী	...	১	০		০

---

* এতদ্ভিন্ন পিপার, সুরদাস, তুলসীদাস, কবীর, মলূকদাস, দাদূ, রদাস, মীরাবাই ও সধন এই সকল সম্প্রদায়-প্রবর্তক ও গুরুগণের বিরচিত কতকগুলি শ্লোক ও সঙ্গীত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবেশিত রহিয়াছে। এগুলিও উইল্‌সন্ সাহেবের গ্রন্থে নাই।

	উপাসক-সম্প্রদায়ে যত পৃষ্ঠা আছে।		উইল্‌সনের গ্রন্থে যত পৃষ্ঠা আছে	
১০৫।	কুটীচক	৮	কুটীচক	১
১০৬।	বহূদক		বহূদক	
১০৭।	হংস		হংস	
১০৮।	পরমহংস		পরমহংস	
১০৯।	সন্ন্যাসী	২৫॥	সন্ন্যাসী	॥০
১১০।	নাগা	৫	নাগা	১॥০
১১১।	আলেখিয়া	৩	০	০
১১২।	দঙ্গলী	১	০	০
১১৩।	অঘোরী	২	অঘোরী	১
১১৪।	ঊর্দ্ধবাহু	॥০	ঊর্দ্ধবাহু	৶
১১৫।	আকাশমুখী		আকাশমুখী	
১১৬।	নখী		নখী	
১১৭।	ঠাড়েশ্বরী	১৸০	০	০
১১৮।	ঊর্দ্ধমুখী		০	০
১১৯।	পঞ্চধূনী		০	০
১২০।	মৌনব্রতী		০	০
১২১।	জলশয্যী		০	০
১২২।	জলধারাতপস্বী		০	০
১২৩।	কড়ালিঙ্গী	।০	কড়ালিঙ্গী	৪ পঙ্‌ক্তি
১২৪।	করারী	১	০	০
১২৫।	দুধাধারী		০	০
১২৬।	অলূনা		০	০
১২৭।	ঊখড়	২	ঊখড়	॥
১২৮।	গুদড়		গুদড়	
১২৯।	সুখড়		সুখড়	
১৩০।	রুখড়		রুখড়	
১৩১।	ভূখড়		০	০
১৩২।	কূকড়		০	০
১৩৩।	অওঘড়		০	

পাসক-সম্প্রদায়	যত পৃষ্ঠা আছে।	উইল্সনের গ্রন্থে যত পৃষ্ঠা আছে।
১৩৪। অবধূতানী ...	২ ০	০
১৩৫। ঘরবারী সন্ন্যাসী ...	১ ০	০
১৩৬। ঠিকরনাথ ...	১ ০	০
১৩৭। স্বর্ভঙ্গী ...	১ ০	০
১৩৮। ত্যাগসন্ন্যাসী ...	১ ০	০
১৩৯। আতুরসন্ন্যাসী ১৪০। মানসসন্ন্যাসী ১৪১। অন্তসন্ন্যাসী ...	২ ০	০
১৪২। ব্রহ্মচারী ...	৫ ০	০
১৪৩। যোগী ...	২০ ০	০
১৪৪। কণ্ফট্যোগী ...	৬ ০	০
১৪৫। অওঘড়যোগী ...	।০ ০	০
১৪৬। মচ্ছেন্দ্রী ১৪৭। শারঙ্গীহার ১৪৮। ভূরীহার ১৪৯। ভর্তৃহরি ১৫০। কনিপাযোগী ...	২ ০	০
১৫১। অঘোরপন্থী যোগী...	৩ ০	০
১৫২। যোগিনী ১৫৩। সংযোগী ...	॥০ ০	০
১৫৪। লিঙ্গোপাসনা ১৫৫। লিঙ্গায়ৎ ...	২২ ০	০
১৫৬। ভোপা ...	॥০ ০	০
১৫৭। দশনামী ভাট ...	১ ০	০
১৫৮। চন্দ্রভাঁট ...	১ ০	০

শাক্ত।

উপাসক-সম্প্রদায়ে যত পৃষ্ঠা আছে।			উইল্‌সনের গ্রন্থে যত পৃষ্ঠা আছে।		
১৫৯। শক্তি-উপাসনা	...	৬	শক্তি-উপাসনা	...	৬৮
১৬০। পশ্বাচারী ১৬১। বীরাচারী ১৬২। বেদাচার ১৬৩। বৈষ্ণবাচার ১৬৪। শৈবাচার ১৬৫। দক্ষিণাচার ১৬৬। বামাচার ১৬৭। সিদ্ধান্তাচার ১৬৮। কৌলাচার	...	২৩	দক্ষিণাচারী বামাচারী	...	৬
১৬৯। চলিয়াপন্থী	...	২	০		০
১৭০। করারী	...	২	করারী	...	১
১৭১। ভৈরবী	...	১			
১৭২। ভৈরব	...	১			
১৭৩। শীতলা পণ্ডিত	...	২	০		০
১৭৪। দশামার্গী (মারিকাপন্থী)		০			০
১৭৫। যোগী ১৭৬। শাক্তী	...	০			০
১৭৭। সৌর	...	৪	সৌর	...	১ পঙ্‌ক্তি
১৭৮। গাণপত্য...	...	১	গাণপত্য	...	১ পঙ্‌ক্তি
১৭৯। পাঙ্গুল	...	০	০		০
১৮০। কুম্ভপাতিয়া	...	০	০		০
১৮১। ফকির-সম্প্রদায়		০	০		০
১৮২। খোজা	...	০			০

সম্প্রদায়-সমূহের সংখ্যা গণিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষীয়

উপাসক-সম্প্রদায় পুস্তকে ১৮২ এক শত বিরাশী প্রকার উপাসকের নাম ও উইল্‌সনের গ্রন্থে ৪৫ পঁয়তাল্লিশ প্রকার মাত্র উপাসকের নাম দৃষ্ট হইবে।

অক্ষয় বাবুর প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় পুস্তক প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইঁহার নিজের সংগৃহীত সম্প্রদায়-সমূহের নিগূঢ় বিষয় সকল কোন্‌ ইয়ুরোপীয়েরই কর্ণ-গোচর ও জ্ঞান-গোচর হয় নাই।

অক্ষয় বাবু অনেক স্থলে উইল্‌সন্‌ সাহেবের শব্দার্থ প্রভৃতির ভ্রমও সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার উল্লেখ করেন নাই। উইল্‌সনের পুস্তক ও ইঁহার পুস্তক তুলনা করিয়া দেখিলে, পাছে অন্যে ইঁহার ভুল মনে করেন, এই জন্য ঐরূপ স্থলে মূল পুস্তকের ভ্রম শোধন করিয়া, তথায় তাহার প্রমাণটি দিয়া রাখিয়াছেন। এটি অক্ষয় বাবুর একটি মহত্ত্বের লক্ষণ, তাহার সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এ স্থলে দুই একটি লিখিত হইল।

উইল্‌সন্‌ সাহেব বামাচারি-সম্প্রদায়-বিবরণের মধ্যে "পঞ্চ মকারের" অন্তর্গত বিষয়-মধ্যে 'মুদ্রা' শব্দের অর্থ "Certain mystical gesticulation" অর্থাৎ অঙ্গ-ভঙ্গী-বিশেষ লিখিয়াছেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন, "লোকে মদ্যের সহিত যে উপকরণ-সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার নাম মুদ্রা।" * ইহাই উহার প্রকৃত অর্থ।

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ১৮৪ পৃষ্ঠার টীকা।

"পৃথুকাস্তণ্ডুলা ভ্রষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ।
তস্য নাম ভবেদ্দেবি! মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী।"
—[নির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১১ পটল।]

হে দেবী! ভাজা চিঁড়ে, গম, ছোলা প্রভৃতির নাম মুদ্রা। উহাতে মুক্তি প্রদান করে।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিবরণে শ্রীমান্ উইল্‌সন্ সাহেব সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প শব্দের অর্থ "The love and practice of truth." অর্থাৎ সত্যানুরাগ ও সত্যানুষ্ঠান লিখিয়াছেন। কিন্তু দত্তজ মহাশয় লিখিয়াছেন, "যে কামনা ব্যর্থ না হয়, তাহাকে সত্যকাম কহে ও যে সঙ্কল্প বিফল না হয়, তাহাকে সত্যসঙ্কল্প কহে।" * ইহাই উক্ত দুই শব্দের যথার্থ অর্থ। সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প শব্দের ভাষ্যে লেখা আছে,

"সত্যা অবিতথা কামা যস্য সোঽয়ং সত্যকামঃ।
বিতথা হি সংসারিণাং কামাঃ, ঈশ্বরস্তু তদ্বিপরীতঃ।
সত্যাঃ অবিতথাঃ সঙ্কল্পা যস্য স সত্যসঙ্কল্পঃ।"
—[ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮ প্রপাঠক।]

যাঁহার কামনা সকল অবিতথ অর্থাৎ সফল, তিনি সত্যকাম। সংসারী লোকের কামনা বিতথ অর্থাৎ ব্যর্থ; কিন্তু ঈশ্বরের কামনা তাহার বিপরীত। যাঁহার সঙ্কল্প অবিতথ অর্থাৎ অব্যর্থ, তিনি সত্যসঙ্কল্প।

কেবল উইল্‌সন্ সাহেবের নহে, অন্যান্য অনেকেরই দোষ সংশোধন করিয়াছেন, অথচ তাহার উল্লেখ করেন

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, ১৭ পৃষ্ঠার টীকা।

নাই। এস্থলে তাহারও দুই একটি প্রদর্শিত হইতেছে। অক্ষয় বাবু রামানুজ-সম্প্রদায়ে 'স্বাধ্যায়' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, "অর্থাববোধ পূর্ব্বক মন্ত্র-জপ, বৈষ্ণব-সূক্ত ও স্তোত্র-পাঠ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও রামানুজভাষ্য প্রভৃতি তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়।" * পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বাঙ্গলা সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে 'স্বাধ্যায়' শব্দের অর্থ "অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক মন্ত্র-জপ ও স্তোত্র-পাঠ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রাধ্যয়নকে স্বাধ্যায়"† বলিয়া লিখিত হইয়াছে। "বৈষ্ণব-সূক্ত" শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু এস্থলে সংস্কৃত সর্ব্বদর্শনের অন্তর্গত রামানুজ-দর্শন হইতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন; অথচ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ভ্রমটি নির্দ্দেশ করেন নাই। লোকে পাছে ইঁহার ভুল মনে করেন, এই জন্য নিম্ন-লিখিত প্রমাণটি দিয়া রাখিয়াছেন, "স্বাধ্যায়োনাম অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকো মন্ত্রজপো বৈষ্ণবসূক্ত-স্তোত্রপাঠো নামসঙ্কীর্ত্তনং তত্ত্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ।" ‡

অক্ষয় বাবুর প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় পাঠ করিয়া গেলে, ইঁহার নিরভিমান গম্ভীর স্বভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার বিষয় যতই অনুসন্ধান করা যাইতেছে, চন্দনের ন্যায় ঘৃষ্ট-ঘর্ষণে ততই ইঁহার গুণাবলির সৌরভ পাওয়া যাইতেছে।

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, ১১ পৃষ্ঠা।

† জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-অনুবাদিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠা, সংবৎ ১৯২১।

‡ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, ১১ পৃষ্ঠার টীকা।

আরও একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। অক্ষয় বাবু ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় পুস্তকে লিখিয়াছেন "অবস্তা শাস্ত্র সচরাচর জেন্দাবেস্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ আখ্যাটি নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। অবস্তার কিয়দংশ পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়; ঐ অনুবাদ-ভাগেরই নাম জেন্দ্ *।" এই অংশটুকু পাঠ করিয়া, কোন বিদ্যানুরাগী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অম্বিকা বাবুকে বলিয়াছিলেন, "অক্ষয় বাবুর মনের গতি কি প্রবল! ইয়ুরোপ ও আমেরিকার যাবতীয় গ্রন্থকার চিরকাল যে ভাষাকে জেন্দ্ ও যে শাস্ত্রকে জেন্দা-বেস্তা বলিয়া আসিতেছেন, তিনি বুদ্ধি-বলে সেই ভাষাকে আবস্তিক ও সেই শাস্ত্রকে অবস্তা বলিয়া প্রচার করিয়া ও তজ্জন্য নিজগ্রন্থে সর্ব্বত্র ঐ দুই শব্দই প্রয়োগ করিয়া আপনার অসাধারণ মানসিক তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন।" এখন এদেশীয় গ্রন্থকারদিগের ঐ অবস্তা ও আবস্তিক শব্দ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। ইঁহার এরূপ মনের কার্য্য অধিক দিন চলিল না, এটি এদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগের উপক্রমণিকার ২৫ পৃষ্ঠায় টীকা।

একাদশ অধ্যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা এই তিনটি প্রস্তাবের উদ্ধৃত অংশ।—অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কিরূপ সুন্দর রচনা করিতেন. তৎপ্রদর্শন।—ভারত-বন্ধু হেয়ার্ সাহেবের স্মরণার্থ সভায় অক্ষয় বাবুর কৃত বক্তৃতা-সম্বন্ধে ঐ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্ধৃত অভিপ্রায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় উচ্চ অঙ্গের অনেক সতেজ ও সুললিত প্রবন্ধ আছে। তাহাতে রচনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সকল মনোরম রচনা এখন নিতান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সমস্ত সাধারণের অজ্ঞাত থাকে, ইহা আমাদের ইচ্ছা নয় বলিয়া, পশ্চাৎ তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

ইনি ১৭৭৬ সতর শ ছিয়াত্তর শকের চৈত্র মাসের তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় বিধবাবিবাহের অনুকূল পক্ষে অখণ্ডনীয় যুক্তি-সমূহ প্রদর্শন পূর্ব্বক অবশেষে যেরূপে উপসংহার করেন, তাহা এই,

"যাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয় না ও পাতক দেখিয়া অশ্রদ্ধার আবির্ভাব হয় না, এ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে. ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিন্ কালে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর. "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" তিনি

কোন নব-বিধবা তরুণী স্ত্রীকে, সদ্যোমৃত প্রিয়-পতির শোক-মোহে মুহ্যমানা, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি দেখিয়াছেন, যে সাধ্বী রমণী মাস-দ্বয় পূর্ব্বে স্বামি-সমাদরে মানিনী ও গৌরবিণী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাস-দ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়-হীনা হইয়া দীন-ভাবে, শীর্ণ শরীরে, সাশ্রু-নয়নে দিনপাত করিতেছে, এবং স্বামি-সম্পর্কীয় বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাস-দাসিগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অপ্রদ্ধিত হইয়া, কাতর স্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যে রূপবান্ যুবাপুরুষ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, লোক-জন-দাস-দাসীতে পরিবেষ্টিত, গৃহ-মধ্যে উৎসব-ব্যাপারে সতত ব্যাপৃত, সেই ব্যক্তিকে যিনি অতি বাল-বিধবা অনাথা দুহিতার ম্রিয়মাণ চন্দ্র-মুখ সহসা স্মরণ করিয়া, অকস্মাৎ অবসন্ন হইতে, এবং চির-প্রদীপ্ত সুদারুণ শোক-শিখা-সদৃশ ভয়ঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবাবিবাহ উচিত কি না?" যিনি দেখিয়াছেন, যে পবিত্র কুলে কোন কালে কলঙ্ক-স্পর্শের বাষ্পও প্রকৃত হয় নাই, সেই কুলের কোন যুবতী স্ত্রী অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পিতৃ-কুল, মাতৃ-কুল ও ভর্ত্তৃ-কুল চির কালের মত কলঙ্কিত করিয়াছে এবং ভ্রূণ-বধ-জনিত অশুদ্ধ শোণিত-সংস্পর্শে লোক-মাতা বসুন্ধরাকে বারংবার অশৌচ-গ্রস্ত করিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" কোন পতি-বিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথি-বিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ তাহার মুখে আহার-সামগ্রী অর্পণ করিল না।—জল-তৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইল, দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া, প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি

স্নেহ জল-বিন্দু প্রদান করিল না, এই হৃদয়-বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৬ শক, চৈত্র মাস।]

এই বিশুদ্ধ যুক্তি-পরিপূর্ণ প্রবন্ধটির শেষাংশ মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ করিয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলন-বিষয়ে অনেকেরই আস্থা ও উৎসাহ-বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের জজ্-আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকীল তারিণীচরণ ঘোষ এক জন হিন্দুসমাজ-পক্ষপাতী প্রাচীন-সম্প্রদায়ী লোক ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ঐ প্রস্তাব পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিচার আমার তাদৃশ মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত-বিরচিত বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রবন্ধ আবৃত্তি করিতে করিতে, বিধবা স্ত্রীলোকের বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইতে থাকে।" কেবল তারিণী বাবু কেন, অনেক ব্যক্তিকেই ঐরূপ কথা বলিতে শুনিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে সর্ব্বশাস্ত্র-নিরপেক্ষ নিরবচ্ছিন্ন যুক্তি-পরম্পরা প্রদর্শন দ্বারা বিধবাবিবাহের বৈধতা ও অতিকর্ত্তব্যতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। শাস্ত্র-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক জন-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইল না। কিন্তু উল্লিখিত বিশুদ্ধ যুক্তি-পথ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা চলিতেছেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা ও লাহোরের আর্য্যসমাজের সদস্যেরা অসবর্ণ বিবাহাদির ন্যায় এ বিষয়েও উৎসাহ সহকারে চেষ্টা করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেছেন।

অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি" বিষয়ক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উহা কিরূপ শ্রুতি-সুখকরী চিত্তচমৎকারিণী রচনা।

"হে মানব! এক বার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, এই বিশ্ব-রূপ মহোচ্চ মঞ্চ তাঁহার মহিমা কেমন ব্যক্ত করিতেছে! সকলেই তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতেছে; সকলেই তাঁহার যশঃ-প্রচার করিতেছে। সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত তাঁহার চামর ব্যজন করিতেছে। শিশির-সিক্ত সরস তরুশাখা সকল উষা-কালীন সুশীতল সমীরণ দ্বারা মন্দ মন্দ বিচলিত হইয়া, শর শর শব্দ করত তাঁহাকেই স্তুতি করিতেছে। উদ্যান-বিহারী বিহঙ্গম ও বিহঙ্গমাগণ বৃক্ষ-শিখায় উপবিষ্ট হইয়া, মধুর স্বরে মনের সুখে তাঁহারই গুণ গান করিতেছে। বন ও উপবন সকল তাঁহারই সূর্য্য দ্বারা বর্দ্ধিত, তাঁহারই মেঘাম্বু দ্বারা পালিত এবং তাঁহারই তুলিকা দ্বারা চিত্রিক বর্ণে চিত্রিত হইয়া, তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সুস্নিগ্ধ, সুচ্ছায়, সুললিত, লতাকুঞ্জ বিহঙ্গ-কূজিত ও ভ্রমর-গুঞ্জরিত হইয়া, তাঁহারই সৌরভ বিস্তার করিতেছে। অত্যুচ্চ পর্ব্বত-স্থিত উন্নত বৃক্ষ-শাখা সকল বায়ু-বেগে অবনত হইয়া, তাঁহারই পদে প্রণিপাত করিতেছে। মনোহর মাধবিকা লতা, অশ্বত্থ-বটাদি বৃক্ষ আরোহণ ও পরিবেষ্টন পূর্ব্বক, তাহার শাখাবলম্বিত কম্পিত কুসুম-গুচ্ছের সৌগন্ধ প্রচার দ্বারা তাঁহাকেই গন্ধ-দান করিতেছে, এবং তাঁহার করুণা বুঝি, মূর্ত্তিমতী হইয়া যুথী, জাতী, মল্লিকা, নব-মল্লিকা, গোলাব ও গন্ধরাজ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারই যশঃ-সৌরভে জগৎ আমোদিত করিতেছে। গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, ভূধর-স্থিত ভয়ানক জলপ্রপাত, এবং পর্ব্বতাকার তরঙ্গ-বিশিষ্ট বিস্তৃত সমুদ্র সকলেই নিজ নিজ নাদ-নিঃসারণ পূর্ব্বক তাঁহারই ধন্যবাদ করিতেছে। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, গভীরতর ভীষণ মেঘনাদ, ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি সকলেই গম্ভীর স্বরে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি কীর্ত্তন

করিতেছে। তাঁহার যশোবৃক্ষের প্রফুল্ল পুষ্প-স্বরূপ পরম সুন্দর পূর্ণ-চন্দ্র সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক বিশ্ব-সংসার সুধাময় করিয়া, তাঁহারই অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। যে কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডল গগন-মণ্ডল মণ্ডিত করিয়া, উজ্জ্বল হীরক-খণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহারই মহৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিতেছে। দিবাপতি প্রভাকর নিম্নোচ্চ, শুদ্ধাশুদ্ধ সর্ব্ব স্থানেই কিরণ বিতরণ করিয়া, স্বীয় স্রষ্টার আশ্চর্য্য অপক্ষপাতিতা গুণ প্রকাশ করিতেছে। সমুদায় বিশ্ব এক পরমাশ্চর্য্য মহানাদ নিঃসারণ পুরঃসর অনবরতই তাঁহার স্তুতি করিতেছে। হে মানব! এক বার নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখ, আমাদের প্রিয়তম পরম পিতার মহিমা-চন্দ্রমার অমৃত-রসে জগৎ কিরূপ প্লাবিত হইয়াছে! তাঁহার সুকোমল করুণা-কমল কেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে! তাঁহার প্রীতির সৌরভ বিশ্বের চতুঃসীমা পর্য্যন্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে!"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৩ শক, জ্যৈষ্ঠ মাস।]

ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাই প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। অক্ষয় বাবু তৎপরে ইহাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যাদি-বিষয়ে প্রস্তাব লিখিতে থাকেন, এ বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।* পরিশেষে রাজনীতি পর্য্যন্ত লিখিত হইতে থাকে। ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নীল-কর, চা-কর প্রভৃতির অত্যাচার-বিষয়ে যে যে প্রস্তাব মুদ্রিত করেন, তদ্দ্বারা যার পর নাই আন্দোলন হইয়াছিল। উহা পাঠ করিতে করিতে, মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল,

---

* এই পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

"ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে, যে বাঙ্গালা দেশের উর্ব্বরা ভূমিই তত্রত্য লোকের প্রধান উপজীবিকা। আমরা অরণ্যবাসী অসভ্য লোকদিগের ন্যায় মৃগয়ামাত্রোপজীবী নহি, ইংরেজদিগের ন্যায় শিল্প-প্রধানও নহি, দেশ-দেশান্তর গমন পূর্ব্বক বাহুল্যরূপে বাণিজ্য নির্ব্বাহ করাও আমাদের বৃত্তি নহে। আমরা যেমন নিরুপদ্রব-স্বভাব, সেইরূপ জগদীশ্বর আমাদিগকে বহু-শস্য-শালিনী সুবিস্তৃত ভূমি প্রদান করিয়াছেন। আমরা অশেষ অত্যাচারে পীড়িত হইলেও, কেবল তদীয় প্রসাদাৎ অদ্যাপি সজীব রহিয়াছি। ভূমিই আমাদের মূল-ধন, এবং কৃষকেরাই আমাদের প্রতিপালক। কিন্তু, কি আক্ষেপের বিষয়! যাহারা এমন হিতৈষী,—সংসারে এমন সুখ-সঞ্চারক,—তাহাদের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয়! তাহারা ভুবন-প্রতিপালক হইয়াও, আপনাদের উদরান্ন-আহরণে সমর্থ হয় না; এক দিবসও নিরুদ্বেগে, সুখে যাপন করিতে পারে না। ইহার কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও, যন্ত্রণা-জনক। মনুষ্যের বিষ-পূরিত চিত্ত,—তাঁহার দুর্নিবার লোভ-রিপুই তাহাদের পরিতাপ-প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। মনুষ্য যখন লোভ-রিপুর বশীভূত হয়েন, তখন পর-পীড়া-প্রদান-বিষয়ে অরণ্য-বাসী হিংস্র জন্তুও তাঁহার নিকট পরাভব মানে। "যে রক্ষক, সেই ভক্ষক" এ প্রবাদ বুঝি, বাঙ্গলার ভূ-স্বামীদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবে। ভূ-স্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে, প্রজারা এক দিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি, কখন কি উৎপাত ঘটে, ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব-হরণে একাগ্র-চিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন। তাহাদের দারিদ্র্য-দশা, শীর্ণ শরীর, ম্লান বদন, অতি মলিন চীর-বসন, কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না,—কিছুতেই তাঁহার কঠোর নেত্রের বারি-বিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ী রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত

বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনী, পার্ব্বণী, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া, ক্রমাগতই প্রজা-নিপীড়ন করিতে থাকেন। অনেকানেক ভূ-স্বামী অনাদায়ী ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি-স্বরূপ গ্রহণ করেন। প্রতি শতে পঁচিশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি! ইহার অপেক্ষার অনর্থ-মূলক ব্যাপার আর কি আছে?

* * * "হায়! কোন কোন দেশীয় প্রজাদের নিজ শরীরও স্বায়ত্ত নহে, তাহারা গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে সমস্ত দিবস ভূ-স্বামীর কর্ম্ম করিলে, উচিত বেতনের চতুর্থাংশও প্রাপ্ত হয় না। যে দিবস তাহারা ভূ-স্বামীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সে দিবস অতি অশুভ জ্ঞান করে; তদীয় সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্রে তাহাদের মুণ্ডে যেন বজ্রাঘাত হয়। প্রজারা ধন্য! তাহাদের সহিষ্ণুতাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। তাহারা চির-জীবন দাব-দাহে দগ্ধ হইবে জানিতেছে, তথাপি দেশ ত্যাগ করে না! তাহারা যদি স্বকীয় ভূ-স্বামীদিগের ন্যায় নির্ম্মায়িক ও স্নেহ-শূন্য হইত,—মাতৃ-তুল্য জন্ম-ভূমির মায়া এক কালে পরিত্যাগ করিত, তবে এত দিনে বঙ্গভূমি শ্মশান-ভূমি সদৃশ জন-শূন্য হইয়া যাইত! মাতর্ব্বঙ্গভূমি! কেবল তোমারই অপার ঔদার্য্য-গুণে তাহারা জীবিতবান্ আছে,—কৃষীবল-কুল অদ্যাপি নির্ম্মূল হয় নাই!

* * * "তাহাদের এই মুমূর্ষু অবস্থায় যদিও কেহ কেহ ভিষগ্বেশে আগমন পূর্ব্বক ঔষধ প্রদান করে, কিন্তু সে অতি ভয়ঙ্কর ঔষধ; তাহাদের রসায়ন-চিকিৎসায় যদ্যপি আপাততঃ রোগের প্রকোপ দমন হয়, কিন্তু তদীয় বিষ-জ্বালায় শরীর ও মন চির-জীবন জ্বালাতন হইতে থাকে।

* * * "সেই অধীন দীন ব্যক্তিরা মনোমধ্যে কেবল অত্যাচার, ধন-ক্ষয় ও অনাহারেরই আলোচনা করে,—রজনীতে নায়েব, দারোগা গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড এই সকল স্বপ্ন দেখে! সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রাও তাহাদের উদ্বেগ-দূরীকরণে সমর্থ নহে! কখনও তাহাদের অপার চিন্তার্ণব নিস্তরঙ্গ হয় না! তাহাদের অনাহারে প্রাণ-বিয়োগও অসম্ভব নহে। * * *

* * * "রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য-সাধন-বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্ন, নৈপুণ্য ও বিক্রম-প্রকাশের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সমস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক্ বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে, সমুদায় বাঙ্গলা দেশ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়;—সেখানে কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই;—সেখানে নৃশংস-স্বভাব হিংস্র জীব সকল নিরুপদ্রব নির্ব্বিরোধ প্রাণীদিগের প্রাণ-নাশার্থেই সর্ব্বদা সচেষ্ট আছে। প্রজাদের ধন-সম্পত্তিতে রাজার কিছু স্বভাব-সিদ্ধ স্বত্ব নাই; তিনি তাহাদের ধন-মান-প্রাণাদি রক্ষা করিবেন বলিয়াই, কর গ্রহণ করেন। কিন্তু, আমাদের রাজপুরুষেরা যদর্থে কর গ্রহণ করেন, তৎ-সাধন-বিষয়ে তাঁহারা যেমন মনোযোগী, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের বিষম দুরবস্থাই তাহার সাক্ষী রহিয়াছে।

"অনেকানেক স্থানে প্রজায় প্রজায় বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে ভূ-স্বামি-সমীপে অভিযোগ করিতে হয়। কিন্তু তিনি বিচারক নাম গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে অবিচার করেন,—ধর্ম্মাবতার নাম ধারণ করিয়া, সম্পূর্ণরূপ অধর্ম্মাচরণেই প্রবৃত্ত থাকেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করা দূরে থাকুক, উৎকোচের তারতম্যানুসারে তাঁহার বিচার-ক্রিয়ার তারতম্য হয়, এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিতুষ্ট করিতে পারে, তাহারই নিশ্চিত জয় ও তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। পাঠকবর্গ যেন এমন মনে না করেন, যে বাদী প্রতিবাদীরা আপন ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে বিচার প্রার্থনা করে। * * কোন্ ব্যক্তি আপনা হইতে ব্যাঘ্র-মুখে প্রবেশ করিতে চাহে?" * * *
—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক, বৈশাখ ও শ্রাবণ মাস,—পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা।]

ভূ-স্বামীদের অত্যাচার-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত হইল। অতঃপর ভিন্ন দেশাগত নীলকরদের উপদ্রব-

বৃত্তান্তও এ স্থলেই কিছু উদ্ধৃত হইতেছে। ইহাঁর এই প্রস্তাব দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকের ১০ দশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও প্রচারিত হয়।

* * "ভূস্বামীদিগেরই বিষম অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিলে, বিস্ময়াপন্ন ও ব্যাকুল-চিত্ত হইতে হয়; কিন্তু এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ হইতে এই কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, নীলকরদিগের অত্যাচার তদপেক্ষায় ভয়ানক, তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তবিক যেমন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, দুই ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্রে দৃষ্টি করিলে, সহসা তাহাদের পরিমাণ-নিরূপণ ও পরস্পর তারতম্য নিশ্চয় করা যায় না,—কারণ তাহাদের উভয়কেই অসীম-প্রায় বোধ হয়,—সেইরূপ ভূস্বামী ও নীলকরদিগের অশেষ প্রকার উপদ্রবের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, পরস্পর তারতম্য করা দুষ্কর। কারণ, উভয়েরই অত্যাচার-জনিত দুঃসহ দুঃখ-রাশির সীমা দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত ও বাক্য-পথের অতীত। নীলকরদিগের কার্য্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কেবল প্রজা-পীড়ন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। দেখ, প্রজারা আপন অধিকারস্থ না হইলে, তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বল-প্রকাশ ও স্বেচ্ছানুরূপ অত্যাচার করা সম্ভাবিত হয় না; অতএব তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কুটীর-সন্নিহিত গ্রাম সকল ইজারা লইয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগকে স্বীয় লোভ-খর্পরে পাতিত করিয়া, মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। বিবেচনা করিলে, তাঁহারা এই কৌশল দ্বারা ভূস্বামীদিগের সদৃশ প্রবল প্রতাপ ও প্রভূত পরাক্রম প্রাপ্ত হয়েন এবং বাস্তবিকও আপনাদিগকে স্বাধিকারের সম্রাট্-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, প্রজা-পীড়নে কৃত-সংকল্প হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন। * * * * *

"নীলকরদিগের কার্য্যের বিবরণ করিতে হইলে, কেবল প্রজা-পীড়নেরই বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন। প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া, তাহাদের নীল ক্রয় করেন এবং

আপনারা ভূমি-কর্ষণ করিয়া, নীল প্রস্তুত করেন। সরল-স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশা-ভঙ্গ, কত দিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে, এই উভয়ের অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজা-নাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহাদিগকে বল দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীল-বীজ-বপনার্থে তাহাদের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাঁহার রীতি নহে **। নীল-কর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি-স্বরূপ; তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন; তবে অনুগ্রহ ভাবিয়া দাদন-স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবানাদি-উপলক্ষে তাহার কোন্ না অর্দ্ধাংশ কর্ত্তন যায়? এ কারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে, অনায়াসে সংবৎসর পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে, লাভ দূরে থাকুক, তাহাদিগকে দুশ্ছেদ্য ঋণ-জালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোন ক্রমেই এ বিষয়ে স্বেচ্ছানুসারে প্রবৃত্ত হয় না। * * *

* * "যদি নীলকর সাহেব কোন কৃষকের অনভিমতে তাহার ভূমি চিহ্নিত করিয়া যান, আর সেই দীন-দশাপন্ন কৃষাণ তদীয় মায়া-পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া আমিন, তাগাদি-দার প্রভৃতি ক্ষুদ্র আমলাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকোচ-প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া, সেই ভূমিতে তিল, ধান্যাদি শস্য বপন করে এবং তাহা সাহেবের শ্রুতি-গোচর হয়, তবে তিনি, তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, সেই শস্য-পূর্ণ ভূমিতে পুনর্ব্বার হল-চালনা করিয়া, নীলের বীজ বপন করেন। তখন সেই কৃষাণের বোধ হয়, যেন ঐ হল-যন্ত্র তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রেই চালিত হইল!

* * * * * *

"ভূমি-কর্ষণ পূর্ব্বক নীল প্রস্তুত করা, নীলকরের দ্বিতীয় কার্য্য। তিনি

যেমন প্রথম কার্য্য-সম্পাদনার্থে প্রজাদিগকে যথার্থ-মূল্য-দানে অস্বীকার পান, সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য্য-সাধনার্থে তাহাদিগকে সমুচিত বেতনে বঞ্চিত করেন। তিনি এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, কাহাকেও উচিত বেতন প্রদান করিবেন না,—সুতরাং তাহারা পার্য্যমাণে কোন ক্রমেই তাঁহার কর্ম্ম স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু তাহারা কি করিবে? নীলকর সাহেবের প্রবল প্রতাপ, ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও করাল-মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, কম্পান্বিত কলেবরে তদীয় আজ্ঞা-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়। * * *

* * "হায়! যাহারা কেবল দণ্ড-ভয়ে আপনার অনভিমত কার্য্যে এই রূপে নিয়োজিত থাকে, গ্রীষ্ম কালের প্রচণ্ড রৌদ্র ও বর্ষা ঋতুর অজস্র বারি-বর্ষণ সহ্য করে, তাহাদিগের কি বিজাতীয় যন্ত্রণা!

* * "নীলকরের কর্ম্মচারীদিগের চরিত্রের বিষয় কি বলিব? তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। তাঁহারা ভদ্র লোক বলিয়া বিখ্যাত বটেন, কিন্তু ব্যবহারানুসারে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হইলে, তাঁহা-দিগকে এ আখ্যা প্রদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যৎ কিঞ্চিৎ অঙ্ক-শিক্ষা-মাত্র তাঁহাদের বিদ্যার সীমা; তাঁহারা বিদ্যা-রসের স্বাদ-গ্রহও করেন না, নীতি-শাস্ত্রেও শিক্ষিত হয়েন না। বিদ্যা ও ধর্ম্ম-বিহীন লোকের যেরূপ আচরণ হওয়া সম্ভব, তাহা কাহার অগোচর আছে? * * *

"এ দেশীয় লোকের মফস্বলস্থ মাজিষ্ট্রেট্‌দিগের নিকটে নীলকর-দিগের নামে অভিযোগ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু তাঁহাদের এ দেশীয় লোকের নামে অভিযোগ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। ইহাতে বিচার-স্থলেও, নীলকরদিগেরই প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ হয়। যখন কোন কোন স্থলে ভূস্বামীরাও তাঁহার নিকট পরাভব মানেন, তখন অধীন দীন কৃষকেরা কোথায় আছে? তাঁহার সুশিক্ষিত দুরন্ত দূতেরা বল পূর্ব্বক তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, নীলের কার্য্যে নিযুক্ত করে। * * *

* * "যাহারা এই সমস্ত অভাবনীয় অত্যাচার ক্রমাগত সহ্য করিতেছে, তাহাদের আর কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? তাহারা ধন-বিষয়ে দরিদ্র, জ্ঞান-বিষয়ে দরিদ্র, ধর্ম্ম-বিষয়ে দরিদ্র এবং বল ও বীর্য্য-বিষয়েও দরিদ্র হইয়াছে। তাহাদের এই দারুণ দুরবস্থা-নিরাকরণেরই বা উপায় কি? আমাদের দেশীয় লোকের পরস্পর ঐক্য নাই, এবং জন-সমাজের অধস্তন শ্রেণীর সহিত উপরিতন শ্রেণীর মিলন নাই। যাহা-দের স্বদেশের দুরবস্থা-মোচনের ইচ্ছা আছে, তাহাদের তদুপযোগী সামর্থ্য নাই; যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহাদের ইচ্ছা নাই। কোন পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে গেলে, যত দূর উত্থিত হওয়া যায়, ততই গ্রীষ্ম-হ্রাস ও শীতাধিক্য বোধ হয়, সেইরূপ এ দেশীয় জন-সমাজ-রূপ গিরি-শিখরের যত ঊর্দ্ধ ভাগ প্রত্যক্ষ করা যায়, ততই অনুৎসাহ, অননুরাগ অযত্ন ও ঔদাস্যেরই নিদর্শন সকল দৃষ্ট হইতে থাকে। কি প্রকারে যে এই সকল দুর্নিবার প্রতিবন্ধক মোচন হইয়া, এদেশের পরিত্রাণ-সাধন হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক, অগ্রহায়ণ মাস—পল্লী-গ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা।]

ওজস্বিতাই ইঁহার রচনার একটি প্রধান গুণ, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তাহার উত্তর-কাল-প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ঐ মহৎ গুণ যেরূপ দৃষ্ট হয়, ঐ পত্রিকা-প্রকাশের পূর্ব্বকার রচনাতেও সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকা-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইনি হুগলীর নিকটবর্ত্তী বাঁশবেড়ে গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা-সংস্থাপন-উপলক্ষে যে প্রস্তাব পাঠ করেন, পশ্চাৎ তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"অদ্য কি সুখের দিবস! এ সময়ে আর কতিপয় মনের অভি-প্রায় ব্যক্ত না করিয়া, ক্ষান্ত হইতে পারি না। উৎসাহ অদ্য আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, দেশের হিতাভিলাষ অন্তঃকরণের সমুদায়

স্থান অধিকার করিয়াছে,—আশা সাহসকে আশ্রয় করিয়া, গগন পর্য্যন্ত উড্ডীয়মানা হইয়াছে, পৃথিবী অদ্য যেন এক নূতন মনোহর বেশ পরিধান করিয়াছে এবং আনন্দ, সাগর-স্বরূপ হইয়া, আমার মানস-ক্ষেত্রে প্লাবিত হইয়াছে। আমি নিঃসন্দেহে অনুমান করি যে, এই সমাজস্থ সমুদয় মহাশয় আমার সহিত সমান আহ্লাদে মগ্ন হইয়াছেন। যেরূপ কৃষকেরা যত্নের সহিত বীজ বপন পূর্ব্বক ভাবী উৎপন্ন শস্যের আশায় আসক্ত হইয়া, পুলকে পরিপূর্ণ হয়, এবং মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা করিয়া সুখী হইতে থাকে, সেইরূপ আমরা অদ্য এই পাঠশালা-রূপ বৃক্ষের অঙ্কুর রোপণ করিয়া, ইহার উন্নতি-প্রত্যাশায় হর্ষ-যুক্ত হইতেছি, এবং ইহার সদবস্থার প্রতি প্রতীক্ষা পূর্ব্বক অন্তঃকরণে নানারূপ ভাবের আন্দোলন করিতেছি।" *

চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় প্রভৃতি গ্রন্থের ওজোময় ভাব সমুদায় যে লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে, উল্লিখিত বাক্যগুলিও সেই তেজস্বিনী লেখনী হইতেই প্রসূত।

এতদ্ভিন্ন ইনি মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে যে সমস্ত বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন, এখন আর সে সকলের উদ্ধার হওয়া সুকঠিন। নীতি-তরঙ্গিণী সভার† বক্তৃতাগুলি তো পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। হেয়ার্ সাহেবের স্মরণার্থ বাৎসরিক সভায় ইনি দুই বার দুইটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ‡ পাঠ করেন। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও, তাহা প্রাপ্ত হই নাই।

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৫ শক, ভাদ্র মাস।

† এই সভার বিষয় এই পুস্তকের ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

‡ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন রবিবারে উক্ত সভার তৃতীয় অধিবেশনে ফৌজদারী বালাখানা-হলে একটি, ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুনে সভার নবম অধিবেশনে হিন্দু-কালেজ-গৃহে আর একটি।

সভার সম্পাদক বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, ইহার প্রথম বারের বক্তৃতার প্রসঙ্গে ইহাঁর রচনা-শক্তির যেরূপ গুণ-কীর্ত্তন দ্বারা সভাস্থ সকলকে পুলকিত করেন, তাহা এবং তৎ-পূর্ব্বে ইহার বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়ও উদ্ধৃত হইতেছে,

"3rd Meeting held at the Faujdári bálákháná Hall on Sunday the 1st June, 1845.

"Bábu Rám Gopál Ghosh, who was voted to the chair, said—It was a solemn occasion. They were met to commemorate the philanthrophy of one whose name was dearly beloved, was enshrined in their hearts, and was associated there with gratitude and esteem. For the last two years, a discourse on subjects connected with the moral, intellectual, or social advancement of India, had been read, and his friend on the right would deliver a similar discourse that evening.

"Bábu Akshaykumár Datta then rose to deliver a discourse, which was in Bengali language. The subject of it was the changes effected by the agency of Education in the Hindu mind. He began by taking a retrospective view of the condition of this country. He contrasted the present with the past. Time was, said he, when Hindus were so utterly incapable of appreciating the utility of public works that they would not have subscirbed a pice to promote them—when they understood nothing except what related to the gratification of their animal wants. A better

day had, however, dawned upon his fatherland. Though the great mass of his country-men were still destitute of all public spirit, and pre-eminently distinguished by apathy and lukewarmness, yet there was a large and increasing number of educated and intelligent natives, who were not open to these charges. They thought and acted far differently from their benighted brethren. Many of them were laudably exerting themselves to improve and elevate their country: they had established Societies for ameliorating its moral and political condition ; they had set on foot the educational institutions for disseminating the blessings of that education which they had themselves received, and which, they knew, was the grand remedial agent for all the evils of their country. Bábu Akshaykumár Datta then dwelt upon the happy effects likely to accrue from the present altered state of things brought about by the labours of that zealous and indefatigable friend of native education, the late David Hare. He was the author of that great moral revolution through which this country was revolving. The Bábu (Akshaykumár Datta) adverted to the exertions of Mr. Hare in promoting almost every object that was calculated to ameliorate the conditions of India, such as the freedom of the press, and the prevention of coolie trade ; and he concluded by eulogizing that active be-

nevolence which was the most conspicuous trait of Mr. Hare's character. The Bábu (Bábu Akshaykumár Datta) sat down amidst loud and enthusiastic cheers.

"Bábu Kiśorichand Mitra then rose and said, Mr. Chairman, I am sure you will agree with me that the discourse just read by my friend does honour both to his head and heart. The subject which it embraces—a subject fraught with practical importance—has been ably, eloquently, and feelingly treated by him. It is distinguished by a chastity of diction, a sweetness of style, and a felicity of illustration, seldom to be met with in Bengali writers. It is free from that meretricious orientalism which unfortunately often characterizes our vernacular productions. It contains several animated and merited encomiums on that philanthrophy and disinterestedness which we are met to celebrate this evening. My friend has justly observed that Mr. Hare was one of those who think the world to be their country, and mankind their country-men. * * *

"The discourse we have just now heard is very clever and interesting, and it is not the less so because of its being a Bengli one."†

---

† See, pp 7—8, Appendix to the work called David Hare and the Obligations of the Hindu Community to promote Scientific Education being an address delivered at the thirty-fourth anniversary of Hare's death, held at the University Senate House, Calcutta, on the 1st June, 1876, by Dr. Mahendra Lal Sircar, M. D. (now C. I. E.)

দ্বাদশ অধ্যায়।

অক্ষয় বাবুর অনুধ্যান-শীলতা ও স্বদেশীয় লোকের কুসংস্কার-বিমোচন-চেষ্টা।—ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলকে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য গ্রন্থকারদের গ্রন্থ-রচনা।—বাঙ্গলা ভাষা ভিন্ন হিন্দী, উৎকল প্রভৃতি ভাষায় ইঁহার পুস্তক সকলের অনুবাদ।

অক্ষয় বাবু এক জন অনুধ্যানশীল ব্যক্তি। স্বদেশের ও স্বজাতির হিতাহিত চিন্তা সর্ব্বদাই ইঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক আছে। এই উদ্দেশ্য ব্যতীত একটি পঙ্‌ক্তিও ইঁহার লেখনী হইতে কখন বহির্গত হয় নাই। বস্তুতঃ ইনি কোন বিশেষ হিতকর প্রয়োজন ও গুরুতর অভিসন্ধি ব্যতিরেকে কোন গ্রন্থই লিখেন নাই। অনেক ধার্ম্মিক লোকে নানা বিষয়ে কষ্ট পায় ও অনেক অধার্ম্মিক লোকে আমোদ-প্রমোদ করিয়া, সুখে দিন-যাপন করে, ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নটি ইঁহার পঠদ্দশাতেই মনে উদয় হয়। ইনি এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য কত গ্রন্থ পাঠ করেন, সহাধ্যায়ী ও অন্য অন্য কত লোকের সহিত এ বিষয়ের বিচার করেন এবং অনেক সভাতেও এ বিষয়ের মীমাংসার্থে অনেক বাদানুবাদ উপস্থিত করেন। কোন কোন সভার সভ্যেরা ইঁহার বিতর্ক-বাদে বিস্তর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই ইঁহার উক্ত কার্য্যের নিবৃত্তি হয় নাই। পরে যখন কুম্ব্ সাহেব-প্রণীত কনস্-

টিটিউশন্ অব্ ম্যান্* নামক গ্রন্থ ইঁহার হস্তগত হইল, তখনই উহা পাঠ করিয়া, অতিমাত্র পরিতৃপ্ত হইলেন। তাহাতে ইনি আপনার ইচ্ছানুরূপ অবিকল সিদ্ধান্ত লাভ করুন, আর না করুন, জগতের নিয়ম-প্রণালীর প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া, অতি আহ্লাদিত হইলেন। পরে স্বদেশীয় লোকের কু-সংস্কার-মোচন ও জ্ঞান-বর্দ্ধন-উদ্দেশে ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গলা ভাসায় বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার নামক পুস্তক রচনা করিলেন।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার গ্রন্থে ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের বিষয় বিচারিত হয়। তাহাতে লিখিত হয়, এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ও লঙ্ঘন করিলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। ইনি দেখিলেন, এ দেশের সমস্ত লোকে এ সকল নিয়ম জানেন না, ও দেশ-ভাষায় এমন কোন গ্রন্থও নাই যে তাহা পাঠ করিয়া, তাঁহারা সে বিষয় জানিতে পারেন। এই নিমিত্ত এই সকল নিয়ম-সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতে কৃত-সঙ্কল্প হন। ভৌতিক নিয়ম এবং পদার্থবিদ্যা ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম জানাইবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মনীতি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্মনীতি সমাপ্ত হইবার পরেই, শারীর-বিধান লিখিবার মানস করেন। তাহার সমুদায় উদ্‌যোগও করিয়াছিলেন। আর, পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত যন্ত্র-বিজ্ঞান, বারি-বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান, দৃষ্টি-বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় ভাগ ক্রমে ক্রমে

* Constitution of Man.

লিখিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। বারি-বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় * লেখাও হইয়াছিল। পরে উৎকট শিরোরোগ উপস্থিত হইয়া, ইঁহার সমুদায় বাসনা শেষ করিয়া দিল। স্বদেশীয় লোকের কুসংস্কার-মোচন ও বুদ্ধি-পরিমার্জ্জন জন্য ঐ পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিষয়ে ও অন্য অন্য বিষয়ে কতক গুলি প্রবন্ধ লেখেন। পশ্চাৎ তাহাই সংগ্রহ করিয়া, ও কিছু কিছু নূতন বিষয় রচনা করিয়া, চারুপাঠের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

হিন্দুরা আপনাদের সমুদায় ধর্ম্মকে অনাদি-সিদ্ধ অথবা অতীব প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের এই কুসংস্কার দূর করিবার উদ্দেশে ও হিন্দুধর্ম্ম যে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য, ঐ ধর্ম্মের প্রকৃত বিবরণ-স্বরূপ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় লিখিতে প্রবৃত্ত হন।

যে স্থানে ও যে ভাষায় যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম হওয়া উচিত এই অভিপ্রায়ে ইনি ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করিবার জন্য ধর্ম্মো-ন্নতি-সংসাধন নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং কয়েক জন প্রধান ব্রাহ্ম তাহা স্বতন্ত্র পুস্তক-রূপে প্রকাশ করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। † এতদ্ভিন্ন বাষ্পীয়-রথারোহণ নামক এক খানি গ্রন্থও প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৬ শক, মাঘ মাস, ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† এই পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠা দেখ।

এদেশীয় লোকের মধ্যে ইনিই প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় সুপ্রণালী-সিদ্ধ বিজ্ঞান-বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা ও প্রচার করেন *। পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় কোন উত্তম ভূগোল ছিল না, অক্ষয় বাবু যখন ইংরেজীতে ভূগোল পড়েন, তখন উহা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভূগোলের বিরুদ্ধ বোধ হওয়াতে, ঐ সকল শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা জন্মে। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার অবিশ্বাস জন্মিবার এই প্রথম সূত্র। তৎপরে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বালকদের শিক্ষার্থে এক খানি ভূগোল রচনা করেন ও তত্ত্ববোধিনী সভা হইতেই উহা প্রকাশিত করেন। এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় যে কয়েক খানি পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইঁহার পুস্তকই সর্ব্বাগ্রগণ্য ও উৎকৃষ্ট। ইঁহার প্রণীত চারুপাঠের মধ্যে প্রাকৃতিক ভূগোল-সংক্রান্ত অনেক প্রস্তাব আছে। এক্ষণে ঐ বিদ্যা-বিষয়ে যে দুই পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রণীত প্রাকৃত ভূগোলে এই পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। অপর খানির রচয়িতা স্কুল্ ইনস্‌পেক্টর্ শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ইঁহাকে ঐ বিদ্যা-বিষয়ে পূর্ব্বতন লেখক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহার কৃত ধর্ম্মনীতি বাঙ্গলা ভাষায় নীতি-বিজ্ঞান-সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বোত্তম পুস্তক। পূর্ব্বেই

* ইঁহার পূর্ব্বে যে কেহ কিছু লিখিয়াছেন, তাহা প্রণালী-শুদ্ধ ও সুরচিত হয় নাই, সুতরাং তাহা গণনীয় নয়।

উল্লিখিত হইয়াছে *, ইনি জ্যামিতি-অধ্যয়ন-কালে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইল, তখন বিষম-রোগাক্রান্ত হওয়াতে, প্রচার করিতে পারেন নাই, তাহাও পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি †। তদ্ভিন্ন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং চারুপাঠে বারি-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, প্রাণি-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা ও শারীরিক-স্বাস্থ্য-বিধান-বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখিত হয়। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত-প্রণীত বাঙ্গলা খগোল-বিবরণ নামক যে জ্যোতিষের পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহাতে ইঁহার লিখিত জ্যোতিষাদি-বিষয়ক প্রবন্ধের অনেক স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে। ভারত-বর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপ-ক্রমণিকাংশে আপেক্ষিক শব্দ-বিদ্যার অর্থাৎ ভাষা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার পুস্তক খানি সকল বিজ্ঞানের সার-স্বরূপ এক খানি প্রগাঢ় দর্শন। বাঙ্গলা গ্রন্থ-কারেরা বিজ্ঞান-পথে পদার্পণ করিবার অনেক পূর্ব্বে ইঁহা কর্ত্তৃক এই রূপ সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ফলতঃ স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, ইনিই সুপ্রণালী-ক্রমে বোধ-সুলভ সরল বাঙ্গলা ভাষায় ভূগোল, খগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃত ভূগোল, নীতি-বিদ্যা ও স্বাস্থ্য-বিধান প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান-শাখা-রচনার আদর্শ ও পথ প্রদর্শন করিয়া-ছেন।

---

* এই পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

† ঐ পৃষ্ঠা।

বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার পুস্তকে বায়ু-সেবন, ব্যায়াম, শরীর-সঞ্চালন, পরিমিত ভোজন, পুষ্টি-কর-দ্রব্য-ভক্ষণ প্রভৃতি বিষয় কিরূপ উৎসাহ সহকারে সতেজ ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অণুবীক্ষণ নামক মাসিক পত্র, জীবন-রক্ষক, যৌবন-সুহৃদ, ব্যায়াম-শিক্ষা, ব্যায়াম-চর্চ্চা, শরীর-পালন ও স্বাস্থ্য-রক্ষা নামক দুই খানি পুস্তক এবং শারীরিক-নিয়ম-পালন-বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ সকল বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার প্রকাশিত হইবার পরে প্রণীত, প্রচারিত ও সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়াছে।

ইঁহার প্রণীত ধর্ম্মনীতি নামক বিখ্যাত পুস্তকে উদ্বাহ সংক্রান্ত নিয়ম, বালক-গণের শিক্ষা-প্রণালী, বহু পরিজন একত্র সংসৃষ্ট হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য নহে, ইত্যাদি বিষয় সকল কি প্রকার অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অতীব পরি-পাটী ক্রমে লিখিত হইয়াছে, তাহাও কাহার অবিদিত নাই। এই গ্রন্থ প্রচারিত হইবার বহু কাল পরে মেদিনীপুরের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র-বিরচিত হিন্দু-বিবাহ ২ দুই ভাগ, প্রবাহ পত্রিকায় সার্জ্জন্ ধর্ম্মদাস বসুর লিখিত বিবাহাদি-বিষয়ক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায়ের বাল্য-বিবাহ-রাহিত্য ও অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলন, শ্রীযুক্ত কেশব-চন্দ্র সেনের কৃত বালিকাগণের বিবাহ-কাল-নিরূপণ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম্, ডি, সি, আই, ই কর্ত্তৃক সম্পাদিত

Calcutta Journal of Medicine নামক চিকিৎসা ও তদানুষঙ্গিক বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় সাময়িক পত্রে বাল্য-বিবাহের আলোচনাদি, ঢাকার শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-লিখিত মহাপাপ বাল্য-বিবাহ নামক পত্রিকা এবং কোন অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিরচিত বাল্য-বিবাহ নাটক প্রভৃতি পুস্তক ও প্রবন্ধ সকল লিখিত ও প্রকাশিত হয়। সেই সমুদায় গ্রন্থ-প্রণেতারা স্ব স্ব গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মনীতি পাঠ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। *

নর্ম্যাল্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় যে শিক্ষা-প্রণালী এবং ঢাকার স্কুল্-ইন্‌স্‌পেক্টর্ শ্রীযুত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় যে শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় স্বাস্থ্য-রক্ষায় ও চিকিৎসক যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ধাত্রীশিক্ষায় সূতিকাগার-সম্বন্ধে যাহা লেখেন, শ্রীযুত শ্রীনাথ দাস ব্যবসায়ী পত্রিকায় ও অন্যান্য সকলে কৃষি-সংক্রান্ত পুস্তক সমূহে ব্যবসায়-শিক্ষা বিষয়ে যাহা যাহা লেখেন, বঙ্গদর্শনের একান্নবর্ত্তী পরিবার নামক একটি প্রবন্ধে বহু পরিজন একত্র সংসৃষ্ট হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য নহে, বলিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হয়, সে

---

* "পণ্ডিত বিদ্যাসাগর ও বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত দুই জনে বঙ্গ-ভাষার দুই হস্ত। এই দুই জনকে বাদ দিলে, চন্দ্র-সূর্য্য-হীন আকাশের ন্যায় বঙ্গ-সাহিত্যাকাশও অন্ধকারময় প্রতীয়মান হয়। এমন শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন, 'আমি এই দুই ব্যক্তির পুস্তক স্পর্শও করি নাই'।"—[প্রভাতী, ১২৮০ সাল, ১১ই ভাদ্র।]

সমুদায়ও ধর্ম্ম-নীতির অন্তর্গত ঐ সকল বিষয় প্রকাশিত ও সর্ব্বত্র পঠিত হইবার অনেক কাল পরে লিখিত হয়।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গলা সাহিত্য-সংগ্রহের দ্বিতীয় ভাগে তৃতীয় ভাগ চারুপাঠ হইতে বিদ্যা-বিষয়ক স্বপ্নদর্শন, কীর্ত্তি-বিষয়ক স্বপ্নদর্শন, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য ও মিত্রতা, ধর্ম্মনীতি হইতে শারীরিক-স্বাস্থ্য-বিধান এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ হইতে আর্য্যদিগের ভারতে শুভাগমন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য-রত্নাবলীতে বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার হইতে আশা, ধর্ম্ম-নীতি হইতে সৎপ্রবৃত্তির প্রাধান্য, চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ হইতে সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ হইতে আর্য্যদিগের ভারতে শুভাগমন সংকলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাহিত্য-সারে ধর্ম্মনীতি হইতে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ, বাহ্যবস্তু হইতে বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার ও মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়, চারুপাঠের প্রথম ভাগ হইতে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন, দ্বিতীয় ভাগ হইতে প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার ও সৌরজগৎ, তৃতীয় ভাগ হইতে বিদ্যা-বিষয়ক স্বপ্নদর্শন ও মেঘ ও বৃষ্টি এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় হইতে আর্য্যদিগের ভারতে শুভাগমন নীত হইয়াছে। গড়পার-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্রের প্রবন্ধ-সংগ্রহে চারুপাঠের প্রথম ভাগ হইতে জন্মভূমি, আত্মপ্রসাদ, আত্মগ্লানি ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে

চারুপাঠ কেবল নিজে শিক্ষা দান করিয়া, লোকের মন উজ্জ্বল করিতেছে এমন নয়, ইহা তাদৃশ বিস্তর গ্রন্থের প্রবর্ত্তক হইয়া অন্তরূপেও উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থ-প্রচারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন ভাষায় এরূপ সুমনোহর বিজ্ঞান-গর্ভ পাঠ্য পুস্তক ছিল না। ইহা অদ্যাপি এরূপ গ্রন্থের আদর্শ-ভূমি হইয়া রহিয়াছে। ইহার আদর্শ-ক্রমে ও ইহার অনুকরণ করিয়া পাঠাবলী, তত্ত্বাবলী, জ্ঞানাঙ্কুর নামক ২ দুই খণ্ড পুস্তক (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), রত্নসার, চারুবোধ, চারুনীতিপাঠ, প্রবন্ধমালা, বস্তুবিচার, প্রকৃতিপাঠ, নীতিপথ, প্রবন্ধকুসুম ইত্যাদি বিস্তর পাঠ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। যদিও সে সমুদায় চারুপাঠের মত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুললিত চিত্ত-রঞ্জন গ্রন্থ না হউক, এবং ইহার মত উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত না হউক, তথাচ সে সমস্ত বিশুদ্ধ হইলে, বিজ্ঞান-বিষয়ের অনুশীলন ও সুষ্ট-ঘর্ষণ দ্বারা জন-সমাজের যথেষ্ট উপকার সম্ভাবনা বলিতে হইবে। সে সমুদায় দ্বারা যাহা কিছু উপকার হউক, চারুপাঠই তাহার মূল প্রবর্ত্তক।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত-প্রণীত সাহিত্য-মঞ্জরী পুস্তকের পশ্চিম ধামে প্রকৃতি-সন্দর্শন, স্বদেশানুরাগ, আসঙ্গ-লিপ্সা, দয়া, সৌরজগৎ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রস্তাব গুলি যে চারুপাঠ ও পদার্থবিদ্যা হইতে সংগৃহীত, তাহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত গ্রন্থকার তাহা স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়টি অন্যান্য লোকেরও অবিদিত নাই। অনেক বৎসর অতীত হইল, এক খানি সংবাদপত্রের সম্পাদক লেখেন, " অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিষয়

গুলির যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহার ভূরি ভূরি অনুকরণ দৃষ্ট হইতেছে। * ”

খগোল, জড়-বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, পদার্থ-বিদ্যা-সার এবং পদার্থ-বিদ্যার প্রশ্নোত্তর ও প্রশ্নাবলী প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক অক্ষয় বাবুর বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বহুমূল্য গ্রন্থ সকল হইতে সংকলিত হইয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে।

অক্ষয় বাবু যখন যে সয়ে গ্রন্থবি প্রচার করিয়াছেন কৌতূহলাক্রান্ত বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিরা ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহা গ্রহণ ও অধ্যয়ন করেন এবং অনেকে তাহার আদর্শানুসারে সেই বিষয়ের পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই রূপে ইঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ সেই সেই জাতীয় গ্রন্থের প্রবর্ত্তক হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ও ঐ পুস্তকে ইনি পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে যে প্রগাঢ় প্রস্তাব লেখেন, তদ্দ্বারা বঙ্গদেশের কত উপকার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। † ইঁহার পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধানের পরে ঐতিহাসিক রহস্য, পাণিনি-বিচার, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, আর্য্য-ধর্ম্ম-সার, ভারতীয় প্রত্নাবলী, মনুসংহিতা ও তত্তৎ-সমালোচন, বৈদিক গবেষণা, গ্রীক ও

---

* সহচর, ১২৮৭ সাল, ২৯শে বৈশাখ।

† "এ বিষয়ে (পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে) * * * অক্ষয়বাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।"—[বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, ৫৩ পৃষ্ঠা।]

হিন্দু, রত্নরহস্য প্রভৃতি রাশি রাশি পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কীয় গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের আদর্শানুসারে অনেকানেক গ্রন্থকর্ত্তা স্ব স্ব পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এসিষ্টাণ্ট্ মেজিষ্ট্রেট্ নন্দকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক বিরচিত বামাবোধ, কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাগ্‌ভট-সংহিতা, হরিকৃষ্ণ মজুমদার-প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের হিন্দু রাজত্ব-ভাগ, রমানাথ ঘোষ (সরস্বতী) এম্, এ,-প্রচারিত ঋগ্বেদ-সংহিতার ভূমিকা ও উপক্রমণিকাদি, রায়না-বাসী রাজেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতীয় গ্রন্থাবলী, আর্য্যদর্শনের আর্য্যজাতি ও আর্য্যকীর্ত্তি, বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত নানা প্রস্তাব ইত্যাদি ভূরি ভূরি পুস্তক, পত্রিকা ও প্রবন্ধ-প্রচার-বিষয়ে উক্ত গ্রন্থ দ্বারা যথেষ্ট উপকার-সাধন হইয়াছে। প্রথমোল্লিখিত তিন জন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থকারেরা উপাসক-সম্প্রদায় হইতে বিষয় গুলি গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ উহার নামোল্লেখ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ পর্য্যন্ত করেন নাই ইহাই ক্ষোভের বিষয়। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের তত্ত্ব-কৌমুদী নামক ধর্ম্ম-বিষয়ক পত্রিকায় ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় হইতে কতক গুলি সম্প্রদায়-বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

অক্ষয় বাবু বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের ২য় উভয় ভাগে ও পদার্থবিদ্যা পুস্তকে যে সকল ইংরেজী শব্দের অর্থ নূতন সঙ্কলন ও সুসংগঠন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতিবাদ, শব্দার্থ-দীধিতি, প্রকৃতি-নির্ণয়, প্রকৃতি-বোধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অভিধান-পুস্তক সকলে, অনুবীক্ষণ নামক চিকিৎসা-

বিষয়ক পত্রিকায়, বামাবোধিনী পত্রিকা ও অন্যান্য মাসিক, পত্রে এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক বিবিধ পুস্তক সমূহে সগৌরবে পরিগৃহীত হইয়াছে।

কেবল বঙ্গদেশে নয়, ইঁহার কৃত পুস্তকগুলি নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভারতবর্ষের নানা অংশে জ্ঞান প্রচার করিয়াছে ও করিতেছে। লাহোরের শ্রীযুক্ত বাবু নবীন-চন্দ্র রায় বিশুদ্ধ হিন্দীতে প্রথম ভাগ চারুপাঠের অনুবাদ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকা-ভাগের অনুবাদের জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। "উচিত-বক্তা" নামে হিন্দী-সংবাদপত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র বেহারের দেশ-ভাষায় চারুপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ অনুবাদিত করেন। উৎকলের বিচ্ছাদ পট্টনায়ক চারুপাঠের কয়েক ভাগ উৎকল-ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল গুপ্ত বেহার-দেশীয় স্কুলের জন্য হিন্দী ভাষায় এবং আসামের ছথাবৎ আলি আসাম স্কুলের জন্য আসামী ভাষায় পদার্থবিদ্যা অনুবাদ করেন। কাশীতে "কবি-বচন-সুধা" পত্রিকায় বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হয়। উল্লিখিত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র চারুপাঠের তৃতীয় ভাগ ও ধর্ম্ম-নীতি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের ১ম ভাগের সম্প্রদায়-বিবরণ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বৃক্ষ-বীজ যেমন বৃক্ষ তলে ও বৃক্ষ-সন্নিকটে পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হয় এবং বায়ু-প্রবাহ, জল-প্রবাহ, বাণিজ্য-

ব্যবসায় ও মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক নানা প্রকারে পরিচালন দ্বারা দূর দূরান্তরে নীত হইয়া, বৃক্ষাদি উৎপাদন পূর্ব্বক পরিণামে ফলোৎপাদন করে, সেইরূপ অক্ষয় বাবুর লিখিত বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রদ বিষয় সমুদায় অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুকৃত, সংগৃহীত ও অপহৃত হইয়া, চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। অক্ষয় বাবু যে জীবিত থাকিয়া, আপন গ্রন্থ গুলির এরূপ সফলতা সন্দর্শন করিলেন, এটি ইঁহার ও আমাদের অপার আনন্দের বিষয়।

এই সমস্ত বহু-মূল্য পুস্তক অক্ষয় বাবুর তত্ত্ববোধিনী-রূপ কল্প-বৃক্ষের ফল-স্বরূপ। ইনি আজি পর্য্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে, বাঙ্গলা ভাষা যে কত বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ইঁহার সাংঘাতিক পীড়া।—অচিকিৎসা রোগ জন্য সংবাদপত্র-সম্পাদক সুপণ্ডিত লোক ও অপর সাধারণের আক্ষেপ।—ইনি পীড়িত হইলে, তত্ত্ববোধিনী সভার সভাগণ কর্তৃক ইহাঁকে বৃত্তি-প্রদান। —ইঁহার অভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যায় হ্রাস এবং পত্রিকার উৎকৃষ্ট রচনা ও উদার মতের খর্ব্বতা।—ইহাঁর সম্পাদকতা-বিরহে দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃতির আক্ষেপ।—দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি অক্ষয় বাবুর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।

ইঁহার বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও হিতোৎসাহ-প্রভাবে এক দিকে বিবিধ প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান-লাভ দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধন,—অন্য দিকে স্বদেশীয় ভাষায় প্রকৃত জ্ঞান-প্রচার দ্বারা স্বদেশস্থ লোকের কুসংস্কার-বিমোচন, বুদ্ধি-পরিমার্জ্জন ও চিত্ত-বৃত্তির উন্নতি-করণ-চেষ্টা,—আর এক দিকে ব্রাহ্ম-সমাজের বহু-বিধ মত-পরিশোধন পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন এই ত্রিবিধ সৎকীর্ত্তি-প্রবাহ, সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া যুগপৎ চলিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু বঙ্গদেশের অদৃষ্টে ঈদৃশ কল্যাণকর কীর্ত্তি-স্রোত কত দিন প্রবাহিত থাকিবার আশা করা যাইতে পারে? ইঁহার শরীর পূর্ব্বাবধি কখনই তাদৃশ ভাল নয়। অজীর্ণতা-দোষ বহু কালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। তাহার উপর অতিরিক্ত মানসিক শ্রম হওয়াতে দেহ ক্রমে ক্রমে বৎপরোনাস্তি অসুস্থ, ক্ষীণ ও স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইয়া যাইতে লাগিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গুরুতর কার্য্য-ভার জনিত

পরিশ্রম নিতান্ত অতিরিক্ত হইতেছে জানিতে পারিয়া, ইনি রোগ-প্রকাশের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই সন্ধ্যার পর লিখন-পঠন পরিত্যাগ করেন। কেবল দিবাভাগে পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে দিবসের ক্লান্তি-পরিহারার্থে বিশ্রাম করিতে থাকেন। কিন্তু তাদৃশ সাবধানতাও ইঁহার পক্ষে যথেষ্ট কার্য্যকর হয় নাই। ১৭৭৭ সত্তর শ সাতাত্তর শকের (১২৬২ সালের) আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পরে এক দিন ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-কালে তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই অচিন্তিত-পূর্ব্ব দুর্দ্দৈব-ঘটনায় কিয়ৎ ক্ষণ সমাজের উপাসনা-কার্য্য স্থগিত থাকে। পরে ইঁহার আত্মীয় লোকেরা ইঁহাকে ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহের অভ্যন্তর হইতে বহির্ভাগে লইয়া গিয়া, নানারূপ শুশ্রূষা দ্বারা ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। ইহার দুই দিবস পরে, ইনি তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বসিয়া কোন প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে ইঁহার মস্তকে এমন এক রূপ জ্বালা উপস্থিত হইল যে, তাহাতে ইনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, ইঁহার এক উৎকট রোগের সৃষ্টি হইয়াছে *।

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠে, ইনি তদুপলক্ষে সেই যে লেখনী ত্যাগ করিলেন, সেই একেবারে চির জীবনের মত ত্যাগ করা হইয়াছে। বঙ্গের গৌরব ও আশা-ভরসা-স্থল দত্তজ মহানুভবের এই হৃদয়-ভেদী মর্ম্মান্তিক ব্যাপার

---

* রোগের পূর্ব্ব সূত্র ছিল বলিয়া, আরও দুই বার মূর্চ্ছা হয়। এক বার মূর্চ্ছা-প্রায় হয়। ইঁহার পিতার এক প্রকার বাতিক জ্বর ছিল।

স্মৃতি-পথে সমুপস্থিত হইলে, হৃদয়-ক্ষেত্র যে কি পর্য্যন্ত ব্যথিত, আকুলিত ও আলোড়িত হইয়া যায়, তাহা স্বদেশ-বৎসল সকরুণ ব্যক্তি-মাত্রেই অবগত আছেন।

ইনি দুর্দ্দান্ত রোগের হস্তে না পড়িলে, বিবিধ বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান, সামাজিক নিয়ম-সংশোধন, ভারতবর্ষীয়-পুরাতত্ত্ব-প্রকটন, বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন প্রভৃতি অনেক প্রকার বিষয়ে কত মহৎ মহৎ কার্য্যই সম্পাদিত হইত! ইনি স্বয়ং এ বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

"কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষ-রূপ অনুশীলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান-চেষ্টা *, কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরি-ভাগ-সন্দর্শন-বাসনায় এক এক বারে বহুবিধ বর্ব্বর-নিবাস, সুপ্রাচীন মানব-কীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারাদি-বিশিষ্ট বিস্তৃত ভূখণ্ড-পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমুন্নতি সাধন-ব্রতে ব্রতী স্বদেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষ-প্রবর্ত্তনের অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ-প্রণয়ন ও স্বদেশ-সম্বন্ধীয় নানা প্রকার হিতানুষ্ঠান-কামনা রহিল! সকলই বাষ্পীভূত হইয়া গেল! সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল। অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল! আমার হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি এক বারেই শুষ্ক হইয়া গেল।" – [ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগের উপক্রমণিকা।]

---

* "ভূতত্ত্ব বা উদ্ভিদ-বিদ্যা অবলম্বন করিবার অভিলাষ ছিল। তাহার সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম মাত্র। এক বারেই অপরাপর সকল বাসনার সহিত সে বাসনাও নির্ম্মূল হইয়া গেল।"

সর্ব্ব-শক্তি-সংহারক নৃশংস শিরোরোগ! তুই নিজ বিক্রম প্রকাশ করিবার জন্য আর অন্য শরীর আশ্রয় করিতে পাইলি না?—অথবা, তোর দোষ কি? হত-ভাগ্য বঙ্গদেশের কপাল মন্দ।

মস্তিষ্কের তেজোবিহীনতা ইঁহার পীড়ার প্রধান লক্ষণ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গুরুতর কার্য্য-ভার-বিমোচন ও স্বকীয় জ্ঞান-তৃষ্ণার চরিতার্থতা-সাধনই সেই তেজোবিহীনতার প্রধান কারণ। এই দুশ্চিকিৎস্য রোগ ইঁহাকে এমন করিয়া আক্রমণ করিয়াছে যে, ইংরেজী ও বাঙ্গলা কোন চিকিৎসাই ইঁহার প্রতিকার করিতে পারিল না। ইনি এই রোগে এমন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন যে, কি শারীরিক, কি মানসিক, ইঁহার কোন প্রকার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা রহিল না। ইঁহার এই বিষম পীড়া দেশের একটি ঘোরতর অমঙ্গলের বিষয় বলিয়া সকলেরই অনুভূত হইল। শিক্ষিত-সমাজস্থ সকলেই অতি-মাত্র দুঃখিত হইলেন। ইঁহার এই শিরোরোগ এ দেশীয়দের বিপদ্ ও বিড়ম্বনা বলিয়া পরিগণিত হইল, এবং কত কত সংবাদপত্র তজ্জন্য বিলাপ-বাক্যে পরিপূর্ণ হইল। তাহার মধ্যে দুই একটি সংবাদ-পত্রের উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে,

"হে পাঠক-পুঞ্জ! এই সময়ে এই স্থলে মৃতবৎ হইয়া লিখিতেছি যে, আমার অতি স্নেহান্বিত প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-সম্পাদক ও কলিকাতা নর্ম্যাল্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, যাঁহাকে অদ্বিতীয় লেখক বলিলে বলা যায়, যিনি আপনার রচনামৃত বৃষ্টি করিয়া বহু ব্যক্তির মানস-ক্ষেত্র আর্দ্র করিয়াছেন, আমি যাঁহাকে স্বদেশে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এই ক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা

করি *, এই মানসিক শ্রমের অধীন হইয়া, সেই অক্ষয়ের দৈনিক বল অক্ষয় হইতে পারিল না। এই ক্ষণে প্রাণাধিক এমত দুর্ব্বল ও এমত অশক্ত যে, প্রায় আপনাতেই আপনি নাই। পূর্ব্বে যিনি লেখনী ধারণ করিয়া অতি সহজে অনায়াসেই অনবরত সর্ব্ব-শিব-কর বিষয় সকল অভ্রান্তে রচনা করিতেন, এই ক্ষণে তিনি এমত অশক্ত যে, দুইটি কথা একত্র করিয়া লিখিতে হইলে, অতিশয় প্রমাদ ঘটিয়া উঠে। পূর্ব্বে যিনি ক্ষণ-মাত্র নয়ন মুদ্রিত করিয়া, অতি অভাবনীয় ভাব সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক পুলকে পরিপূরিত হইতেন, অধুনা সেই ভাবের নিমিত্ত সেই ভাবে এক বার নয়ন মুদ্রিত করিতে হইলে, একেবারেই নয়ন মুদ্রিত করিতে হয়। পূর্ব্বে যিনি বহু-জন-বেষ্টিত পণ্ডিত-মণ্ডিত প্রকাশ্য সভায় দণ্ডায়মান হইয়া, নির্ভয়ে মুক্ত-কণ্ঠে প্রকট-বদনে দোষ-হীন সুধাময় সুললিত সাধু শব্দে সংবক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃ-সকলের শ্রুতি-সদনে পীযূষ বর্ষণ করিয়াছেন, মানস হরিয়াছেন, সংপ্রতি সাধারণ শব্দ সংযোগ করিয়া, সামান্য রূপে কথা কহিতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হয়! আহা! কি বিলাপের ব্যাপার! ও মহাশয়েরা! বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইদানীং অক্ষয়-কুমারের সময় সর্ব্ব প্রকারেই সুসময় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন তিনি এতদ্রূপ উত্তম অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও, আন্তরিক শ্রমের জন্য দৈহিক পীড়ায় প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন, তখন এই দারুণ দুরবস্থার সময়ে আমি তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন হইয়া ও অধিক পরিশ্রম করিয়া যে এরূপ হইব, ইহা কোন মতেই অসম্ভব হইতে পারে না। তবে এই দুর্ভাগ্য কালে আমি ইহাকেও এক প্রকার সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করি যে, অদ্যাপি এক কালে অকর্ম্মণ্য হই নাই। বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও সম্পাদকীয়

---

* অক্ষয় বাবু ঈশ্বর বাবুর অনুরোধ-ক্রমে প্রথমে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা এই পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই জন্যই ঈশ্বর বাবু এরূপ গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়াছিলেন বোধ হয়, তাহির অন্য কারণ নাই।

কার্য্য সম্পাদন করিতেছি। কিন্তু আর চলে না, সর্ব্ব দিকে অচল হইয়া উঠিল। যাহারদিগের আনুকূল্য উৎসাহী হইব, তাঁহারাও আমার কপালে অচল হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে কর্ম্মকে তৃণ অপেক্ষা লঘু বোধ করিতাম, এই ক্ষণে তাহাকে অচল অপেক্ষাও ভার বোধ হইতেছে। এই সঙ্কটাবস্থায় বাবু অক্ষয়কুমার এক বৎসরের বিদায় লইয়া এতন্নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াগে যাত্রা করিয়াছেন। বোধ করি, এত দিনে তিনি ভোজপুর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া গাজিপুরের নিকটস্থ হইয়া থাকিবেন। ৪। ৫ দিবসের মধ্যেই বারাণসী ধাম দর্শন করিবেন। তিনি এই জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন-গুণে ইতি মধ্যেই কিঞ্চিৎ আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বোধ করি, আর কিছু দিন পরে সম্পূর্ণ রূপেই সুস্থ হইবেন। পরন্তু একান্ত চিত্তে এই প্রার্থনা করি, অক্ষয়ের দেহ অক্ষয় হউক, অক্ষয় হউক,—হে জগদীশ্বর! তুমি শীঘ্রই তাঁহার মঙ্গল কর, মঙ্গল কর। তিনি শীঘ্রই অরোগী হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনার আসনে আরূঢ় হইয়া মনের সুখে পূর্ব্ববৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করত আমারদিগের আনন্দকর হউন। অক্ষয় যে কি গুণের মানুষ, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া কি জানাইব? তাঁহার ন্যায় গুণান্বিত দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রায় বিদ্যমানাভাব। আমি তাঁহাকে কি বাক্যে সম্বোধন করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

"প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা এই বাক্য হইতে মধুর বাক্য এবং এই সম্বোধন হইতে মধুর সম্বোধন আর কিছুই প্রাপ্ত হই না। অতএব ধাতা, পাতা, ভ্রাতা, আমার এই অক্ষয় ভ্রাতার কুশল-দাতা হউন। এই স্থলে আর অধিক লিপি-বাহুল্য-করণের প্রয়োজন করে না; আমি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া সাক্ষী রাখিয়া অকপটে সরল চিত্তে সমুদয় কথা ব্যক্ত করিলাম, বলিবার বিষয় শেষ করিলাম।"

[সংবাদ প্রভাকর, ১২৬৩ সাল, ২ রা পৌষ।]

* * * "of a philosophic turn of mind, accurate

habits of thought, profound erudition, and patient industry and master of a polished and vigorous style he (Akshaykumár Datta) is an ornament to the Republic of letters in Bengal and we can not but consider it a national calamity that his chronic illness prevents him from pursuing his literary avocations with consistent application.—[*The Hindu Patriot, February* 13, 1871.]

"All Bengal laments the loss of this great man for though living he is lost to literature."—[*Literature of Bengal*, p. 173.]

অক্ষয় বাবুর বিদ্যা বুদ্ধি বিবিধ-বিষয়িণী। যে কোন কৃত-বিদ্য ব্যক্তি ইঁহার কোন বিষয়ের বিশেষ-রূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই ইঁহার অসাধ্য শিরোরোগ ভূ-লোকের সমধিক ক্ষতিকর জানিয়া আক্ষেপ ও কাতরতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইঁহাকে এক খানি পত্রে লিখিয়া পাঠান,—" আমাদের এই দেশ আপনার দীর্ঘকাল-ব্যাপী রোগ প্রযুক্ত কি ক্ষতি-গ্রস্তই হইয়াছে! সে জন্য আমি যত সন্তপ্ত আছি, এত আর কেহই নয়। "

"What a loss this country has sustained by your protracted ill health. No one mourns it more than I do."—[*May* 8, 1883.]

জগদ্বিখ্যাত ম, ম, মূলর্, ইঁহার শিরোরোগের সংবাদ অবগত হইয়া লিখিয়া পাঠান,—"আমি আপনার পীড়ার সমাচার শুনিয়া বাস্তবিক বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু

এই আশা করিতেছি যে, আপনি আরোগ্য লাভ পূর্ব্বক আরও কতক গুলি হিতকর কার্য্য করুন।"

"I am truly sorry to hear of yours illness, but I hope you will be spared to do some more useful work."—[*August* 31, 1883.]

অক্ষয় বাবুর অসাধ্য রোগ তত্ত্ববোধিনী সভার ও তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার একটি বিপত্তির বিষয়, ইহা বলাই বাহুল্য। ঐ সভার সভ্যেরা তন্নিমিত্ত অতি-মাত্র দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া-ছিলেন ইহাও বলা অতিরিক্ত। তাঁহারা ইঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। দেশ-মান্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ের জন্য বিশেষ উদ্‌যোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত সে বিষয়ের বৃত্তান্ত ১৭৭৯ সতরশ উনআশী শকের (১২৬৪ সালের) কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে,

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে, এতদ্দেশীয় লোকদিগের যে নানা গুরুতর উপকার-লাভ হইয়াছে, ইহা বোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাসৃষ্টির এক প্রধান উদ্‌যোগী এবং এই মহোপকারিণী পত্রিকার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি-লাভের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বত্র এরূপ আদর-ভাজন ও সর্ব্ব-সাধারণের এরূপ উপকার-[illegible] [illegible] উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া [illegible] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্ট-চিত্ত [illegible]। তিনি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া, অবিশ্রান্ত [illegible] পরিশ্রম দ্বারা শরীরপাত করিয়াছেন, বলিলে বোধ হয়, [illegible] দূষিত

হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া, দীর্ঘ কাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত শরীর-পাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র সাধু-বাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক; না করিলে, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়।

"দীর্ঘকাল দুরন্ত রোগে আক্রান্ত থাকাতে, অক্ষয়কুমার বাবুর আয়ের সঙ্কোচ, ব্যয়ের বাহুল্য এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। এ সময় কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে পারিলে, প্রকৃত-রূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, এই বিবেচনায় গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবসীয় বিশেষ সভায় শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন যে, তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে কিছু কালের জন্য অক্ষয়কুমার বাবুকে সাহায্য প্রদান করা যায়। তদনুসারে অদ্য সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যত দিন পর্য্যন্ত সুস্থ ও সচ্ছন্দ-শরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রম-ক্ষম না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক পাইবেন। আর ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে, এই প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষয়-কুমার বাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং সর্ব্ব-সাধারণের গোচরার্থে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাতেও অবিকল মুদ্রিত হয়।"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৯ শক, কার্ত্তিক মাস।]

অক্ষয় বাবু যেরূপ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, তাহাতে সভা হইতে যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য-লাভও ইঁহার অনেক ভরসা-স্থল হইল। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন, আপনার পুস্তক-বিক্রয় দ্বারা একরূপ ব্যয়-নির্ব্বাহের উপায় হইল, তখন "আমার নিমিত্ত সভার আর অর্থক্ষতি না হয়", এই বিবেচনায় ঐ বৃত্তি-গ্রহণে বিরত হইলেন।

অর্থ-লোভ, পদ-লোভ, মান-লোভ, আত্মীয় জনের অনুরোধ প্রভৃতি কিছুতেই যাহা সাধন করিতে পারে নাই, নিষ্ঠুর শিরোরোগে ইঁহার সেই বিড়ম্বনার বিষয়টি অতি সহজেই সম্পন্ন করিয়া দিল। যাহাতে অতিশয় যত্ন ও স্নেহ * করা যায়, প্রায় তাহাতেই বিঘ্নের আশঙ্কা হইয়া থাকে।

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি ইঁহার অবিচলিত স্নেহ ও মমতার যে এখন পর্য্যন্তও হ্রাস হয় নাই, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

১২৮৯ সালের ২৬শে ফাল্গুন রাত্রি-প্রভাত-কালে অক্ষয় বাবু স্বপ্ন দেখেন যে, আন্দুল-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত যেন আসিয়া ইঁহাকে বলিতেছেন যে, "ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষেরা আপনাকে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাতে কিছু কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহারা আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।" এই কথা শুনিয়া ইনি তাঁহার সহিত দুই চারি কথা কহিয়া, নিজের অসমর্থতা জানাইয়া বলেন, "আমি এক খানি পত্র দি, আপনি তাঁহা-দিগকে দিবেন। আমি তো স্বয়ং পত্র লিখতে অক্ষম। আমি বলিয়া দিতেছি, আপনি লিখিয়া লউন।"

সে পত্রের অন্তর্গত কথাগুলি এই,

"মানাস্পদ ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষগণ,

"আমি শিরোরোগ প্রযুক্ত একেবারে অসমর্থ হইয়া রহিয়াছি, ইহা তো আপনারা জানেন। আমি এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া আছি। .... † আমি যে আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে লিখিতে পারি না, ইহা আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও অত্যন্ত মনস্তাপের বিষয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির-চিত্ত হইয়া বলিলেন, "এখন আমার অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হই-তেছে। আমি আর কিছু বলিতে পারিতেছি না।"

এই কথা বলিয়াই, নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখেন, দুই চক্ষুতে ও গণ্ড-দেশে অশ্রু-জল বহিয়াছে। এ বিষয়ের যে বাক্যগুলি সুস্পষ্ট স্মরণ ছিল, পর দিন স্বীয় কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র রায়কে তাহা বলেন। তিনি উহা শুনিয়া যেরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এ স্থলে অবিকল তাহাই লিখিত হইল।

---

† এখানকার কয়েকটি কথা স্মরণ ছিল না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উপর ইঁহার যেরূপ আশঙ্কা ছিল, ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল। ক্রমে পত্রিকার এমন দুরবস্থা হইল যে, গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই অপসৃত হইলেন। অক্ষয় বাবু রোগাক্রান্ত হইলেও, অবিলম্বে আরোগ্য লাভ পূর্ব্বক পত্রিকা সম্পাদন করিবেন, তাঁহারা এই প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন ছিলেন। পরে যখন দেখিলেন, ইনি রোগ-মুক্ত হইতে না পারিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহারা অবিলম্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-গ্রহণে বিরত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, ৭০০ সাত শত গ্রাহকের মধ্যে ন্যূনাধিক ২০০ দুই শত জন মাত্র পত্রিকার গ্রাহক রহিয়া গিয়াছে।

অক্ষয় বাবুর সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্বন্ধ ত্যাগ হইলে পর, রচনাদির কথা দূরে থাকুক, উহার সতেজ-ভাব ও মহোচ্চ উদার মত-গৌরবেরও হ্রাস হইতে থাকে। ইহা যেমন বিসদৃশ, তেমনই ক্ষোভ-জনক। যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় * অক্ষয় বাবু স্ত্রীজাতিকে উন্নত করিবার আশায় অখণ্ডনীয় যুক্তি-বলে "পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানা-জাতীয় পুরাবৃত্ত, ধর্ম্মনীতি, স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থা, জ্যোতিষ, শারীরস্থান, শারীর-বিধান" প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানাদি উচ্চ উচ্চ বিষয় শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা উৎসাহ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া দেন এবং যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উপদেশ ও দৃষ্টান্তের অনুসরণ

---

*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭০ শক, আষাঢ় মাস, ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা।

করাতে কত কত ব্যক্তির কুসংস্কার-বিমোচন ও মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অক্ষয় বাবুর সম্পাদকতা ত্যাগ হইলে সেই তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাতেই স্ত্রী জাতির বিজ্ঞানাদি উচ্চ শিক্ষা নিবারণ পূর্ব্বক অতি অকিঞ্চিৎকর বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই নিকৃষ্ট ব্যবস্থা-বাক্য পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিতেছি, বিচক্ষণ পাঠকগণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গ-দেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার কি শুভকর ফল, তাহা আমরা বঙ্গীয় যুবকগণের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইতেছি। ইহাঁরা প্রাচ্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতি-হাস, গণিত শাস্ত্র, ন্যায়, বার্ত্তা শাস্ত্র প্রভৃতিতে জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু সেই জ্ঞান তাঁহাদিগের জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদিগের অধিকাংশের জীবনকে অপবিত্র ও অবনত করিতে দৃষ্ট হয় *।"

ঐরূপ হওয়া শিক্ষার দোষ কি না, এ দেশীয় অধুনাতন অশিক্ষিত লোকের চরিত্র দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে যে অনেকে ভ্রষ্টাচার হন, শিক্ষা-প্রণালীর অন্যান্য অংশের ত্রুটিই তাহার হেতু। ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস না করাই, তাহার একটি প্রধান কারণ। বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান অনু-শীলন করিলে, অবনতি হয়, এ কথা উচ্চারণ করাও উপহাসের বিষয়। যে অবনী-মণ্ডলে জ্যোতির্ম্ময় ইয়ুরোপ-খণ্ডের অবস্থিতি আছে, তথায় জ্ঞানাধিকারী মানব-জাতির

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০২ শক, চৈত্র মাস।

অর্দ্ধাংশকে প্রধান প্রধান জ্ঞান-গর্ভ বিষয়ে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয় না?

কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঐরূপ মত নহে। সুশিক্ষিত বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদেরও অনেকের ঐ প্রকার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। পরলোকগত শ্রীযুক্ত পারী-চাঁদ মিত্র এক জন বিদ্বান্ বলিয়া গণনীয়। তিনি স্ব-প্রণীত "রামারঞ্জিকা" পুস্তকে স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ে কিরূপ লিখিয়াছেন, পাঠকগণের গোচরার্থ এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

" পুরুষ অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত অর্থকরী বিদ্যা অভ্যাস করে বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরও তাহা জানা ভাল। জানিলে, অশেষ উপকার দর্শিতে পারে। * * * শিল্প-বিদ্যাতে অর্থের উপার্জ্জন হয়, এ কারণ শিল্প-বিদ্যাও অর্থকরী বিদ্যার অন্তর্গত। ঐ শিল্প কর্ম্ম নানা প্রকার। যথা— সেলাই করা, রিপু করা, কাপড়ে ঝাড় বুটা তোলা, ছাঁচ ঢালা, মোমের ও অন্যান্য দ্রব্যের গড়ন গড়া, খেলানা তৈয়ার করা, নক্সা করা এবং চিত্র করা। * * * স্ত্রীলোকের গৃহ-কর্ম্ম, পড়া শুনা ও শিল্প-বিদ্যারও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য †।"

প্যারী বাবুর স্ত্রী-শিক্ষার এই চরম সীমা। অক্ষয় বাবুর ধর্ম্মনীতিতে যে সকল উৎকৃষ্ট বিষয় শিক্ষা দিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার নাম-গন্ধও নাই। অক্ষয় বাবুর উল্লিখিত বিষয়ক প্রবন্ধ এই "রামারঞ্জিকা" গ্রন্থের ৭ সাত বৎসর ও উক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধের ২৭ সাতাইস্ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিয়াও, সুশিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত ঐ প্রবন্ধ ও পুস্তক-প্রণেতাদের জ্ঞান-নেত্র যখন উন্মীলিত হয় নাই, তখন অক্ষয় বাবুকে স্ব-

† রামারঞ্জিকা, ১২৬৭ সাল।

কালোত্তর বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ নিজ সময়ের অতীত বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোক বলিয়া সহজেই অঙ্গীকার করিতে হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের লোক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের এই অকিঞ্চিৎকর মতকে হেয় জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং অক্ষয় বাবুর যে যে গ্রন্থে স্ত্রী-জাতির সুপ্রশস্ত উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা সেই ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের পরীক্ষা দিয়া বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। সত্যের জয় এই রূপেই হইয়া থাকে।

অক্ষয় বাবুর অভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কিরূপ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বাক্যেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ সাত শত জন গ্রাহক ছিল, তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্ব্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই *।"

যিনি অক্ষয় বাবুর এত প্রশংসা করিলেন, গৌণ-কল্পে তিনি সেই প্রশংসার মূল কারণ। অক্ষয় বাবু বলেন,—"আমাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিবার মূল কারণ দেবেন্দ্র বাবু। তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত না করিলে, আমি কখন অভিলষিত কার্য্য করিবার পথ প্রাপ্ত হইতাম কি না জানি না। এ জন্য

---

* দেবেন্দ্র বাবুর কৃত 'ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

তাঁহার নিকটে আমার তন্নিবন্ধন কৃতজ্ঞতা কখন মন হইতে অপনীত হইবার নয়।" কিছু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি *, দেবেন্দ্র বাবুও অক্ষয় বাবুর সকাশে অল্প উপকৃত ও অল্প ঋণী নন।

এমন কি, ভিন্ন-দেশীয় পণ্ডিত-সমাজেও অক্ষয় বাবুর অভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অবনতির বিষয় অবিদিত নাই। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস-লেখক শ্রীমান্ লিওনার্ড সাহেব বলিয়াছেন,

"The journal (Tattwabodhini Patriká) is still in existence and flourishing, but the most prosperous time of its career was during the edtorship of Akshaykumár Datta, when the numbers of its subscribers amounted to 400, most of whom were Mofussilites, and many of whom it succeeded in converting to Bráhmaism. In fact it was a very efficient vehicle for the spread of a Bráhmistic principles, and it has justly been reckoned one of the three main instruments for the propagation of the Bráhmic religion, the other two being the Bráhma Samáj itself and the Tattwabodhini Savá, It i also admitted by all that this journal has greatlys contributed to the improvement of the Bengali language."†

---

* এই পুস্তকের ৮১ হইতে ৯০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজের মত-সংশোধন-প্রস্তাব পাঠ কর।

† Leonard's History of the Bra'hma Sama'j, p 81.

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বালি গ্রামে অবস্থান।—সুপ্রসিদ্ধ শোভনোদ্যান।—কয়েকটি কৃতবিদ্য লোকের বালিতে আগমন ও তাঁহাদের এক জনের লিখিত সোমপ্রকাশে ইহাঁর সেই সময়ের বৃত্তান্ত-ঘটিত পত্র-প্রচার।—ইহাঁর গৃহ-সজ্জা-সামগ্রী।—অসাধারণ বুদ্ধি ও সুদৃঢ়-চিত্ততার নানা প্রকার পরিচয়।—বিস্তর নোট্-পুস্তকের মধ্যে এক খানি নিতান্ত পুরাতন নোট্-পুস্তক।

ইহাঁর পীড়া হওয়া অবধি ইনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গলার নানা স্থানে অবস্থিতি করেন ও বারংবার পশ্চিমোত্তর অঞ্চলেও গমন করিতে থাকেন। শেষে বালিতে কিছু দিন বাসা করিয়া থাকেন। যখন নিয়তই পল্লীগ্রামে থাকা আবশ্যক হইল, তখন পল্লীগ্রামে নিজের থাকিবার জন্য একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করা বরাবরই ইহাঁর মনন ছিল। সুযোগ-ক্রমে বালিতে একটি মনোমত স্থানও মিলিল। সে স্থানটুকু ক্রয় করিয়া, আপনার বাসের উপযুক্ত একটি বাটি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতেছেন (*)। এই বাটির অঙ্গনে একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান করা হইয়াছে। এক্ষণে অক্ষয় বাবু কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ নহেন ; কেবল ঐ উদ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক কালহরণ করেন। ঐ উদ্যানটি ছোট বটে, কিন্তু এমন রমণীয় যে, তাহার সুচারু পরিপাটী বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি-সংগ্রহ দেখিয়া, "ইহাঁর এক জন সজ্জন বন্ধু উহার নাম চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ রাখিয়া-

* কল্পদ্রুম, ৪র্থ খণ্ড, ২৮৫ ও ২৮৬ পৃষ্ঠা।

ছেন। বস্তুতও তাহাই বটে।"* ইঁহার এ কার্য্যটিও স্বদেশীয় লোকের সাধারণ হিতসাধন করে বিফল হয় নাই। এতদ্দর্শনে অনেকের সুনির্ম্মল উদ্যান-সুখ-সম্ভোগে প্রবৃত্তি ও অনুরাগ জন্মিয়াছে এবং ঐ রূপ উদ্যান করিতে প্রবৃত্তি-সঞ্চার ও উৎসাহ-বৃদ্ধি হইয়াছে। এরূপ অসামান্য বহু-বৃক্ষ-গুল্ম-লতাদি-সংগ্রহ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এ জন্য অনেকানেক বিশিষ্ট ব্যক্তি দূর হইতেও আগমন পূর্ব্বক বৃক্ষাদির নাম সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান ও নিজ উদ্যানে সেই রূপ বৃক্ষ-সঞ্চয়ের চেষ্টা পান।

উদ্যানটি ছোট বটে, কিন্তু অসাধারণ তরু-রাজি-সংগ্রহ ও সুচারুরূপ পারিপাট্য প্রযুক্ত উহা লোক-প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বিবিধ জাতীয় আরকেরিয়া, থুজা, সাইপেরস্, জুনিপেরস্, পাইনস্, কুপ্রেসস্, পাম্ (নানাবর্গ), সেলাজিনেলা, ফরম্ (নানাবর্গ), এন্থুরিয়ম্, পোথস্ ফিলোডেণ্ড্রন্, মন্‌ষ্টেরা, ক্রোটন্, কোলিয়স্, বিগোনিয়া, মেরেণ্টা, কেলেথিয়া, হফ্‌মেনিয়া, সেণ্ট্রাডেনিয়া, কুর্‌মেরিয়া, পেপেরোমা, ড্রেসীনা, ডিফেন্‌বেকিয়া, এগ্‌লোনিমা, এলোকেসিয়া, কেলেডিয়ম্, একালিফা, অরেলিয়া, ইরান্থিমম্, প্যাস্পেভিরা, পেণ্ডানস্, সাইস্, পেলিওনিয়া, ফেনোরিয়া, টেডিস্‌কেনশিয়া, ফিকস্ প্রভৃতি † অসামান্য সুদৃশ্য

* নববার্ষিকী, ১২৮৪ সাল, ১৯০ পৃষ্ঠা।

† Araucaria, Thuja, Cyperus, Juniperus, Pinus, Cupressus, Palm, Selaginella, Fern, Anthurium, Pothus, Philodendron, Monstera, Croton, Coleus, Begonia, Maranta, Calathea, Hoffmannia, Centradenia, Curmeria, Peperoma, Dracæna, Die-

বৃক্ষ; অর্কিড্, ব্রাউনিয়া, ক্রান্সিশিয়া, রোজেসি, জিনিয়া, মেগ্নোলিয়া, পয়িন্ট্রিয়া, বদন্ত্রিয়া, কুটন্-কোয়ালিন্, এমেরিলিস্, কমব্রিটম্, হাইবিস্কস্, এমেরিলিস্, ফ্লেরোডেণ্ড্রন্ ইত্যাদি বিবিধ-বর্গের অন্তর্গত সুশোভন বৃক্ষজাতি এবং এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি, লোবান, তেজপত্র, কাবাবচিনি, খদির, হিঙ্গু, কর্পূর, চন্দন, ভূর্জ্জপত্র, হরীতকী, শাল, আমলকী, পান্থ-পাদপ ইত্যাদি নানা জাতীয় অশেষ প্রকার পরম রমণীয় অসাধারণ বৃক্ষ-জাতি-সমূহ, মধ্যে মধ্যে অতি সুদৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন শাদ্বল-ভূমি, চিত্রপটের ন্যায় দৃশ্যমান একত্র বিবিধ বর্ণের বৃক্ষ-সজ্জায় সজ্জীভূত পরিষ্কৃত উদ্যান-ভূমি এবং তপোবন সদৃশ সুনিভৃত রম্য স্থল দর্শকগণের অন্তঃকরণ প্রীত, চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়া দেয়। এই উদ্যান-কার্য্যের সুন্দর পরিপাটী-সম্পাদন ও অপত্য-নির্ব্বিশেষে বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদির পরিপালন অক্ষয় বাবুর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। উদ্যান-স্থিত গাছ-ঘরটির মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয়, যেন ভূলোক অপেক্ষা পবিত্রতর ও উৎকৃষ্টতর কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! এই উদ্যানটি সামান্যাকারে অল্প স্থানে পত্তন করা হয়। ঐ স্থানটি উদ্যান-স্বামীর গৃহের অঙ্গন বৈ আর কিছুই নয়। কিন্তু অসামান্য বুদ্ধি-শক্তির কেমন কার্য্য দেখ, ইহাতে যত প্রকার অসাধারণ

Ienbachia, Aglonema, Alocasia. Caladium, Acalypba, Aralia, Eranthemum, Sansevera, Pandanus, Cissus. Pellionia, Genoria, Tradescantia, Ficus.

অপূর্ব্ব বৃক্ষ আছে, তাহা এদেশীয় ও এদেশস্থ অন্য দেশীয় কোন ব্যক্তির উদ্যানেই দেখিতে পাই না।

ইহার খ্যাতি-প্রচার হইলে পর, অনেকে নানা স্থানের উদ্যান সন্দর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন, শিবপুরস্থ রাজকীয় উদ্যান ব্যতিরেকে অন্য কোন লোকের উদ্যানে এত প্রকার অসাধারণ অপূর্ব্ব চিত্র-বিচিত্র বৃক্ষাদি দৃষ্টি করি নাই। যাহারা এই প্রকার অনেক শোভনোদ্যানের * কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, সেই সুশিক্ষিত মালীদের মধ্যে অনেককেই অবিকল এইরূপ বলিতে শোনা গিয়াছে।

একটি বিশুদ্ধ কারণে এই উদ্যানটি চির-দিনের নিমিত্ত পরম পবিত্র শ্রদ্ধেয় পদার্থ হইয়া রহিয়াছে। সেটি এই যে, উদ্যান-স্বামী এস্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক সর্ব্বজন-পূজ্য ভারত-বর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়-প্রচার দ্বারা বালি গ্রামকে যশস্বী করিয়াছেন।

কয়েকটি কৃতবিদ্য ব্যক্তি এক বার ইঁহাকে দেখিয়া গিয়া সোমপ্রকাশে ইঁহার বিষয়ে এক খানি পত্র প্রেরণ করেন, পশ্চাৎ তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা পাঠ করিলে, এরূপ অসমর্থ হইয়া কিরূপে ইঁহার কাল-ক্ষেপ হয়, তাহার কিছু জানিতে পারা যাইবে।

"এই মহাত্মা বহু দিন হইল, লোকের দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইঁহাকে চারুপাঠের গ্রন্থকার বলিয়া জানে। কেহ কেহ হয়ত ইঁহাকে পুরাতন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক বলিয়া জানেন। কিন্তু ইনি এখন কোথায় আছেন, কিরূপে দিন-যাপন করিতেছেন, বোধ হয়, অতি অল্প লোকেই সে সংবাদ রাখিয়া

* Ornamental Garden.

থাকেন। * * * বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা কিছু পরিমাণে বিদিত আছেন, তাঁহারা ইহাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। অধিক কি, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ও ইহাঁকে বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'সেই অক্ষয়কুমার দত্ত এখন একপ্রকার জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া নির্জ্জনে বাস করিতেছেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই দেশে জ্ঞানচর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধি জন্য যে গুরুতর পরিশ্রম আরম্ভ করেন, তাহাতেই ইহাঁর শরীরের স্বাস্থ্য জন্মের মত গিয়াছে। দুরারোগ্য শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, বিংশতি বৎসর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছেন। সে সময়ে যাঁহারা অক্ষয় বাবুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, 'প্রাতে, সন্ধ্যাকালে, দিবাভাগে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে যখনই যাই, দেখি অক্ষয়কুমার তদ্গত চিত্তে হয় গ্রন্থাধ্যয়নে, না হয় কোন প্রকার রচনায় ব্যস্ত আছেন।' যাঁহারা তাঁহাকে সামান্য গ্রন্থকার মনে করেন তাঁহাদের মহৎ ভ্রম। তিনি যখন প্রথমে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন যশঃস্পৃহা বা ধনস্পৃহা তাঁহার হৃদয়কে উত্তেজিত করে নাই। দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূর করা, লোকদিগকে সন্নীতি ও সদাদর্শ প্রদর্শন করা প্রভৃতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার প্রণীত সকল গ্রন্থেই ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। আর একটি কথা আছে। এখন বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষাকৃত পুষ্ট-কলেবর হইয়াছে। এখন কোন প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, লেখককে তত ক্লেশ পাইতে হয় না। কিন্তু তাঁহার সময়ে ভাষা ক্ষীণ ও হীনাবস্থ ছিল, সুতরাং তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিলে, তাঁহার প্রতি অধিক ভক্তির সঞ্চার হয়। এই সকল পরিশ্রম ও চিন্তায় তিনি ধন, স্বাস্থ্য ও সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, সম্প্রতি জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়া আছেন। এখন বয়ঃক্রম অনুমান ৫৩ বৎসর, নিদারুণ শিরঃপীড়ায় একটি চক্ষু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, আকার বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ও শরীর দুর্ব্বল

এবং রোগজীর্ণ হইয়া আছেন। দেখিলে বোধ হয়, তিনি ভগ্ন দেহ ও মনকে কোন প্রকারে রক্ষা করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন। * * * কেবল তিনি একাকী এক নির্জ্জন বাটিতে বাস করিতেছেন। যাঁহার দুই পংক্তি পড়িবার বা লিখিবার সামর্থ্য নাই, স্ত্রী-পুত্র নিকটে নাই, অধিক ক্ষণ আলাপ করিবারও শক্তি নাই, তিনি কিরূপে দিনপাত করেন, পাঠকগণ কি তাহা জানিতে চান? তবে যাহা দেখিয়াছি, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"তাঁহার বাড়িটি বালি গ্রামের পার্শ্বে গঙ্গার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ঘরগুলি অতি পরিষ্কার ও বায়ু-সঞ্চালনের বিশিষ্ট উপায় আছে। দেখিয়া চারুপাঠের গৃহমার্জ্জন ও বায়ু-সেবনের কথা স্মরণ হইল। তিনি যে স্থানে বসেন, তাহার চারি দিকে নানা প্রকার সিন্ধু-জাত শঙ্খ, শম্বুক, প্রাণি-দেহ, জীব-কঙ্কাল প্রভৃতি অতি পরিপাটী-রূপে সুসজ্জিত দেখিলাম। তিনি এক একটি হস্তে করিয়া তাহার প্রকৃতি, স্বরূপ ও ইতিবৃত্ত প্রভৃতি ও তৎসঙ্গে ডারুইনের মত প্রভৃতি বুঝাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহার মনোহর উদ্যানে অবতরণ করা গেল। তাঁহার ন্যায় সামান্যাবস্থ আর কোন বাঙ্গালীর এরূপ উদ্যান আছে কি না সন্দেহ। সেই অল্প-পরিসর ভূমি-খণ্ডের মধ্যে তিনি যে সকল অত্যাশ্চর্য্য তরু ও লতা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেখানে বিলাতী জুনিপর, সাইপ্রেস্ প্রভৃতি দেখিলাম এবং আরব্য-দেশীয় পাম্-পাদপ, প্রাচীন ভারতবর্ষের শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন, ভূর্জ্জপত্র, এলাচী, লবঙ্গ-লতা প্রভৃতি নয়ন-গোচর করিলাম। কোন গুল্মে গুটীর গন্ধ, কোন পত্রে নূতন আম্রের গন্ধ, কোন পুষ্পে সুমধুর চন্দনের গন্ধ। এইরূপ নানা প্রকার সুন্দর তরু ও লতা দেখিয়া ও সুমিষ্ট গন্ধের আঘ্রাণ করিয়া, হৃদয় ও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অক্ষয় বাবু যষ্টিধারণ করিয়া, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দুই পদ আসিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক তরু, গুল্ম ও লতার উদ্ভিদ-বিদ্যা-সম্মত ল্যাটিন নাম ও তাহার স্বরূপ, প্রকৃতি প্রভৃতি বর্ণ-

করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, উদ্যানের কোন কোন বৃক্ষ এবং করিতে তাঁহার ৪০৫০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে। এখন এই তরু-গুলিকে প্রতিপালন করা, তাঁহার জীবনের কার্য্য হইয়াছে। দিবা-মধ্যভাগে শিরঃপীড়ায় অবসন্ন থাকেন, কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এই বৃক্ষ ও লতা গুলির পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। পাঠক! বল দেখি, এরূপে কয় জন বাঙ্গালীর দিন গিয়া থাকে? আরও দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অবশিষ্ট আছে। কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি এরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিয়াও, কিরূপে উপাসক-সম্প্রদায়ের ভূমিকাটি লিখিলেন? আমরাও তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়া-ছিলাম। তিনি বলিলেন যে, সেখানে দুই একটি যুবা পুরুষ প্রায় তাঁহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তিনি অবসর মতে দুই এক পংক্তি মুখে মুখে রচনা করিয়া বলেন এবং তাঁহারা লিখিয়া রাখেন, এই রূপে উপাসক-সম্প্রদায়ের ভূমিকাটি লিখিত হয়। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির অন্য পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কাতর নন, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা কি বলিব? এই যুবা পুরুষদিগকে চিনি না, তাঁহারা উদ্দেশে আমাদের নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, অক্ষয় বাবুর চলে কিরূপে? পাঠক! সে জন্য তোমাকে আমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। তাঁহার পুস্তক গুলিই তাঁহার প্রিয় পুত্রের ন্যায় হইয়া, বৃদ্ধ-দশায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেছে। তিনি কাহারও অর্থ সাহায্যের প্রার্থী নন। জগদীশ্বর করুন, কখন যেন না হন। তবে বঙ্গীয় পাঠক! আমরা কি করি। এস আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয়ের কৃত-জ্ঞতা জানাইয়া আসি, তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিন কিঞ্চিৎ সুখী করি এবং গুরুতর ঋণ-ভার হইতে মুক্ত হই।"—[সোমপ্রকাশ, ১২৮২ সাল, ৯ই কার্ত্তিক।]

কেবল উদ্যান নয়, ইঁহার গৃহ-সজ্জাও শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার বিষয় ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের প্রীতির আস্পদ।

দেখিলে লোকের চিত্তাকর্ষণ হয়ই হয়। সোমপ্রকাশে "একটিত পূর্ব্বোক্ত পত্রের এক স্থলে লিখিত আছে,—

"তাঁহার (অক্ষয় বাবুর) বাড়িটি বালি গ্রামের পার্শ্বে গঙ্গার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ঘর গুলি অতি পরিষ্কার ও বায়ুসঞ্চালনের বিশিষ্ট উপায় আছে। দেখিয়া চারপাঠের গৃহমার্জ্জন ও বায়ুসেবনের কথা স্মরণ হইল। তিনি যে স্থানে বসেন, তাহার চারি দিকে নানা প্রকার সিন্ধু-জাত শঙ্খ, শম্বুক, প্রাণিদেহ, জীব-কঙ্কাল প্রভৃতি অতি পারিপাটী রূপে সুসজ্জিত দেখিলাম। তিনি এক একটি হস্তে করিয়া তাহার প্রকৃতি, স্বরূপ ও ইতিবৃত্ত প্রভৃতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ডারুইনের মত প্রভৃতি বুঝাইতে লাগিলেন।"

ফলতঃ ইঁহার গৃহ-সজ্জার দ্রব্য গুলি দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। চিত্র-বিচিত্র বহু-প্রকার শঙ্খ শম্বুক, শ্বেত রক্ত নানাবিধ আশ্চর্য্য প্রবাল-পঞ্জর, প্রস্তরীভূত অশেষ-প্রকার সামুদ্রিক শঙ্খ শম্বুক, নানা সময়ের উৎপন্ন অশেষ প্রকার প্রস্তর-পুঞ্জ, যাহা এক সময়ে সমুদ্র-গর্ভে বা অন্য জলাশয়ে নিহিত ছিল, পরে উচ্চ পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়াছে, এরূপ অপূর্ব্ব প্রস্তর-সমূহ, অভ্র-বিশিষ্ট পাষাণখণ্ড, প্রস্তর-সম্মিলিত কয়লা, প্রস্তরীভূত শঙ্খ-কপর্দ্দকাদি-বিশিষ্ট শিলা সমুদায়, কোন কোন প্রস্তর কেবল ঐরূপ কপর্দ্দকাদির সমষ্টিমাত্র, প্রস্তরীভূত অস্থি-বিশেষ, প্রস্তরীভূত হস্তি-হনু বা হস্তি-চিবুক, প্রস্তরীভূত অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ড, প্রস্তরীভূত তণ্ডুলাদি বৃক্ষ-বীজ, যানভূমে পতিত উল্কাপিণ্ডের খণ্ড-বিশেষ, প্রস্তরীভূত পর্ব্বতের সুস্পষ্ট-স্তর-চিহ্ন-বিশিষ্ট পাষাণসমূহ, আক-

রীয় অর্থাৎ অসংস্কৃত লৌহ ইত্যাদি অসামান্য বস্তু-সমুদায় দর্শন করিয়া, ভূতত্ত্ব-বিদ্যাভিলাষী ব্যক্তিরা পরম প্রীতি ও সমধিক শিক্ষালাভ করিতে পারেন। এ সমস্ত ব্যতিরেকেও একটি কাষ্ঠাধারে ভূতত্ত্ব-বিদ্যার উপকরণ-সামগ্রী স্বরূপ * কতক গুলি প্রস্তর, প্রবাল, ধাতুঃনিস্রব, প্রস্তরীভূত বিশেষ বিশেষ জন্তু এবং স্ফটিক প্রভৃতি কতক গুলি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সন্নিবেশিত আছে। সে গুলি ভূতত্ত্ব-বিদ্যা-শিক্ষার্থী-দিগের সুন্দররূপ শিক্ষোপযোগী। অক্ষয় বাবু যখন আপনার উদ্যান-বৃক্ষ গুলির ন্যায় এই সকল দ্রব্যও দর্শকদিগকে দর্শাইতে ও বুঝাইয়া দিতে থাকেন, তখন ইঁহার সমধিক উৎসাহ, আহ্লাদ ও মনঃস্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু ইদানী অনেক সময়ে ইনি কথাবার্ত্তায় অসমর্থ হইয়া ম্লান, অবসন্ন ও মনোদুঃখে দুঃখিত হন, এটি বড় আক্ষেপের বিষয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইনি কত বিষয়ই শিক্ষা ও কত বিষয়ই অনুশীলন করিয়াছেন। ৩০ ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইনি দুর্দান্ত শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া, নিতান্ত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছেন। যদি এই কাল আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ দেশের কত বিষয়ের কত উন্নতি ও বাঙ্গলার কতই গৌরব-বৃদ্ধি হইত! ইহা ভাবিতে গেলে, আর কিছু থাকে না; মনস্তাপে অধীর হইয়া পড়িতে হয়। এরূপ লোকের এরূপ পীড়া নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার!

* Geological Specimen.

একটি সুন্দর কাচ-পেটিকায় শত শত প্রকার শঙ্খ, শম্বুক, প্রবালাদি সংস্থাপিত ও এমন মনোহর ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যে, দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠে। কিন্তু ইঁহার কোন কাজই কেবল আপাত-সুখকর নয়; ঐ পেটিকার অভ্যন্তর-স্থিত অনেক গুলি দ্রব্যের বিজ্ঞান-সম্মত সংজ্ঞাদি লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল গৃহালঙ্কারের মধ্যে একটি তাপমান ও অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সংস্থাপিত আছে। কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি ও চৈত্য প্রভৃতিও এই স্থানে অবস্থিত ছিল, পরে সেগুলি উদ্যানে অবতারিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপর সাধারণ সকলের, বিশেষতঃ কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিতান্ত প্রীতিকর আরও কত প্রকার বস্তু আছে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা-দেশ-প্রচলিত তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা, তিন হস্ত দীর্ঘ অলাবু, ২॥০ আড়াই হস্ত-প্রমাণ জ্যোৎস্নী অর্থাৎ ঝিঙ্গা, ব্যাঘ্র-শাবকের সুকোমল চর্ম্ম, চিত্র-ব্যাঘ্রের অর্থাৎ চিতাবাঘের চর্ম্ম, অতিবৃহৎ সর্প-চর্ম্ম, অতীব বৃহৎ মেষ-শৃঙ্গ, ও বৌদ্ধদিগের মানসিক মন্দির প্রভৃতি বস্তুও কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়। অন্যান্য লোকের গৃহে যেমন চিত্রপট থাকে, ইঁহার উপবেশন-স্থলে তাহাও না আছে, এমন নয়। মধ্য-স্থলে সুপ্রসিদ্ধ ভারত-হিতৈষী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং তাহার পূর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় সার্ আইজাক্ নিউটনের প্রতিরূপ * রহিয়াছে। নিউটনের

---

* নিউটনের চিত্রপটে নিম্নোক্ত ২ দুইটি বাক্য লেখা আছে,—

(1) "Nature and Nature's Caws lay hid in night,
God said, 'Let *Newton* be', and all was light."

পদতলে দুই খানি নক্ষত্র-মণ্ডলের ছবি লম্বিত আছে। তাহাতে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্রের এবং মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশির সংস্কৃত নাম লিখিত থাকাতে, সেই দুই খানি সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কেবল হৃদয়-গ্রাহী নয়, গৃহ-স্বামীর বিজ্ঞানোৎসাহ ও পুরাতত্ত্বানুরাগের যুগপৎ পরিচয় দান করিতেছে। নিউটনের পূর্ব্ব ভাগে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের পারদর্শী জগদ্বিখ্যাত হক্স্‌লির প্রতি-রূপ এবং রামমোহন রায়ের উত্তরাংশে অভিনব-দর্শন-শাস্ত্র-বিশারদ ভুবন-প্রসিদ্ধ জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ এবং সম্মুখ ভাগে ভিন্ন ভিন্ন জীব-জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্-জাতির সৃষ্টি-প্রণা-লীর প্রধান-মত-প্রবর্ত্তক মহানুভাব চারল্‌স্ ডারউইনের চিত্রময় প্রতিরূপ দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত চিত্রপট একত্র অব-লোকন করিয়া, মনে একটি উচ্চভাব উপস্থিত হয়।

যে সময়ে অক্ষয় বাবু ডারউইন্ ও নিউটনের চিত্রপট স্থাপন করেন, সেই সময়ে সমীপবর্ত্তী কোন ব্যক্তিকে বলিয়া-ছিলেন, আমার এই গৃহ ক্রমে ক্রমে দেবলোক হইয়া উঠিল।

অপর ২ দুই খানি চিত্রপটে প্রসূত-প্রায় দুইটি গর্ভস্থ শিশুর সুন্দর প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আর একরূপ চিত্রপটও কতক গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার এক খানিতে ইংলণ্ড্, স্কট্‌লণ্ড্, আয়র্লণ্ড্ প্রভৃতির ভূতত্ত্ব-সম্মত ভূচিত্র রহিয়াছে। এইরূপ চিত্রপটে পৃথিবীর কোন্ অংশ কিরূপ পদার্থে ও কিরূপেই বা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নিরূপিত

(2) "As if *Newton* and Laplace were not the names of mortal men."

থাকে। উল্লিখিত চিত্রপটে ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের প্রায় সকল সময়েরই সমুৎপন্ন পর্ব্বতাদি * বিদ্যমান আছে, দেখিলেই তাহা সুন্দররূপ জানিতে পারা যায়। অপর এক খানি অতিকায় হস্তী ও চূচুকদন্ত হস্তী নামক লুপ্ত হস্তীর চিত্রপট। অতিকায় হস্তী কিঞ্চিদূন ১১ এগার হস্ত দীর্ঘ ও কিঞ্চিদধিক ৬ ছয় হস্ত উচ্চ; তাহার বক্রাকার দংষ্ট্রা ২ দুইটি প্রত্যেকে ৬ ছয় হস্ত, ৮ আট অঙ্গুলি পরিমিত। পাঠকগণ চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদে মহাকূর্ম্ম ও মহাপশু প্রভৃতি লুপ্ত পশুর বিবরণ মধ্যে এই উভয়ের বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন।

অন্য এক খানি চিত্রপটে হিমালয়ের একাংশের ভূতত্ত্ব-সম্মত ভূচিত্র চিত্রিত আছে। উহাতে শতদ্রু নদীর তীর-স্থিত ওয়াঙ্গ্‌তু সেতু হইতে সিন্ধু নদের তীর-বর্ত্তী সঙ্গ্‌দো পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে। ঐ ভূচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ স্থানের পর্ব্বত সমূহ সমধিক প্রাচীন। উহার অধিকাংশ স্তরীভূত পর্ব্বত †। অতএব ঐ স্থান পূর্ব্বে জল-ময় ছিল। ভূতত্ত্ব-বিদেরা সমুদায় স্তরীভূত শৈলকে তদীয় উৎপত্তির কাল-পারম্পর্য্য-ক্রমে ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করেন; প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। ঐ স্থানের শৈল সমস্ত প্রথম ও দ্বিতীয় কালে উৎপন্ন হয়; তৃতীয় ও চতুর্থ কাল-সম্ভূত কিছুই উহাতে বিদ্যমান নাই। তথায় বিস্তর

---

* এ সকল বিষয় অক্ষয় বাবুর নিকটে যেরূপ শুনিলাম, সেইরূপ লিখিয়া দিলাম।

† চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদে মহাকূর্ম্মাদি-বিষয়ক প্রবন্ধে স্তরীভূত পর্ব্বতের বিষয় লিখিত আছে।

বিস্তর স্তরীভূত জল-জন্তু, এমন কি, অনেক প্রকার সামুদ্রিক শঙ্খ শুক্তিকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব উহা প্রকৃত সমুদ্র-গর্ভেই ছিল।*

অপর এক খানি চিত্রপটে সমুদ্রের তরঙ্গ ও প্রবাহ-বলে আগ্নেয়-গিরির উৎপাতে এবং অন্যান্য কোন কোন কারণে পৃথিবীর জল-স্থল-ভাগের যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহারই উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাতে কয়েক প্রকার আগ্নেয়-গিরি, আইস্লণ্ডের বলবৎ উষ্ণপ্রস্রবণ, স্বভাব-জাত পর্ব্বত-সুরঙ্গ, স্থান-বিশেষে সমুদ্র-তটের ক্রমশঃ উন্নতি, প্রবালদ্বীপ * নির্ম্মাণ ইত্যাদি অনেক বিষয় চিত্রিত রহিয়াছে। সেই সকল প্রবালদ্বীপের বিষয় পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, সেই অঞ্চলের সমুদ্র-তল ক্রমশঃ অবনত হইয়া পড়িতেছে। নদী-স্রোত ও সমুদ্র-প্রবাহ দ্বারা মৃত্তিকাদি আনীত হইয়া আট্লাণ্টিক্ মহাসাগরে পতিত হইতেছে ও তদ্দ্বারা ঐ সমুদ্রতল কোন স্থানে পর্ব্বত ও কোন স্থানে গহ্বরের ন্যায়, উচ্চ নীচ হইয়া পড়িতেছে। ঐ চিত্রপটে তাহার তিনটি ভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। কালক্রমে ঐ মৃত্তিকাদি অধিকতর সঞ্চিত ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নির তেজে উত্থিত হইয়া অভিনব দ্বীপ, পর্ব্বত ও উপত্যকা উৎপন্ন হইতে পারে। পৃথিবীতে পর্ব্বত-বিশেষের স্বভাব-জাত সুরঙ্গ ও ভৃগু বা ভৃগুর মত উন্নত পর্ব্বতাংশ বিদ্যমান আছে, কোন স্থানে পর্ব্বত-বিশেষ হেলিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গ ও প্রবাহ দ্বারা সেই সমুদায় কিরূপে সম্পন্ন

---

* চারুপাঠের উল্লিখিত প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিবরণ আছে।

হওয়া সম্ভব, তাহা ঐ চিত্রপটে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সমুদায় দর্শন করা শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে অতীব প্রীতি-জনক ও শিক্ষা-দায়ক।

বরফ দ্বারা পৃথিবীর স্থল-ভাগের যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাই অন্য এক খানি চিত্রপটে প্রদর্শিত হইয়াছে। পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী প্রবণ-ভূমি-স্থিত বরফ-রাশি চলিতে চলিতে প্রস্তর-কঙ্করাদি সঙ্গে লইয়া, এক স্থানের দ্রব্য অপর স্থানে পাতিত করে এবং তদ্দ্বারা পর্ব্বতের পার্শ্ব ও উপত্যকা-ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া যায়, কোন কোন স্থলে ঐ চালিত কঙ্কর-প্রস্তরাদি ঘর্ষণ দ্বারা পর্ব্বতাদি অঙ্কিত করে এবং কথন কথন মৃত্তিকা-প্রস্তরাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক সমুদ্র-তলে নিক্ষেপ করে। ভূতত্ত্ব-বিদ্যার মতে পূর্ব্ব কালে এক সময় পৃথিবীর বহু স্থান বরফ-রাশিতে আবৃত থাকে; তদ্দ্বারা এক স্থানের প্রস্তরাদি অন্য স্থানে চালিত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। উল্লিখিত চিত্রপটে এই সমুদায়ের উদাহরণ প্রদর্শন করা হইয়াছে *।

---

* শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত কৌতূহলাক্রান্ত দর্শকদিগকে এই সমুদায় চিত্রপটের বিষয় যেরূপে বুঝাইয়া দেন, তদনুসারে এ স্থলে ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত কথাগুলি লিখিত হইল। এক দিবস গিয়া দেখিলাম, ইনি তরল পদার্থ-বিশেষ দ্বারা কতক গুলি প্রস্তর-খণ্ড পরীক্ষা করিতেছেন। ঐ পদার্থ-সংযোগে কোন প্রস্তর কিছু রূপান্তরিত হইতেছে ও কোন প্রস্তর সেরূপ হইতেছে না। অন্য এক দিন গিয়া দেখিলাম, ইনি কোন কৃষ্ণবর্ণ সামগ্রী খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্ম্মল জলে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং তাহার কিয়দংশ ঈষৎ পীতবর্ণ সূত্রের ন্যায় হইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "এইরূপ সূত্র বহির্গত হওয়াই উহার পরীক্ষা।" পরে এক দিবস দেখি, তাহার

এ গুলি সুপণ্ডিত ব্যক্তির গৃহ-সজ্জা, এ কথা পাঠকগণ যেন বিস্মৃত না হন। ঐ সমস্ত চিত্রপটে প্রদর্শিত বিষয় গুলির বিবরণ পার্শ্বে পার্শ্বে সংক্ষেপে এরূপ সুন্দর লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা অক্লেশে বুঝিয়া লইতে পারেন। ও গুলি সাধারণ লোকের কৌতূহল-উদ্দীপক, শিক্ষার্থীদিগের জ্ঞান-দায়ক ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রীতি-সম্পাদক।

সচরাচর যেরূপ ভূচিত্র চলিত দেখা যায়, তাহাও এক খানি এক পার্শ্বে বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহা নিতান্ত চলিত নয়। সেখানি ভারতবর্ষের পুরাতন ভূ-চিত্র। তাহাতে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে উল্লিখিত নানা স্থানের পুরাতন সংস্কৃত নাম লিখিত আছে। অধুনাতন কোন্ স্থানের কি নাম ছিল, ঐ ভূচিত্র দৃষ্টে অক্লেশেই জানিতে পারা যায়। অপর এক খানি চিত্রপট দর্শকগণের শোক সঞ্চারক ও সন্তাপ-উৎপাদক। যখন ইঁহার

ভূতত্ত্ব-সম্মত নাম ও উৎপত্তি-কাল প্রভৃতি লিখিয়া দেওয়া হই-য়াছে। অপর এক দিবস গিয়া দৃষ্টি করি, ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরের ভূতত্ত্ব-সম্মত সংজ্ঞাদি লিখাইয়া তাহাতে সংযুক্ত করিয়া দিতেছেন। ইনি এই জীবন্মৃতাবস্থায় কাল-হরণার্থ কিরূপ বিষয়ে চিত্তার্পণ করিয়াই বা কি কার্য্য করিতেছেন, আর অন্য অন্য মল্লযুদ্ধ-ক্ষম সুস্থকায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই বা কি করিতেছেন! এইটি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। ইনি ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের টিপ্পনীর ৩২৭ পৃষ্ঠায় এ দেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া যেরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন, ইঁহার পক্ষে তাহা না করিবার কারণ নাই।

শিরোরোগের জন্য অপর সাধারণ সকলেই সন্তপ্ত, তখন দুরন্ত রোগে অসমর্থ হইয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না, ইহা মনে করিয়া ইনি নিজে কেন না সন্তপ্ত হইবেন? ঐ চিত্রপটে তাহাই চিত্রিত রহিয়াছে। তাহা এই,

"অর্‌মান্ বহুৎ রখ্‌তে থে ইস্ দিল্‌কে চমন্ মে।
বৈঠে ন খুশী সে কভু সায়েকে তলে হম্‌॥
অফ্‌সোস্‌কে দিল্‌কো কংবল খিল্‌নে ন পায়া।
কোয়ি দিন কো চলে যাতে হেঁ মাটীকে তলে হম্‌॥"

"আমার হৃদয়-রূপ উদ্যানে অনেকরূপ সুখ-বাসনা ছিল। কিন্তু আমি কখনও মনের আহ্লাদে বৃক্ষচ্ছায়াতেও উপবেশন করি নাই। আমার এই হৃদয়-পদ্ম বিকসিত হইতে পাইল না, এইটি মনস্তাপের বিষয়! কিছু দিনের মধ্যেই আমি ধূলিসার হইতে চলিলাম।"*

অগাধ ক্ষমতা সত্বেও ইনি মনের মত কার্য্য কিছুই করিতে পারিলেন না, ইহাতে কেনই বা মনস্তাপ উপস্থিত না হইবে?

নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক বস্তুর প্রতিরূপ ইঁহার গৃহ-সজ্জার অধিকাংশ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে মনুষ্য-কৃত সামগ্রী কিছু নাই, এমন নয়। তাহা অনাদৃত হওয়া দূরে থাকুক, অতি সাবধানতা-সহকারে উত্তম স্থানে রাখা হইয়াছে। সে কয়েকটি সামগ্রী মনুষ্যের বুদ্ধি-কৌশলের সমধিক পরিচায়ক।

ভুবন-বিখ্যাত আগরার তাজের প্রতিরূপ, নিশ্ছিদ্র, নিরবকাশ কাচপাত্রের অন্তর্গত পুত্তলিকা, কাচ-সূত্র অর্থাৎ কাচের সূতা, লৌহমলে প্রস্তুত অদাহ্য কার্পাস, বংশ-

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা, ২৭৭ পৃষ্ঠা।

নির্ম্মিত লিখন-পত্র অর্থাৎ বাঁশের কাগজ ইত্যাদি বস্তু ইঁহার মানব-গুণানুরাগের সাক্ষাৎ পরিচয় দান করিতেছে। দেখিলাম, একটি কাচপাত্রে খোদিত রহিয়াছে,

"শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।"

মনুষ্যের বুদ্ধি-কৌশলে ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সবিশেষ অনুরাগ থাকিবার নিদর্শন-স্বরূপ ইঁহার আর একটি ব্যাপার দেখিয়া প্রীত ও চমকিত হইলাম।

১২৯০ সালের মহামেলায় * যে সকল অপূর্ব্ব সামগ্রী দর্শন পূর্ব্বক বিশেষরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছেন, তাহাই তাহাতে লিখিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসুর কৃত আনন্দভোজনের চিত্রপটের নাম লেখা আছে। তাহার একটি নোট্ করিয়া এই রূপ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে যে,

"ইহা দেখিয়া উল্লাস উপস্থিত হয়। এদেশীয় লোক যে বিষয়-বিশেষে এত দূর নিপুণ হইয়াছেন, ইহা আমাদের মহাশ্লাঘার বিষয়।"

ফলতঃ ইঁহার গৃহ-সজ্জা দেখিলে, এই রূপ প্রতীতি জন্মে যে, যেরূপ গুণান্বিত ব্যক্তিতে বলিতে পারে,

"I love not man the less but Nature more."

ইনি সেইরূপ ব্যক্তি। যখন ইঁহার প্রণীত সকল গ্রন্থেই মনুষ্য জাতির শুভাভিসন্ধির বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এই বাক্য সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এমন মনের গতি না হইলেই বা নৈসর্গিক-ব্যাপার-বর্ণন ও মানব-কুলের শুভ-চিন্তন-বিশিষ্ট সুমনোহর চারুপাঠ স্বতঃই উৎপন্ন হইবে কেন?

---

* Calcutta International Exhibition: 1883-84.

প্রধান বুদ্ধির কার্য্য কোন না কোন অংশে বিশেষ রূপ কল্যাণকর না হইয়া যায় না। ইনি যাহা কিছু করেন, তাহাই লোকের শিক্ষা-দান ও হিত-সাধনের উপযোগী। ইঁহার পুস্তক গুলিও জ্ঞানপ্রদ, উদ্যানটিও জ্ঞানপ্রদ, গৃহ-সজ্জাও জ্ঞানপ্রদ এবং অনেকে জানিতে পারিয়াছেন, ইঁহার সহিত বাক্যালাপও জ্ঞানপ্রদ। যেরূপ শোভনোদ্যান* দেখিয়া, উদ্‌ভিদ্‌-বিদ্যার ছাত্রেরা সুপ্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাহাই ইঁহার সুখ-সামগ্রী এবং যে গৃহ-সজ্জা দৃষ্টি করিয়া, বিজ্ঞান-রসিক সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা ঝাড়, লণ্ঠন, লোক-প্রসিদ্ধ চিত্রপটাদি দর্শন-সুখ অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্টতর বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করেন, তাহাই ইঁহার আনন্দের বস্তু। ১২৮৯ সালের ফাল্গুন মাসে উত্তরপাড়া-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় †, ষ্টুডেন্ট্‌শিপ্‌ পরীক্ষোত্তীর্ণ বাবু সারদাচরণ মিত্র ও রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দীঘাপাতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর এই তিন জন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিবস ইঁহাকে দেখিতে আইসেন। প্যারী বাবু ইঁহার উল্লিখিত রূপ গৃহ-সজ্জা দেখিয়া বলিলেন, "অদ্য এখানে আসিয়া আমার কিছু শিক্ষা-লাভ হইল।" এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিক্ষা?" তিনি বলিলেন,

---

* Ornamental Garden.

† কিছু দিন হইল, ইনি গবর্ণর্ জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার সভাসদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

"ঝাড়, লণ্ঠন, ছবি প্রভৃতি অপেক্ষা এই রূপ গৃহ-সজ্জাই উৎকৃষ্ট।" প্যারী বাবু কেবল লক্ষ্মীর উপাসক নন, তিনি সরস্বতীরও অনুগ্রহ-প্রার্থী, এই নিমিত্তই এই রূপ বলিতে পারিয়াছেন।

এ রূপ একটি কথা প্রচলিত আছে, কে কিরূপ লোক, তাহার সঙ্গী দেখিলেই চেনা যায়। অক্ষয় বুবার বাসস্থানটি দেখিলেও, ভাবগ্রাহী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইঁহার মহিমা অনুভব করিতে পারেন।

অক্ষয় বাবুর সংক্রান্ত যে কোন বিষয় পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহাতেই ইঁহাকে একটি অসামান্য অপূর্ব্ব লোক বলিয়া মনে হয়। ইঁহার শরীরে মোহ নাই। এ দিকে যখন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ নানা প্রকার গৃহ-সজ্জা প্রস্তুত হইতে থাকিল, ও দিকে সেই উল্লাসের সময়েই তাহার একটি উৎকৃষ্ট সজ্জার মধ্যে পশ্চাল্লিখিত দুইটি পংক্তি তদীয় ভাবার্থ অনুসারে লোহিত কৃষ্ণ দুই প্রকার বর্ণের অক্ষরে লিখিত হইল,

"বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহক্ষয়-মূল হইতেছে দিনে দিনে॥"

এক বার ইনি কথা-প্রসঙ্গে কোন আত্মীয় লোককে একটি কথা বলেন, তাহা শুনিলে, অন্যেরও মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইতে পারে। যে ব্যক্তি অপর কতক গুলি ভদ্র লোকের সাক্ষাতে ইঁহাকে বলেন, "আমি কি টাকী, কি বহরমপুর, কি কাশী, কি প্রয়াগ, যে কোন স্থানে গমন

করিয়াছি, তথাকার লোকের মুখে আপনার বিশেষ রূপ প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনার প্রতি তাঁহাদের সকলেরই অবিচলিত শ্রদ্ধা। আপনি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। আপনি বাস্তবিকই অমর হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া ইনি বলিয়াছিলেন, "যদি আমার কীর্ত্তি স্থায়ী হয়, কিন্তু আমি তো চিরস্থায়ী নই। তোমার সহিত আমার যত দিন সম্বন্ধ, এই কীর্ত্তির সহিতও তত দিন অর্থাৎ জীবনাবধি। মৃত্যুর পরে আর আমি সে কীর্ত্তি-ঘোষণা শুনিতে আসিব না।"

ইহাঁর জীবন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে, এইটি প্রতীয়মান হইতে থাকে যে, সকলই ইহাঁর অভীষ্ট-সাধনের প্রতিকূল, কেবল নিজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ই অনুকূল।

ইহাঁর অসামান্য বুদ্ধি-গৌরবের প্রশংসা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এক বার একটি সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়াছিলেন, "ইহাঁর বুদ্ধি সকল আবরণ ভেদ করিয়া চলে।" ইহাঁর বিচার-স্থলের প্রতিপক্ষীয়েরাও অম্লান বদনে ইহাঁর বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন *।

এদেশীয় প্রধান ফ্রেনলজিবেত্তা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা বাটির ত্রিতল গৃহে সমাগত

---

* কেবল বাচনিক স্বীকার নয়, স্থানে স্থানে স্পষ্টাক্ষরে তাহা লিখিতও আছে,—

"অক্ষয় বাবুর বুদ্ধিশক্তি এবং তর্কশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল।"—[ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ১৪৫ পৃষ্ঠা।]

"অক্ষয় বাবুর কথা কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেন না।"—[ঐ, ১৪৭ পৃষ্ঠা।]

হইয়া, দেবেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সমীপস্থ কয়েক ব্যক্তির মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখেন। দেবেন্দ্র বাবুর পরেই ইঁহার শিরোদেশ পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন, "I see a crown of intellect over his forehead." অর্থাৎ "আমি ইহাঁর ললাট-দেশে একটি সুপ্রশস্ত বুদ্ধি মুকুট দর্শন করিতেছি।" পরে তাহার পরিমাণ বর্ণন পুরঃসর অন্য অন্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বর্ণন করিয়া যান। বস্তুতঃ ইঁহার ভ্রূযুগলের কিছু উর্দ্ধে ললাটের উন্নত ভাগ দেখিলে, ভাবুক জনের এই রূপ ভাবই উপস্থিত হইতে পারে। যদিও দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী রোগের প্রভাবে ইহাঁর সকল অঙ্গই শীর্ণ হইয়াছে ও কোন কোন স্থান অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, তথাচ ললাট-দেশের উল্লিখিত ভাব এখনও সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ, ইহাঁর বুদ্ধি এ দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন। সেটি জ্যোতির্ম্ময়। তাহার কোন স্থানে কিছুমাত্র কলঙ্ক নাই এবং কুত্রাপি একটু বক্রতাও দৃষ্ট হয় না। না দেশাচার, না বাল্য-সংস্কার, না প্রীতিস্নেহ, না দেব ও গুরুজন ভয়, না বিপদ্ সম্পদ্, কিছুতেই ইঁহার বুদ্ধি-শক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। এটি ইহাঁর নিজ কর্ত্তৃক প্রয়োজিত "সুদৃঢ়চিত্ত *" শব্দের উদাহরণ-স্থল। ইঁহার শৈশব-কালেই এইরূপ বুদ্ধিমত্তা ও সুদৃঢ়চিত্ততার লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। একটি উদাহরণ বলিতছি, পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১০৩ পৃষ্ঠা।

ইঁহার মাতা ঠাকুরাণী, তাঁহার পিত্রালয় হইতে বুধী ও সোমী নামক দুইটি গাভী আনয়ন করেন। সোমীটি অক্ষয় বাবুর নিজের গাভী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সোমী অত্যন্ত পয়স্বিনী ছিল অর্থাৎ বহু দুগ্ধ দান করিত। তাহার দুগ্ধে ইনি প্রতিপালিত হন ও সংসারেরও যথেষ্ট উপকার হয়। যখন ইঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ৮আট বৎসর, সেই সময়ে সোমী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়। গো-চিকিৎসকেরা অনেক চিকিৎসা করিয়া দেখিল, তাহার রোগটি অসাধ্য। আরোগ্য হইবার নয়; শেষ দিবসে বেলা এক প্রহরের সময় গৃহের অঙ্গনে পতিত রহিয়াছে, পরিজনেরা ও গো-চিকিৎসকেরা তাহার পার্শ্ব-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার দুই চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রু-ধারা বহিতেছে দেখিয়া, অক্ষয় বাবুর অত্যন্ত যাতনা হইতে লাগিল। ইনি সোমীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তাহার মৃত্যু হইলে, অত্যন্ত কষ্ট হইবে, তাহাও জানিতেন; তথাচ মনে করিতে লাগিলেন, এখন ইহার প্রাণ-বিয়োগ হইলেই মঙ্গল। কিছু ক্ষণ পরেই সোমীর মৃত্যু ঘটিল। ইনি শোক-সন্তপ্ত হইয়া, নানা প্রকার ভাবনা করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে এইটি মনে উদয় হইল.—যে দুঃখের উপায় নাই, তজ্জন্য চিন্তা করা বিফল। তন্নিমিত্ত চিন্তা করিলে, অনিষ্ট ব্যতিরেকে কিছুই ইষ্ট-লাভ নাই। সেই শৈশবাবধি এই সিদ্ধান্তটি ইঁহার সঙ্গের সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক ইনি অনেক শোক-সন্তাপ অতিক্রম বা অনায়াসে সহ্য করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত ইঁহার সুপ্রসিদ্ধ "সুদৃঢ়চিত্ততার" একটি উপাদান।

ইঁহার বুদ্ধি সর্ব্বগ্রাহী। কি দর্শন, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস—সকল বিষয়েই উহা সঞ্চরণ করিয়া থাকে। আমি ইঁহার প্রথম বয়সের এক খানি নোট্-পুস্তক দেখিলাম। সেই খানি এই বিষয়ের সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। উঁহার কোন স্থানে জন্ এবার্ক্রম্বির্ Intellectual Philosophy ও জর্জ কুম্-প্রণীত Constitution of Man নামক পুস্তকের বাক্যাবলি; কোন স্থানে নিউটনের Introduction to the Liberary of useful Knowledge ও Arnot's Physics নামক পুস্তকের অন্তর্গত পদার্থ-বিদ্যা-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়*; ভাস্করাচার্য্যের প্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থের বচন ও ভূতত্ত্ব-বিদ্যার অন্তর্গত স্তরাদির বিষয়; Force of Steam, Steam Engine, Pressure moeinting Liquid Form, Pressure affecting moisture; Flame and Smoke, Wind, Hydraulics comprising Boar&c, Sailing of Vessels, Wind Mill, &c., Heat, including Density of Bodies, Capacity of Heat, Gases, Liquids, Solids, Latent Heat, Combustion, Fuel, কোন স্থানে Blair's Belles-lettres, বায়রণের Don Juan canto I, সংস্কৃত হাস্যার্ণব, অন্য অন্য সাহিত্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের অন্তর্গত-গদ্য-পদ্য; কোন স্থানে কণিক্ সেক্শনের অন্তর্গত প্যারাবলা বিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং অক্ষয় বাবুর নিজের কৃত ১৮-৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে দিবসের চন্দ্রগ্রহণ-গণনা বীজগণিত, ও

* Density, Laws of motion, Strength of material, Procu-matic comp arising baronictor boil, &c.

ত্রিকোণমিতি-সংক্রান্ত অন্য অন্য কঠিন গণনা; কোন স্থানে শারীর-বিধানের অন্তর্গত পাকস্থলীর অন্ন-পরিপাকের বিষয় †, কোথাও ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত ভোজ ও চন্দ্রগুপ্তের সময়-নিরূপণ ও বিজয় নগরের ইতিহাস-প্রসঙ্গ; আবার কুত্রাপি বেদান্ত-সূত্র, উপনিষৎ, শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত আত্মানাত্ম-বিবেক প্রভৃতির বাক্য, মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি; ভাগবত, পদ্মপুরাণ, কুলার্ণব, মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র, কর্ম্ম-লোচন, ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রের বচন এবং কোন স্থানে আবার গণিত ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ক বিস্তর সংস্কৃত শব্দ ও তাহার ইংরেজী অর্থ লিখিত রহিয়াছে। এই পুস্তক খানি ইঁহার সর্ব্বগ্রাহী চিত্তবৃত্তির প্রতিরূপ-স্বরূপ। ইহার মধ্যে এক দিকে গণিত ও গণিত-সিদ্ধ জ্যোতিষের, আর আর দিকে দর্শন ও বিবিধ প্রকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, অপর দিকে কাব্য, নাটক ও অলঙ্কারের এবং অন্য দিকে স্মৃতি-তন্ত্রাদি বিবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত বাক্যাবলি বিদ্যমান থাকাতে, ইহা এক-বারে বিবিধ বিদ্যানুরাগের পরিচয় দান করিতেছে। ইঁহার রাশীকৃত নোট্-পুস্তকের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। লিখিত বিষয় দেখিলে বোধ হয়, যখন ইঁহার পুস্তক-ক্রয়ের সামর্থ্য ছিল না, এই নোট্-পুস্তক খানি সেই সময়ের লিখিত। ইঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যে সকল সদ্বিদ্যার অনু-রাগিনী, বুদ্ধিমান্ লোকে ইহা দেখিলেই তাহা অনুভব করিতে পারেন।

---

† Summary of Dr. Beaumont's Experiments.

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই গ্রন্থের রচয়িতাকে লিখিত অম্বিকা বাবুর পত্র।—বাক্য-নিষ্ঠা ও কার্য্য-নিষ্ঠা।—ক্ষতি-স্বীকারের ও ক্ষমা-গুণের বৃত্তান্ত।—যথাসময়ে ঋণ-পরিশোধ।—গুপ্ত-দান।—সাধারণের উপকারার্থে চাঁদা-প্রদানেও সাত্ত্বিক ভাব।—গচ্ছিত-টাকা-প্রত্যর্পণে ক্ষিপ্রকারিতা।—স্বভাব সিদ্ধ ন্যায়-পরায়ণতার একটি উদাহরণ।—আশ্চর্য্য-জনক স্মরণ-শক্তি।—একটি অদ্ভুত ক্রিয়া।—তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি।—প্রখর-বুদ্ধিশালিতা।—খগোল-শাস্ত্র-অনুশীলন।—নিঃস্বার্থ পরোপকার।

আমি অক্ষয় বাবুর জীবন-চরিত সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় চাঁদড়া-নিবাসী, অক্ষয় বাবুর বন্ধু, শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে বলি,—আপনি অক্ষয় বাবুর বাটিতে সর্ব্বদা গতিবিধি করিয়া থাকেন। অতএব দত্তজ মহাশয়ের বিষয়ে আপনি যত দূর জানেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি লিখিয়া দেন, বাধিত হই। তৎপরে তিনি এক খানি পত্র ও কতক গুলি ঘটনা লিখিয়া পাঠান, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে,

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়।

মহাশয় দয়াশুকূলেষু।

"নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

"অক্ষয় বাবুর সংক্রান্ত যাহা কিছু জানিতে পারি, আপনি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। আমি সে বিষয় তাঁহার কর্ম্মচারী

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র রায়কে বলিয়াছি। তিনি যত পারেন, আপনাকে অবগত করিবেন, স্বীকার পাইয়াছেন। আমি ইহাঁর ব্যবহারাদি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ও নিশ্চিত জানিয়াছি, তাহাই লিখিয়া পাঠাইতেছি। রচনার যাহা কিছু দোষ থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি।

চাঁদড়া, জেলা হুগলী। } শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়।"
১২৯০ সাল, ২রা শ্রাবণ। }

১।—অক্ষয় বাবুর বাক্য-নিষ্ঠা ও কার্য্য-নিষ্ঠা দেখিয়া অনেকে বলেন, বরং ঘড়ির নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব, তথাপি ইহাঁর নিয়মের অন্যথা হয় না। ইহাঁর বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই ইহা বিদিত আছেন। যখন ইনি পীড়িত হন নাই, সেই সময়ে ইহাঁর যখন যে কোন বিষয়ের কাজ করিবার প্রয়োজন হইত, তাহা পাছে বিস্মৃত হইয় যান, এই কারণে প্রথমেই করণীয় বিষয়টি স্লেটে লিখিয় রাখিতেন। পশ্চাৎ প্রতিদিন প্রাতে সেই লিখিত বৃত্তান্ত গুলি পাঠ করিয়া ক্রমান্বয়ে কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতেন এই তো সুস্থাবস্থার কথা গেল। যখন সাতিশয় রোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং লিখিবার, কি পড়িবার সাধ্য রহিল না, তখনও যে সময়ে যে কার্য্য করা আবশ্যক হয়, নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা পূর্ব্বে লিখাইয়া রাখেন। কর্ম্মচারী, কি অন্য ব্যক্তি যদি নিকটে না থাকেন, তবে নিজে কর্ত্তব্য-কার্য্যের স্মরণার্থ একটি চিহ্ন করিয়া রাখেন। একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সেই স্থানে সেই চিহ্নগুলি থাকে। ভৃত্য বা অন্য কর্ম্মচারীরা ঐ স্থানের কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত না করে,

এইরূপ নিষেধ করা আছে। ইনি সেই চিহ্ন গুলি বারংবার দর্শনানন্তর কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহাতে ভ্রম বা বিস্মরণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ নিয়মানুসারে যদি তত্তৎ-কর্ম্ম-সাধনের বিলম্ব বা ব্যাঘাত ঘটে, তবে ইঁহার মনোমধ্যে ভয়ানক কষ্ট হইতে থাকে,—ইহা আমি অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

২।—এক বার এক দিন আমি ইঁহার বালির বাটিতে গিয়া দেখিলাম, এক স্থানে দুইটি রজনীগন্ধ ফুলের পাতা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই দুইটি পাতা এখানে কেন আছে?" তদুত্তরে ইনি বলিলেন, "ইহার কিছু গাছ ভগবতী বাবুকে * দিতে হইবে, ভুলিয়া না যাই, এজন্য স্মরণার্থ পাতা দুইটি রাখিয়াছি।"

৩।—আর এক বার আমি ইঁহার গৃহের ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি পয়সা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, পয়সা তথায় রহিয়াছে কি জন্য? ইনি কহিলেন,—"এক অনাথা স্ত্রীলোককে মাসে মাসে যে সময়ে কিছু দিয়া থাকি, ঠিক্ সেই সময়টি উপস্থিত হইয়াছে। আগামী কল্য ডাক-যোগে পাঠান আবশ্যক। কি জানি, পাছে বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায় নিদর্শন-স্বরূপ পয়সাটি রাখিয়াছি।" বৃত্তান্তটি ইঁহার কর্ম্মচারীর মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, সেটি একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাহা এই,

নবদ্বীপ হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে নূতনপাড়া গ্রামে এক অনাথা বালিকাকে অক্ষয় বাবু ৩ তিন মাস অন্তর

* বালি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তিনটি করিয়া টাকা দিয়া থাকেন। যে যে মাসে তাঁহাকে টাকা দিবার কথা নির্দ্ধারিত আছে, সেই সেই মাসের ২০এ তারিখের মধ্যে যদি সেই টাকা না পৌছে, তবে সেই বালিকা পত্র লিখিয়া স্মরণ করিয়া দিবে, এই কথা নিরূপিত আছে। প্রতি পত্রেই আবার তাঁহাকে সেই কথা লেখা হয়। আমি দত্তজ মহাশয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে সেই পত্রের প্রতিলিপি লইয়া আপনার সমীপে পাঠাইলাম। সে পত্র এই,

উত্তরপাড়া বালি।

১২৮৯ সাল, ৪ঠা চৈত্র।

"পরম শুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন—

"তোমার চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ তিন মাসের প্রাপ্য তিন টাকা পাঠাইতেছি, লইবে। পুনরায় আষাঢ় মাসে পাইবে। ২০এ আষাঢ়ের মধ্যে না পাইলে, আমাকে পত্র দ্বারা স্মরণ করিয়া দিবে। ইতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,—ইহাঁর স্মরণশক্তি এত প্রবল যে, আমি কখন কোন মাসের ৪ঠা ৫ই অতিক্রান্ত হইতে দেখিলাম না। ইহাঁর কর্ম্মচারীকেও কখন ঐ বিষয়ের কথা মনে করিয়া দিতে হয় না। প্রতিদিনে বা প্রতিমাসে বা প্রতিবৎসরে যদি কোন কার্য্য করা হয়, তাহা স্মরণ থাকিতে পারে, কিন্তু তিন মাস অন্তর নির্দ্দিষ্ট সময় স্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, কখনই তাহার অতিক্রম হইবে না, এটি অতি অসাধারণ ব্যাপার!

৪।—ইনি নিজে যেরূপ বাক্য-নিষ্ঠা ও কার্য্য-নিষ্ঠার

তৎপর, সকলেই সেরূপ হয়, এইটি ইহার ইচ্ছা। ইনি বলেন,—"বাক্য-নিষ্ঠা না থাকিলে, মানুষ মানুষ-পদ-বাচ্য হয় না।" এক বার এই কথা লইয়া, একটি বড় কৌতুক উপস্থিত হয়। ইহাঁর দুইটি পরমাত্মীয় ব্যক্তি, অতি ভদ্র ও পরোপকারী। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের কখন কখন ত্রুটি হয় জানিয়া ইনি এক বার তাঁহাদিগকে বলেন, "যে সকল কার্য্য করিতে হইবে, পূর্ব্বে তাহা এক খানি স্লেটে লিখিয়া রাখিবেন এবং প্রতিদিন তাহা দেখিয়া কার্য্য করিবেন।" এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি কহিলেন,—"আচ্ছা; এবার তাহাই করিব।" কিন্তু অপর ব্যক্তি বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিলে, তাহা অতি যথার্থ এবং তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার স্লেট খানি কে খুঁজিয়া দিবে?" আমার বিবেচনায় এ কথাটি তিনি বড় অন্যায় বলেন নাই। আমাদের বাঙ্গালি জাতির ধরণই এই বটে। আমরা কেবল চাকরী-ত্যাগের ও লাঞ্ছনার ভয়ে আফিসের কাজ-কর্ম্ম দায়ে পড়িয়া কায়ক্লেশে ঠিক্ ঠিক্ করিয়া থাকি। তার পর কোথায় কাছা, আর কোথায়ই বা কোঁচা,—কিছু ঠিকানা থাকে না। এ জাতি, নিজের যথার্থ ভাল কি, এখনও বুঝে না। যাহা হউক, এদেশে অক্ষয় বাবুর মত কার্য্য-নিষ্ঠ ও বাক্য-নিষ্ঠ লোক অতি বিরল। অনেকে অনেক বিষয়ের নিমিত্ত ইহাঁকে পত্র লেখেন; ইনি শিরোরোগ নিবন্ধন অসমর্থতা প্রযুক্ত রীতি-মত ও সময়-মত তাহার প্রত্যুত্তর দিতে পারেন না বলিয়া, ইহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয়।

এই হেতু ১২৯০ সালের ১১ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে, ১২৯১

সালের ৮ই বৈশাখের সঞ্জীবনী পত্রিকায় এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ই জুন্ প্রভৃতির News of the Day নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশ্যরূপে সকলের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কার্য্য-নিষ্ঠার কিরূপ ঐকান্তিক আস্থা ও যত্ন থাকিলে, এরূপ আত্মগ্লানি ও ত্রুটি স্বীকার সম্ভব হয়, সকলে এক বার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইনি এ বিষয়ের আদর্শ-স্থল। বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহারই শরীর নিস্তেজ হইয়া গেল, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।

যাঁহার ন্যায়-পরতা-বৃত্তি এরূপ প্রবল, তাঁহার হিসাবপত্রাদি ঠিক্ ঠাক্ রাখাও সম্ভব বোধ হয়। কিন্তু ইঁহার অন্য অন্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও তাদৃশ প্রবল থাকাতে, পূর্ব্বে সেটি ঘটিত না। জ্ঞান-ধর্ম্ম ও সাধারণের হিতকর বিষয়ের আলোচনা ব্যতিরেকে কোন সামান্য কর্ম্মে কাল-ক্ষেপ করিতে ইঁহার নিতান্ত অরুচি ছিল। এ নিমিত্ত যত দিন ইনি স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী না রাখিতে পারিয়াছিলেন, তত দিন নিজের আয়-ব্যয়ের হিসাব কিছুই রাখিতেন না *। কেহ তাহা রাখিতে বলিলে বলিতেন,—"নিজের অর্থ নিজে ব্যয় করিব, তাহাতে আবার হিসাব রাখিয়া বৃথা কাল-ক্ষেপ করা কেন?"

ক্ষতি-স্বীকার ও ক্ষমা-গুণ।—ইঁহার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীরা ইঁহার বহু-সহস্র টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। সেই

* দুই ব্যক্তির নিকটে উঠানা ছিল। তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ বা তাহাদের সহিত বিরোধ না হয়, এই জন্য তাহাদের এক একটি হাতচিঠা-মাত্র ছিল। সমস্ত টাকার আয়-ব্যয়ের হিসাব কখনই ছিল না।

দুষ্ট বিশ্বাস-ঘাতক কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে টাকা আদায় লইবার জন্য ইঁহার আত্মীয় লোকেরা বিস্তর চেষ্টা করেন এবং ইঁহাকেও সেই জন্য সচেষ্ট হইতে বলেন। এমন কি, কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছিলেন,—"আপনাকে কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হইবে না; আমরা সকল করিব।" এরূপ হইলে টাকা আদায়ের অনেক সম্ভাবনা ছিল। অন্য লোক হইলে এমন স্থলে চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। কিন্তু ইনি কিছুতেই তাহা স্বীকার পাইলেন না, নিরতিশয় ক্ষমাই প্রকাশ করিলেন। আর একটি উদাহরণ লিখিতেছি, পাঠ করিয়া দেখিবেন।

২।—অনেক দিন হইল, একটি ভদ্র লোক এক খানি পুস্তকের দোকান করিয়াছিলেন। তিনি অক্ষয় বাবুর প্রণীত পুস্তক গুলি লইয়া গিয়া, তথায় বিক্রয় করিতেন। এই রূপে কিছু দিন পুস্তক বিক্রয় করিতে করিতে, সেই লোকটির অনেক টাকা দেনা হইয়াছে, শুনিয়া অক্ষয় বাবু তাঁহার নিকট পুস্তক-বিক্রয়ের হিসাব চাহিলে, ঐ পুস্তক-বিক্রেতা নিজের কর্ম্মচারী দ্বারা একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাহাতেও ১৮০০৲ এক হাজার আট শত টাকা ইঁহার ক্ষতি হইয়াছে, জানা গেল। সে হিসাব বুঝিয়া দেখিলে, তদপেক্ষা কত অধিক প্রাপ্য হইত, বলা যায় না। সেই ক্ষতিটি ঐ পুস্তক-বিক্রেতার কর্ম্মচারীর দোষেই ঘটে। পুস্তক-বিক্রেতার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনি নিজের বাস্তু উদ্‌বাস্তু বিক্রয় না করিয়া, ঐ টাকা পরিশোধ করিতে পারেন না, দেখা গেল। ক্ষমাময় অক্ষয় বাবু

অম্লান বদনে উহা পরিত্যাগ করিলেন। ঐ পুস্তক-বিক্রয়ী ইহাকে দোকান হইতে কিছু টাকার পুস্তক দেন। কিন্তু তাহাতে প্রাপ্য টাকার এক আনাও পরিশোধ হইবার নয়। সে পুস্তক গুলিও হইয়া গেল। তাহার অধিকাংশ একটি ভদ্র লোকের দোকানে বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়, তাহাও এক প্রকার দান করা হইল।

৩।—অল্প দিন হইল, ইঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক আর একটি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল; ঐ ঘটনা আমার ও অনেক ভদ্র লোকের সমক্ষেই ঘটে, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করিতেছি। সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ইনি স্বরচিত গ্রন্থা-বলি বিক্রয়ার্থে জমা রাখেন। বিক্রয় হইলে, বিক্রেতাকে শত-করা ২৫৲ পঁচিশ টাকা কমিশন্ দিয়া থাকেন। বহু দিন হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। পরে শ্রীযুক্ত বরদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানি (B. Banerji & Co.) এক পুস্তকালয় খুলিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। অক্ষয় বাবুর গ্রন্থ গুলি কেবল সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়েরই একচেটিয়া। যাহাতে বরদা বাবু নিজের পুস্তকালয়ে উহা কমিশন্ হিসাবে বিক্রয়ার্থ পাইতে পারেন, তাহার জন্য ইঁহার নিকটে গমনাগমন করিয়া নানা প্রকারে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার ও ইঁহার উভয়েরই আত্মীয় কোন লোক দ্বারা বিশেষরূপে বারংবার অনুরোধও করাইলেন। কিন্তু উক্ত সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ের বর্ত্তমান স্বত্বাধি-কারী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ইঁহার পরমাত্মীয়। অপর স্থলে বিক্রয়ের জন্য দিলে, তাঁহার স্বার্থের

হানি হইবে, এ কারণ তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে ১২৮৮ সালে এক দিন বেলা আন্দাজ তিন টার সময়ে বরদাচরণ বাবু ইঁহার বালির বাটিতে আসিয়া, ইঁহার সমক্ষে পুনরায় সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং উক্ত পুস্তকালয় অপেক্ষা শতকরা ৮৲ আট টাকা কম কমিশনে লইতে চাহিলেন। সংস্কৃত-যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ইনি শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকা "কমিশন্ দিয়া থাকেন, বরদা বাবুকে ১৭৲ সতর টাকার হিসাবে দিলেই হইত। আত্মীয়ের ক্ষতি-আশঙ্কায় ইনি তাহাতেও সম্মত হইলেন না। পরে বরদা বাবু অগ্রিম ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কমিশনের দরে যে পুস্তক জমা থাকিবে, তাহা হইতে ঐ ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা বিক্রয় হইয়া গেলেই, আবার ঐ মত ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা জমা দিব। পরে বরাবরই এইরূপ চলিতে থাকিবে।" ইহা শুনিয়া ইঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই ইঁহার এত ন্যায্য লাভ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমাত্মীয় ব্রজ বাবুর ক্ষতির কথা ইঁহার অন্তরে এরূপ বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, কিছুতেই বরদা বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কেবল এক জন বন্ধু লোকের হিতার্থে অম্লান বদনে চির দিনের নিমিত্ত অর্থহানি স্বীকার করিলেন। এরূপ ঔদার্য্য অতীব বিরল। এই রূপ ক্ষতি-স্বীকার শুনিয়া ব্রজ বাবু পশ্চাৎ কিছু বিবেচনা করিবেন, কি না করিবেন, সে বিষয়ে একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না!

এই ব্যাপার আদ্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শুদ্ধ বন্ধু জনের কারণ এমন ন্যায়-সঙ্গত লভ্যাংশের ক্ষতি কয় ব্যক্তি স্বীকার করে? যে দিনের ঘটনা লিখিলাম, সে দিন আমি স্বয়ং সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম। এই মহত্ত্ব ও সদাশয়তার জন্য আমি অক্ষয় বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। সচরাচর লোকে এক পয়সা লাভ ছাড়িতে চায় না; আর ইনি কি করিলেন, দেখুন!

এই রূপ ক্ষমা ও ক্ষতি-স্বীকারের ন্যায় চক্ষুঃলজ্জা ও সহিষ্ণুতাও অত্যন্ত অধিক। ইনি ঋণ দিয়া চক্ষুঃলজ্জা প্রযুক্ত তাহা চাহিতে পারেন না। ইহাতে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমি জানি, অনেকানেক ভদ্র লোক সময়ে সময়ে ইঁহার সকাশ হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া যান। তাঁহারা ন্যায়-পরায়ণতায় শৈথিল্য প্রযুক্তই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, আপনা হইতে পরিশোধ করেন না। কিন্তু তাঁহাদের নিকটে এক বার মাত্র চাহিলেও আদায় হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলেও চক্ষুঃলজ্জা বশতঃ কাহাকে কখনও তাগাদা করা হয় না। এই হেতু ইঁহার প্রায় ৬০০৲ ছয় শত টাকা নষ্ট হইয়াছে। ইঁহার কর্ম্মচারী দেনাদারদিগের নিকটে টাকা চাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "থাক্ থাক্" বলিয়া নিবারণ করিয়া থাকেন এবং বলেন, "চাহিলে ভদ্র লোক লজ্জিত হইবেন।" ইঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র রায়, অনেক দিবস হইল, আমাকে বলিয়াছিলেন,—"অল্প দিন হইল, আমি আসিয়াছি। ইহারই মধ্যে আমি নিজে স্বহস্তে

কত ভদ্রলোককে কত টাকা ঋণ দিয়াছি। কেহই তাহার এক পয়সাও পরিশোধ করেন নাই। আমি তাগাদার কথা বলিলেই বাবু বিশেষ করিয়া নিবারণ করেন। এরূপ হইলে আর কিরূপে আদায় করিব?” টাকা আদায় করিবার বিষয় তো এই প্রকার; পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা শ্রবণ করুন।

অক্ষয় বাবু কর্ম্মচারীদিগকে এক কালে বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন,—যদি দেনা পাওনার হিসাবে কাহারও নিকটে আমাদের কিছু ঋণ থাকে, তাহা হইলে পাওনাদারকে যেন কখনই চাহিতে না হয়, ঠিক্ সময়-মত যেন টাকা পরিশোধ করা হয়। সুধীর কর্ম্মচারীরাও এই নিয়মেই কাজ করিয়া থাকেন। আমি অনেক দিন হইতে ইহাঁর পরিচিত। অদ্যাবধি আমি কাহাকেও কখন টাকার তাগাদা করিতে দেখিলাম না। যদি কোন পাওনাদারের আসিতে বিলম্ব হয়, কর্ম্মচারী ইহাঁর আদেশ-মত পাওনাদারের বাটীতে গিয়া টাকা দিয়া আইসেন। আমাদের দেশীয় লোকের আদায়-পরিশোধের বিষয় যেরূপ দেখি, ইহার নিকটে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। বিপরীত দেখি বলিয়াই, লিখিত হইল।

গুপ্ত-দান।—কেহ কোন কর্ম্ম করিলে তাঁহার কোন না কোন কামনা অর্থাৎ ফল-লাভ উদ্দেশ্য থাকে। অন্ততঃ লোক-সমাজে নাম-যশের অভিসন্ধিতেও কর্ম্ম করা হয়। যথার্থ নিষ্কাম ক্রিয়া কি, ও যথার্থ সাত্বিক ভাবই বা কি, তাহা অক্ষয় বাবুর চরিত্রে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি;

আর কুত্রাপি সেরূপ দেখি নাই। তাহা কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। দৈবাৎ আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। কোন ভদ্র ও মান্য লোকের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়া কষ্টের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, অক্ষয় বাবু ইহা শুনিয়া মনে মনে অতি কাতর হইলেন এবং তাঁহার আনুকূল্যের জন্য কিছু টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সেই লোকটি এমন সুশীল, ভদ্র ও নিরাকাঙ্ক্ষ যে, স্পষ্ট দান করিতে গেলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন না। অতএব অক্ষয় বাবু বিবেচনা করিলেন, যেরূপ করিয়া টাকা পাঠাইলে সে টাকা কে পাঠাইয়াছে, তিনি জানিতে না পারেন, সেইরূপ করিয়া পাঠাইতে হইবে। ইনি ডাকে রেজেষ্টরি করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সেই রেজেষ্টরি করা পত্রে দাতার নাম ছিল না। কেবল ইনি নিজে ও ইহাঁর কর্ম্মচারী মাত্র জানিতেন, আর কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। কর্ম্মচারীর হস্তাক্ষর পাছে গ্রহীতা জানিতে পারেন, এই জন্য ঐ পত্র খানি আমাকে দিয়া লেখান। কিন্তু সেই পত্র কাহাকে লেখাইলেন, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই এবং ইনি যে তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিবেন না, তাহাও লিখিবার সময়ে বুঝিতে পারি নাই। কিছু দিন পরে ইহার কর্ম্মচারীকে কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এ টাকা কাহাকে দেওয়া হইল? তিনি কহিলেন,—"আমি অক্ষয় বাবুর সমক্ষে শপথ করিয়াছি, এ কথা কাহাকেও বলিব না। ইনি যে এই টাকা পাঠাইয়াছেন, গ্রহীতা তাহা কোন মতেই জানিতে না পারেন, এইটি ইহাঁর উদ্দেশ্য।

এই জন্যই ইহা গোপন রাখা আবশ্যক।" আমি এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

উপকারী ব্যক্তির লোক-সমাজে যশোলাভ, উপকৃত ব্যক্তির সন্নিধানে প্রত্যুপকার-প্রাপ্তি, সাধারণ লোকের উপর প্রভুত্ব-প্রকাশ প্রভৃতি নানা ফল-লাভের অভিসন্ধি থাকিতে পারে। এ স্থলে তাহার কিছুরই সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তির উপকার করা হয়, উপকারী ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা-স্বীকারও প্রত্যাশা করেন, এ স্থলে সে প্রত্যাশাও নাই। ইনি আপনার কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াই যাবতীয় বিহিত কর্ম্ম সম্পন্ন করেন; পারলৌকিক ফল লোভে কোন কর্ম্ম করেন না, ইহা আমি নিশ্চয় জানি এবং ইঁহার বিশেষ-রূপ আত্মীয় ব্যক্তিরাও বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব এ ক্ষেত্রে পারলৌকিক ফল-প্রত্যাশাও ইঁহার মনে স্থান পায় নাই। এরূপ নিতান্ত নিষ্কাম আচরণ এদেশে আর কখন ঘটিয়াছে, কি না জানি না। বাল্য-কাল অবধি নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কিরূপ কর্ম্মকে নিতান্ত নিষ্কাম ও যথার্থ সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে, ইঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া যেমন পরিষ্কার জানিলাম, পূর্ব্বে কখন এমন জানিতে পারি নাই। এক বার ইনি একটি অপ্রার্থী আত্মীয় ভদ্র লোককে ঋণ-দায়ে কাতর দৃষ্টে তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া আপনা হইতে দুই তিন শত টাকা দান করেন। এরূপ অযাচিত দানও একটি সাধারণ ব্যাপার নয়। আমি ইঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র রায়ের মুখে এই কথা অবগত হইয়া, মনে মনে ইঁহাকে কতই সাধুবাদ

করিলাম। তাঁহার মুখে আরও শুনিলাম যে, ইনি গোপনে আরও অনেক দায়গ্রস্ত ভদ্র লোকের এইরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন। অপ্রকাশ্য ভাবে এরূপ কার্য্য করা অত্যন্ত সাত্ত্বিক ভাবের কার্য্য। ইনি প্রতিদিন যে পথে ভ্রমণ করিতে যান, তথাকার অন্ধ, খঞ্জ, মহাব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি অসমর্থ দরিদ্র লোকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, কখন্ অক্ষয় বাবু এ পথে আগমন করিবেন। এই অংশটুকু লিখিতে লিখিতে, আমার মনে একটি ভাবের উদয় হইল। সে ভাবটি এই,—ইনি কেবল প্রধান গ্রন্থকার নন এবং কেবল বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-মতের অত্যুত্তম শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক নন, ইনি একটি অপূর্ব্ব পদার্থ।

চাঁদা-দান।—অল্প দিন হইল, আর একটি কাজ দেখিয়াছি। ১২৮৯ সালে বালি গ্রামে একটি হিতকর বিষয়ের জন্য চাঁদা-আদায় আরম্ভ হয়। তদুপলক্ষে যিনি যাহা দিবেন, তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্য এক খানি দান-পুস্তক বাহির হয়। এই বিষয়ের প্রবর্ত্তকদের মধ্যে অগ্রগণ্য একটি ভদ্র লোককে এক দিন অক্ষয় বাবুর সমীপে বসিয়া গল্প করিতে দেখিলাম। সেই ব্যক্তির সঙ্গে সেই দান-পুস্তক খানি ছিল। অক্ষয় বাবু পুস্তক খানি দেখিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি কিছু টাকা দিব।" তখন সেই ভদ্র লোকটি ইঁহার মুখ হইতে ঐ কথা শুনিয়া সানন্দভাবে কহিলেন, "তবে আপনি একটা নাম স্বাক্ষর করুন।" দত্তজ বলিলেন, "স্বাক্ষর করিতে গেলে, আমার কষ্ট হয়, স্বাক্ষর করায় কাজ নাই। আমি যাহা

দিব, আপনাদের প্রয়োজন-মত এক কালেই দিব।” তৎ-পরে উক্ত ব্যক্তি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। প্রায় এক মাস পরে আমি পুনর্ব্বার আসিয়া শুনিলাম, ইনি যাহা দিবার মানস করিয়াছিলেন, এক দিবস একেবারেই দিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাঁর দানের সময়ে বালি গ্রামের কত শত ব্যক্তির মধ্যে ২।৩ দুই তিন জন সম্ভ্রান্ত লোক মাত্র স্বাক্ষরিত টাকার কিয়দংশ দিয়াছিলেন। অপরাপর সকলে যিনি যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত তাহার কিছুই দেন নাই। এখনও কোথায় কি, তাহার ঠিকানা নাই। ইহাঁর বাক্য-নিষ্ঠা ও কার্য্য-নিষ্ঠা-বিষয়ে ঈদৃশ আস্থা যে, ইনি যে বিষয় স্বীকার করেন ও যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা শীঘ্র সম্পন্ন হইলেই নিশ্চিন্ত হন এবং কার্য্য-সমাধা হইলেই গা খোলসা হইল, মনে করেন। এ প্রকার ব্যব-হার ইহার শত শত বার দেখিয়াছি। সে সমুদায় লিখিয়া বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার কিছু দিন পরে এই বিষয় লইয়া, তিক্ত ও মধুর রস এবং অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী তিথির ন্যায় দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সংঘটন হইয়াছিল, তাহাও না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। এক দিকে দান-স্বাক্ষরকারীদিগের দান আদায় করিবার জন্য অধ্যক্ষ-দিগের কান্নাহাটি পড়িয়া গিয়াছে, আর দিকে ইহার কর্ম্মচারী এক দিবস প্রত্যূষে কিছু টাকা হস্তে করিয়া কোন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “অক্ষয় বাবু আপনাদের ‘ভিক্ষার ঝুলিতে *’ আর কিছু টাকা অর্পণ

* এ বিষয়ের দান-স্বাক্ষর-পুস্তকের নাম “ভিক্ষার ঝুলি” রাখা হইয়াছিল।

করিতেছেন।” তাঁহারা যে সময়ে দান আদায় জন্য জ্বালাতন হইতেছিলেন, সেই সময়ে ইঁহার এই অস্বাক্ষরিত অযাচিত আশাতীত দান-লাভ দ্বারা তাঁহাদের কিরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদেরই বলা শোভা পায়। দিন কয়েক পরে আমি বালিতে গিয়া এই বিষয় শুনিয়া, ইঁহার কতই অনুরাগ করিলাম এবং অপর সাধারণের সহিত ইঁহার স্বভাব-চরিত্রের কত বিশেষ, তাহাই কেবল আলোচনা করিতে লাগিলাম।

গচ্ছিত টাকা।—ইঁহার অসাধারণ ন্যায়পরতার এবম্ভূত কত দৃষ্টান্ত লিখিব? যদি কোন ব্যক্তি ইঁহার নিকটে টাকা গচ্ছিত রাখেন, তবে তিনি তাহা চাহিবা মাত্রই পান, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। এক বার আমি ইঁহার কলিকাতার বাসায় বসিয়া আছি, এমনসময়ে কেদারনাথ দত্ত নামে ইঁহার একজন আত্মীয় কুটুম্ব উপস্থিত হইলেন। নানারূপ কথাবার্ত্তার পরে তিনি বলিলেন,—“আপনার কাছে যে কয়েকটি টাকা রাখিয়া গিয়াছি, তাহা দিতে হইবে।” এই কথার অবসান না হইতে হইতেই, যেমন অবস্থায় তিনি টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, অবিকল তদবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া দিলেন। সেই টাকা কয়েকটি কাগজের মোড়ক করা ছিল, মোড়কের উপর লেখা ছিল, “কেদারনাথ দত্ত”। ইহা দেখিয়া সেই ভদ্র লোকটি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন,—“আমি কারবারী লোক, অনেকের কাছেই টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখি এবং দেনা পাওনা করিয়া থাকি; আপনার মত এমন দৃঢ় নিয়ম তো কাহারও দেখি নাই।”

তৎপরে অক্ষয় বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছ, সেই ভাবে না দিতে পারিলে যে কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে।"

আমি এরূপ বিষয়ের আরও বিস্তর বৃত্তান্ত জানি। আমি উক্ত ব্যাপারটি দেখিয়া, ইহাঁকে কহিয়াছিলাম, "অনেকেই অনেকের কাছে বিশ্বাস করিয়া অর্থাদি গচ্ছিত রাখে। যাঁহারা টাকা রাখেন, খাতায় জমা করিয়া রাখেন। আপনার মত টাকার মোড়কের গায় নাম লিখিয়া রাখিয়া বহু দিনের পরে সেই ভাবে প্রত্যর্পণ করিতে কাহাকেও দেখি নাই।"

স্বভাব-সিদ্ধ ন্যায়পরতার উদাহরণ—ইনি নিজের প্রয়োজনে কার্য্যালয়ের কাগজ ব্যবহার করিতেন না। এ কথা অনেকের সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এ সমুদায় আমার অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। আমি এরূপ বিষয়ে অনেক বড় বড় লোকের আচরণ দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার ব্যবহার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নিমিত্তই লিখিতে উৎসাহ হইতেছে। এরূপ কত কার্য্যই স্মরণ হইতেছে, তাহা কত লিখিব? ইংরেজের আপিস, জমিদারের কাছারি বা মহাজনের গদি, সকল স্থানেরই কর্ম্মচারীরা প্রায়ই আপনাদের কর্ম্মোপলক্ষে চিঠিপত্র লিখিতে হইলে, কার্য্যালয়ের কাগজ লইয়া থাকেন। অক্ষয়কুমার বাবু যৎকালে ব্রাহ্মসমাজে কাজ করিতেন, সেই সময়ে নিজ সম্পর্কে কাহাকেও পত্রাদি লিখিতে হইলে, কখনই সমাজের কাগজপত্র ব্যবহার করিতেন না। সমাজের ক্ষতি এবং অন্যায় কার্য্য না হয়, এই উদ্দেশে আপন ব্যয়ে স্বতন্ত্র কাগজ

ক্রয় করিয়া রাখিতেন; প্রয়োজন হইলে তাহা ব্যবহার করিতেন। বরং অন্যের প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা ইঁহার সন্নিধানে কাগজ চাহিয়া লইতেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। ইনি স্বয়ং এইরূপ ব্যবহার করিতেন এবং সচরাচর অন্যকেও বলিতেন,—"সমাজের কাগজ লইয়া ব্যবহার করিলে, অন্যায় কার্য্য করা হয়।" পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার নামক আদি ব্রাহ্মসমাজের একটি উপাচার্য্য কথা-প্রসঙ্গে পরিহাস ক্রমে এক দিবস ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাদিগকে সমাজের কাগজ লইয়া সমাজের ক্ষতি করিতে দিবেন না, সুতরাং আমরা আপনার ক্ষতি করিব, বই আর কি হইবে?"

আশ্চর্য্য স্মরণ-শক্তি।—ইঁহার বুদ্ধি-শক্তি ও স্মরণ-শক্তির বিষয় সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। ইহার যে সকল দৃষ্টান্ত আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, তাহাই দুই একটি লিখিতেছি।

ইনি কহিয়া থাকেন,—"রোগের প্রভাবে আমার স্মারকতা-শক্তির অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু এখনও যাহা দেখিতে পাই, তাহা বিস্ময়-কর। একদা ইঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র রায়কে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ হইতে প্রজাপতির বরাহ-রূপ-ধারণের কথা বাহির করিতে বলিলেন। ঐ গ্রন্থের যে অষ্টকের যে অধ্যায়ের যে অনুবাকে উহা বিদ্যমান আছে, তাহা নোট-পুস্তকের যে অংশে লিখিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিলেন, তথাচ কর্ম্মচারী তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ঐ স্থান বাহির করিতে পারিতেছেন

না দেখিয়া, ইনি বলিলেন—“ ৬ ছয়ের পৃষ্ঠা দেখ।” ঐ পৃষ্ঠা খুলিবা মাত্র দেখা গেল, সেই খানেই ঐ বরাহ-অবতারের প্রকরণ রহিয়াছে। ইহার পরে আমি ইঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, “ঐ বিষয় ঐ পৃষ্ঠায় আছে, আপনি কিরূপে জানিলেন?” তদুত্তরে অক্ষয় বাবু আমায় কহিলেন, “শিরোরোগ উৎপন্ন হইবার বহু পূর্ব্বে একবার উহা পড়িয়াছিলাম। যৎকালে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐ পুস্তক মুদ্রিত করেন, তৎকালে তাহার কিয়দংশ আমাকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। বিষয়টিতে আমার প্রয়োজন হইবে বুঝিয়া, আমি নোট্-পুস্তকে উহার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম। নোট্-পুস্তকে অধ্যায় ও অনুবাকাদির সংখ্যা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠার অঙ্ক লিখি নাই। পৃষ্ঠার অঙ্কটি সেই সময়ে দেখিয়াছিলাম, তাই মনে পড়িয়া গেল।” এটি ত্রিশ ৩০ বৎসর অপেক্ষা অধিক অল্প কালের কথা নয়। এত বৎসর পূর্ব্বের দৃষ্ট পত্রাঙ্ক মনে থাকা কত আশ্চর্য্যের বিষয়, কি বলিব?

একটি অদ্ভুত ক্রিয়া।—ইঁহার একটি অদ্ভুত কার্য্যের কথা বলিতেছি, কিন্তু তাহার স্বরূপ আমি অবগত নহি। কোন কোন অপঠিত নূতন পুস্তকের কোন বিষয় দেখিবার প্রয়োজন হইলে, সময়ে সময়ে কোন লোককে যত্ন পূর্ব্বক বাটিতে ডাকাইয়া আনিয়া, সেই সেই পুস্তক হইতে যে কথা বাহির করিতে হইবে, তাহা সেই ব্যক্তিকে বলিয়া দেন। কত বার দেখিয়াছি, সে ব্যক্তি কোন উদ্দিষ্ট বিষয় শীঘ্র বাহির করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, অক্ষয় বাবু পুস্তকের

দিকে বিনা চস্‌মায় দৃষ্টি-ক্ষেপ করিয়া, তাহার একটি স্থানে সতেজে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এই স্থানটি পড়িয়া দেখ।" তিনি সেই স্থানটি পড়িবা মাত্র সেই বিষয় প্রাপ্ত হইলেন। কখন কখন দেখিয়াছি, কোন কৃত-বিদ্য ব্যক্তিকে কোন পুস্তক হইতে কোন কথা বাহির করিতে বলিয়াছেন। তিনি আগ্রহ ও যত্ন সহকারে সে স্থান অনুসন্ধান করিতেছেন, কোন মতে কৃত-কার্য্য হইতেছেন না। ইহাতে অনেক বিলম্ব হইতেছে, অথচ পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া, অক্ষয়কুমার বাবু তাঁহার হস্ত হইতে পুস্তক চাহিয়া লইয়া, এক সেকেণ্ড-মধ্যে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই স্থানে দেখুন।" তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই সেই বিষয় দেখিতে পাইলেন। ইহাতে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট ও হৃষ্ট হইলাম। আমি এক বার বা দুই চারি বার মাত্র দেখিয়াছি এমন নয়, বহু বার এরূপ সন্দর্শন করিয়াছি। এরূপ ঘটনা কেবল আমি নহে, অনেক শিক্ষিত লোকেও প্রত্যক্ষ করিয়া কত আন্দোলন করিয়াছেন। ইঁহার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র রায় বলেন, "যে কোন ব্যক্তি কোন পুস্তক হইতে ইঁহাকে ঐ প্রকার কিছু শুনাইতে আইসেন, তিনিই বারংবার এরূপ ব্যাপার দেখিয়া গিয়াছেন।"

এক বার কোন পুস্তকে একটি প্রস্তাব বাহির করিতে হইবে বলিয়া, এক যুবা বিদ্বান্ ব্যক্তিকে পুস্তক দেওয়া হয়। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাইলেন না। তাহাতে অক্ষয় বাবু বলিলেন, "তবে রাখিয়া দেও।"

পরে নিজেই বই গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, এক খানির এক স্থান খুলিয়া বলিলেন, "এই খানে দেখ দেখি"। দেখিবা মাত্র সেই খানেই সেই প্রস্তাব বাহির হইল। একত্র ৬ ছয় খানি পুস্তক ছিল। তাহাদের আকার একই প্রকার এবং মলাট পর্য্যন্তও অবিকল একরূপ। ৩০ ত্রিশ বৎসরের এ দিকে ঐ পুস্তক ইনি চক্ষুতেও দেখেন নাই এবং কাহারও দ্বারা পড়াইয়া এক পঙ্‌ক্তিও শুনেন নাই। আমি এবং অন্য দুই তিন ব্যক্তি সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম, সকলেই দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। এক বার অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "কিরূপে আপনি এরূপ জানিতে পারেন?" দত্ত মহাশয় বলেন, "জানিবার উপায়টি এত সূক্ষ্ম যে, স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন।"

তত্ত্বানুসন্ধান-প্রবৃত্তি।—১২৯১ সালের ৭ই বৈশাখে অক্ষয় বাবুর সহিত ইঁহার গাড়িতে একত্র বেড়াইতে যাই। পথের মধ্যে এক জন ধাঙ্গড়কে দেখিতে পাইয়া, অক্ষয় বাবু গাড়ি দাঁড় করাইতে বলিলেন; এবং তাহাকে সন্নিকটে ডাকিয়া তাহাদের যাবতীয় আচার ব্যবহার ও তাহাদের দেব-দেবীর পূজার্চ্চনার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আর দুই এক জন ধাঙ্গড় আসিয়া জুটিল। তাহারা নিজ জাতীয় ব্যবহারাদি বর্ণন করিতে লাগিল। আমি তাহা শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া, ঐ বিষয়-সম্বন্ধে একটি কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। করাতে, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "তুমি এ বিষয়ের কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।" পরে অক্ষয় বাবুকে লক্ষ্য

করিয়া বলিল,—"ইনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন, ইনি আমাদের ভেদ মারিয়াছেন।" অর্থাৎ আমাদের আচার ব্যবহার সমস্ত অবগত হইয়াছেন। তৎপরে ইনি তাহাদের নিকট হইতে যাহা যত দূর জানিবার ছিল, সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন। বিদায় হইলে পর, আমরা উভয়ে হাস্য করিয়া উহাদের বিষয় বলাবলি করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"উহাদের দেশে আমিও যেমন গিয়াছি, আপনিও তেমনই গিয়াছেন। কিন্তু আপনি কি মন্ত্র জানেন। উহারা সেই মন্ত্রের শক্তিতে বিহ্বল হইয়া আপনাকে উহাদের সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বলিয়া স্থির করিয়াছে; এমন কি, আপনি উহাদের দেশে গমন করিয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছেন, এইরূপ প্রত্যয় গিয়াছে।" অনন্তর মনে মনে ভাবিলাম, এরূপ না হইলেই বা এত অনুসন্ধান কিরূপে ঘটে? অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আরও কত বার কত পাইয়াছি, তাহা তো আমার জানাই আছে। একত্র কুত্রাপি গমন করিলে, কত সন্ন্যাসী বা কত বৈরাগীর সহিত কথোপকথনের পরে, গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় পথের মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "যাহা শুনিয়া আসিলে, সে সকল তোমার স্মরণ আছে?" আমি ভাবিয়া দেখি, প্রায় সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ইনি গৃহপ্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার সমক্ষে কর্ম্মচারী দ্বারা সেই সমস্ত সবিশেষ লিপিবদ্ধ করান। তখন আমার সমস্ত স্মরণ হইয়া দেখি, একটি কথাও এড়ায় নাই। তখন আমার মনে হয়, চেষ্টা করিয়া কিছুমাত্র স্মরণ ও চিন্তা করিতে হইলে,

ইঁহার যেরূপ যাতনা ও রোগ-বৃদ্ধি হয়, তাহা আমার নিঃসংশয়ে জানা আছে, অথচ ইঁহার ভগ্ন মস্তকের কার্য্য দেখিয়া আমাদের আস্ত মুণ্ড ঘুরিয়া যায়।

প্রখর বুদ্ধিশালিতা।—ইঁহার বুদ্ধি-শক্তির বিষয় আমি আর কি বলিব? সর্ব্ব-সাধারণের তাহা বিদিতই আছে। সেটি একটি সর্ব্বজয়ী স্বাধীন পদার্থ। তাহা কোন শাস্ত্রের বাধ্য নয়, কোন দেশাচারেরও বশবর্ত্তী নয়, কোন কুসংস্কারেরও স্পর্শনীয় নয়, প্রধান প্রধান পণ্ডিত-সম্প্রদায়েরও একবারে অধীন নয়। ইঁহার কতই দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি শুনিয়াছি। একটি উদাহরণ বলি, শুনুন।

পূর্ব্বাবধি ইঁহার এই একটি মত ছিল,—অধিক সন্তান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নয়। যাহার যত গুলি সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষা-দান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহার তত গুলি সন্তান উৎপাদন করাই কর্ত্তব্য। তদপেক্ষা অধিক যাহাতে না জন্মায়, তাহার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদিও ইয়ুরোপীয় কোন কোন বিজ্ঞান-বেত্তা এই মত প্রকাশ করেন, কিন্তু কোন দেশের কোন পণ্ডিত নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া, ইনি সর্ব্বদাই আমাদের সমক্ষে অতৃপ্তি প্রকাশ করিতেন।

এক দিবস গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এক খানি পুস্তক * হস্তে করিয়া অক্ষয় বাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আপনি বহুপূর্ব্বে মনুষ্যের সন্তান-সংখ্যা স্বল্প করিবার উপায়-

* Elements of Social Science.

নির্দ্ধারণের বিষয় যে আমাকে অবগত করিয়াছিলেন, আমি সম্প্রতি এই পুস্তক-মধ্যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি এ দেশীয় যে কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তির সকাশে এই পুস্তকের লিখিত উক্ত বিষয় উত্থাপন করিলাম, একটি নূতন বিষয় জানিতে পারিলাম বলিয়া, হর্ষ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তিনিই, ইহা অগ্রাহ্য করিয়া উপহাস করিলেন। কাহারও নিকটে মুখ পাইলাম না।"

আমি ঐ সময় অক্ষয় বাবুর বাসা-বাটিতে উপস্থিত ছিলাম। ইহা অবগত হইবা মাত্র চমকিত হইয়া গেলাম। "যত ইচ্ছা সন্তান উৎপন্ন করা উচিত নয়। * যাঁহার যত গুলি সন্তান উত্তমরূপ প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য আছে, তদপেক্ষা অধিক সন্তান উৎপাদন করা, তাঁহার পক্ষে কোনরূপেই বিধেয় নয়। যাহাতে অধিক সন্তান উৎপন্ন না হয়, তাহার নির্দ্দিষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন করা আবশ্যক। না করিলে, প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপ হয় এবং সে পাপের দণ্ড-ভোগও করিতে হয়।" এইটি বহু পূর্ব্বাবধিই অক্ষয় বাবুর নির্দ্দিষ্ট মত বলিয়া জানি। আমি নিজে পুনঃ পুনঃ ইঁহার মুখে এই মতের কথা শুনিয়াছি। যখন ইনি অন্য অন্য আত্মীয় লোকের নিকটে ইহা ব্যক্ত করেন, তখন নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বনের বিষয় কোন দেশের কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। পরে উল্লিখিত ইয়ুরোপীয় গ্রন্থে তাহার সবিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই নূতন মতটি এত লোক-বিরুদ্ধ যে, তখন পর্য্যন্তও

---

* বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারের ২য় ভাগের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখ।

ইহা সর্ব্ব-সাধারণ শিক্ষিত লোকের সম্মত ও অনুমোদিত—হয় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়টি অক্ষয় বাবুর অনামান্য বুদ্ধি-গৌরবের পরিচায়ক। ভাবিলাম, যখন ইঁহার সম-কাল-বর্ত্তী, এদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এই মতটি অন্য কর্ত্তৃক প্রচারিত দেখিয়াও, ইহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন নাই, তখন ইঁহাকে কালাতীত বুদ্ধিমান্ লোক বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? *

অন্য এক দিবস উক্ত ব্রহ্ম বাবু ইয়ুরোপীয় অতি প্রধান কোন এক গ্রন্থকারের এক খানি ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক লইয়া অক্ষয় বাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'এক প্রধান ব্যক্তি, ধর্ম্ম-বিষয়ক এই পুস্তক খানি প্রচারিত করিয়াছেন এবং অনেকেই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।' অক্ষয় বাবু ইহার পূর্ব্বে ঐ নূতন পুস্তকের বিষয় কিছুই শুনেন নাই।

* এই উপলক্ষে ইঁহার বুদ্ধির আর একটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে নির্দ্দেশিত হওয়া আবশ্যক। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে এক বার অক্ষয় বাবু কয়েক জন শিক্ষিত ভদ্র লোকের সহিত 'মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন নহে'--এই বিষয়ে বিচার করেন। তাহাতে ইনি বলেন, "মানুষের ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়; লোকে নিজ প্রকৃতি ও অন্য অন্য কারণের বশীভূত হইয়াই, কার্য্য করে। যিনি যে অবস্থায় যে কারণে যে কার্য্য করেন, তিনি কিছুতেই তাহা না করিয়া, থাকিতে পারেন না।" † ইয়ুরোপের বিজ্ঞান-বিৎ প্রধানতম পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে এখন ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি উহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অক্ষয় বাবু তোমাদিগকে যে ফাঁদে ফেলিয়াছেন, তাহা হইতে তোমাদের অব্যাহতি নাই।' বস্তুতঃও তাহাই ঘটিল। সকলেই নিরুত্তর হইলেন।

† ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ৫০ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ খানির নাম-মাত্র শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"এ গ্রন্থ খানি যুক্তি-সিদ্ধ হইবার বিষয় নয়। ইহাতে অসার মত ও অনেক অসার কথা থাকা সম্ভব।" তথাচ ব্রজ বাবু এক জন সুশিক্ষিত আত্মীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন,— "তিনি ইহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।" এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে ব্রজ বাবু, উল্লিখিত আত্মীয় ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে লইয়া, অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'পুস্তক' সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার্ রিভিউ (Westminster Review) পত্রিকায় অবিকল তাহাই লিখিত হইয়াছে।' তৎপরে তিনি সেই সমালোচনাটী পাঠ করিলেন। উহাতে এই পুস্তকের নিন্দা করিয়া লিখিত হইয়াছে যে এই পুস্তকে সার কথা অতীব অল্প, অধিকাংশই অসার। এই কথা শ্রবণ করিয়া, অক্ষয় বাবু সহাস্য মুখে ব্রজ বাবুকে কহিলেন,— "আমি পুস্তক খানির নাম মাত্র শুনিয়া, কিরূপে ইহার গুণাগুণ বলিয়াছিলাম, বলুন দেখি ?"

প্রবন্ধ-রচয়িতা ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার্ রিভিউ (Westminster Review) পত্রিকায় উল্লিখিত পুস্তকের সমালোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছিলন, অক্ষয় বাবু পুস্তকের নাম-মাত্র শুনিয়া তাহাই বলেন। ইনি যে কি শক্তিতে ও কি বিবেচনায় সে বিষয়টি বলিয়াছিলেন, আমি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তাঁহার সে বিষয়ে অক্লেশেই প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ইহার স্বভাব-সিদ্ধ

স্বদেশানুরাগ ইঁহার সকল গ্রন্থেই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কয়েক বৎসর অবধি এ দেশের জল, বায়ু, স্বাস্থ্য, দ্রব্যাদির মূল্য প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। এই কথা অক্ষয় বাবুর নিকটেই আমরা সর্ব্ব-প্রথমে শ্রবণ করি। অনেক প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, এদেশীয় লোকের স্বাস্থ্য-ক্ষয়াদি-বিষয় অক্ষয় বাবুর সন্নিকটে তাঁহারাও সর্ব্বাগ্রে অবগত হন। যখন সাধারণ লোকেরা এই সমস্ত উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তখন অক্ষয় বাবু সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-বলে ইহা অনুধাবন করিয়াছিলেন। কেবল বাচনিক কেন, ন্যূনাধিক ৪০ চল্লিশ বৎসরের লিখিত পুস্তক বা প্রবন্ধাদিতে তাহার চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ একটা স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"এক্ষণে দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা-দেশীয় লোকেরা যেমন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়াছে, এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কোন মহাপাপ এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে, পরমেশ্বরের কোন প্রবল আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে, আমাদের কোন দারুণ দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে,—তাহার সংশয় নাই। অনেকেই কহেন, 'আমার পিতামহ অতি বলবান্ ছিলেন; অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমেও দ্বিগুণ ভোজন ও পরিশ্রম করিতে পারিতেন।' কেহ কেহ কহেন, 'আমার পিতামহ কখনও গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন নাই; এক্ষণে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ হয়।' বস্তুতঃ উহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এবং অনেকে পুনঃ পুনঃ এই খেদোক্তিও করিয়া থাকেন যে, 'অদ্যাপি ৭০ সত্তর বর্ষের বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যত অন্ন ভোজন করেন, আমরা যৌবন-দশায়ও তত পারি না।' ৪০।৫০ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কি কারণে এ প্রকার বিষম অমঙ্গল ঘটিল, তাহার অনুসন্ধান করা, স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয় ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অল্প বয়সে স্ত্রী-সহযোগ, যে ইহার এক প্রধান কারণ,—তাহার সংশয় নাই।"—[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ১ম ভাগ ১২০—১২২ পৃষ্ঠা, ১৭৭৩ শকাব্দ।]

অম্বিকা বাবুর লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমার যে ঘটনাটী স্মরণ হইতেছে, এ স্থলে তাহাও লেখা কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং এক দিন এক শুভ্র-কেশ প্রাচীন বিচক্ষণ চিকিৎসকের মুখে প্রাগুক্ত বিষয়-সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়াছি। তিনি কথা-প্রসঙ্গে আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, 'এ দেশের সমাজ-সংক্রান্ত দোষোল্লেখ অক্ষয় বাবু কর্ত্তৃক প্রথমেই প্রচারিত হয়। তিনিই এ সকল বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা ও আন্দোলন করেন এবং ইহা উন্মূলন জন্য ঘোষণা করিয়া দেন। তাঁহারই গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিয়া, এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এক্ষণে নব্য সম্প্রদায়ের ভূরি ভূরি লোকের মন হইতে এ বিষয়ের কুসংস্কার যে অপনীত হইয়াছে এবং অনেকে যে ইহার অনুসরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই তাহার মূল।'

খগোল-অনুশীলন।—একটি পরিহাসের কথা মনে হইল, না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অক্ষয় বাবু দর্‌মাহাটার ত্রিতল বাটির ছাদের উপরি বসিয়া, রাত্রি ২ দুই প্রহরের সময়ে এক দিন খগোল-যন্ত্র লইয়া, গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে ইহাঁর স্ত্রী ইহাঁর সন্নিহিত হইয়া বলিলেন,—"এমন লোক কে দে'খেছে যে, দুই প্রহর আড়াই প্রহর রাত্রি-কালে স্ত্রীর শয্যা ছে'ড়ে আকাশের দিকে চক্ষুঃ স্থির ক'রে থাকে। এ তো সামান্য বিড়ম্বনা নয়।" অক্ষয় বাবু ইহাতে বলেন,—"এমন লোকের স্ত্রী এরূপ কথা বলে, ইহা আরও বিড়ম্বনা।"

যে সময়ে ইনি কতক গুলি নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সপ্ত-র্ষির সহিত ধ্রুব-নক্ষত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ও তদ্দারা ধ্রুব-তারা-নিরূপণের নিশ্চিত উপায় প্রাপ্ত হইয়া এবং পৃথিবী হইতে লুব্ধক-নামক যে নক্ষত্রের দূরত্ব-পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে,* গগন-মণ্ডলে তাহার অবস্থিতি-স্থান প্রত্যক্ষ দেখিয়া, পুলকিত হইয়া রহিয়াছিলেন, সেই সময়েই ভার্য্যার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করাতে, অক্ষয় বাবুর উহা অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল। এই রূপ কারণ-উপলক্ষেই নববার্ষিকী-প্রণেতা বলিয়াছেন,—"সুশিক্ষিতের অশিক্ষিতা পত্নী যে কিরূপ যন্ত্রণা-দায়ক, তাহা ইনি নিজ জীবনে পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং নিজ অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়াই উহা বিলক্ষণ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে" †

নিঃস্বার্থ পরোপকার।—দেখিতে পাই, ইনি যে কোন কর্ম্মই করেন, তাহা অন্তরের সহিত নিতান্ত সাত্ত্বিক ভাবেই করিয়া থাকেন। এই জন্যই ইঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত কার্য্য গুলি উত্তমই হইয়া থাকে। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে, লিপিবদ্ধ করিতেছি, পাঠ করিলেই অবগত হইবেন।

অক্ষয় বাবু বালি গ্রামের নূতন বাটিতে গিয়া অবস্থিতি করিবার পরে, উক্ত গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ নামে ইঁহার প্রতিবাসী, একটি কায়স্থ-পুত্র সতত ইঁহার বাটীতে

---

* ১৮০১ শকাব্দের মুদ্রিত চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগের 'ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড,' ১৬৩ ১৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† নববার্ষিকী, ১২৮৪ সাল, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

গমনাগমন করিতেন। ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় ও রাখালচন্দ্রকে বুদ্ধিমান্ দেখিয়া, ইনি তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন। রাখালচন্দ্র বালির স্কুলেই পড়িতেন। তিনি তথা হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং বৃত্তিও পাইলেন। বৃত্তি পাইবার পরে, অক্ষয় বাবু তাঁহাকে মেডিকেল্ কালেজে অধ্যয়ন করিতে পরামর্শ দেন এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলেন যে, "মেডিকেল্ কালেজে পড়িলে, ৩ তিনটি উৎকৃষ্ট বিষয় লাভ করা যায়। প্রথম,—বিজ্ঞান-শিক্ষা; দ্বিতীয়,—সম্মানের সহিত অর্থোপার্জ্জন ; তৃতীয়,—যথেষ্ট পরোপকার।"

রাখালচন্দ্রও ইঁহার উপদেশানুসারে মেডিকেল্ কালেজে অধ্যয়ন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু রাখালচন্দ্রের পিতার নিতান্ত মত যে, তিনি আইন অভ্যাস করিয়া ওকালতী পরীক্ষা দেন। তিনি রাখালচন্দ্রের মেডিকেল্ কালেজে ভর্ত্তী হইবার কথা শুনিয়া, যাহাতে তাঁহার ঐ স্থানে পড়া না হয়, নানাপ্রকারে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেবল তাঁহার পিতারই যে এরূপ ইচ্ছা, তাহাও নয়। তাঁহার প্রতিবাসী ও আত্মীয়-জনের মধ্যে অনেকেরই ঐ মত ছিল। তাঁহার একটি শিক্ষক প্রথমে অক্ষয় বাবুর মতেই মত দেন, কিন্তু পরে তাঁহারও মত পরিবর্ত্তিত হয়। অক্ষয় বাবু, রাখালচন্দ্রের মেডিকেল্ কালেজে অধ্যয়ন, যথার্থ কল্যাণ-কর জানিয়া, পূর্ব্বের মতই উপদেশ, যত্ন-প্রকাশ ও উৎসাহ-প্রদান করিতে লাগিলেন। রাখালচন্দ্রও ইঁহার উপদেশ-ক্রমে পূর্ব্ব-সঙ্কল্পেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রহিলেন। কিন্তু রাখালের পিতাও শিথিল-প্রতিজ্ঞ নন; যাহাতে স্বীয় পুত্রের পূর্ব্ব সঙ্কল্প

রহিত হয়, বিবিধ প্রকারে তাহার চেষ্টা ও কৌশল করিতে লাগিলেন। এমন কি, নানা উপায়ে কঠোর ব্যবহার করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

রাখালচন্দ্র পিতার ঐরূপ আচরণে অশ্রু-পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষয় বাবুর সমক্ষে গিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। ইনি এক দিবস তাঁহার পিতাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"মেডিকেল্ কালেজে পড়িলে, রাখালের ভাল হইবে, তুমি ইহাতে প্রতিবন্ধক হইও না।" তাঁহাকে এতদ্ভিন্ন যুক্তি সঙ্গত আরও অনেক কথা বিধিমতে বুঝাইলেন, তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না; মনে মনে বিরুদ্ধ-ভাবই ধারণ করিয়া থাকিলেন। সে সময়ে মৌনী হইয়া শুনিলেন ও কতক কতক সম্মতিও প্রদান করিলেন। কিন্তু বাটিতে গিয়া, পুনরায় বিপরীত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা নিতান্ত বিরূপ হইয়া থাকিতেছেন, অক্ষয় বাবু ইহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারিতেছেন, তথাপি তাঁহার পুত্রের মহোপকার-সাধনে ক্ষণ-মাত্রও পরাঙ্মুখ হইলেন না। প্রত্যুতঃ তন্নিমিত্ত ইঁহার উপচিকীর্ষা-বৃত্তি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং নিজের হিতাহিত কিছু-মাত্রও না ভাবিয়া, রাখালচন্দ্রকে সুখী করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাখালচন্দ্রের পিতা কোন-রূপেই তাহা বুঝিলেন না।

এক দিবস কোন উপলক্ষ করিয়া, রাখালচন্দ্রের পিতা পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া যান। কলিকাতায় কোন্ কালেজ্ ও কোন্ স্কুল কোথায়, রাখালচন্দ্র তাহার কিছুই জানিতেন

না। তাঁহার পিতা ঐ দিবস তাঁহাকে একেবারেই প্রেসিডেন্সি কালেজে লইয়া যান এবং রাখালের নামে লিখিত যে এক খানি দরখাস্ত তাঁহার সঙ্গে ছিল, সেই দরখাস্ত উপস্থিত করিয়া, তথায় ভর্ত্তী করিয়া দেন। রাখালচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কালেজ্‌কেই মেডিকেল্ কালেজ্ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিছু পরেই জানিতে পারিলেন, উহা মেডিকেল্ কালেজ্ নহে। পরে অক্ষয় বাবুর সন্নিধানে আসিয়া, বিষণ্ণ বদনে ঐ সকল বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। অক্ষয় বাবু পূর্ব্বাপর সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—"এ বিষয়ে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইও না। এখনও যদি কোন উপায় থাকে, চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। যেটি ঘটিলে, চির-জীবন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহার প্রতিকার-চেষ্টায় কোন রূপেই বিমুখ হওয়া উচিত নয়।" প্রেসিডেন্সি কালেজে ভর্ত্তী রহিত করিয়া, যাহাতে মেডিকেল্ কালেজে প্রবিষ্ট হওয়া ঘটে, অক্ষয় বাবু পুনরায় সে জন্য দৃঢ়তর-রূপে চেষ্টা করিতে বলিলেন। ইঁহার এই উপদেশানুযায়ী রাখালচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কালেজ্ হইতে নাম উঠাইয়া, তৎ-পরিবর্ত্তে মেডিকেল্ কালেজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে ডাইরেক্টর্ সাহেব সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

রাখালচন্দ্রের অবস্থা যে ক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। প্রেসিডেন্সি কালেজে যে টাকা জমা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরিয়া না পাইলে, বড়ই কষ্ট হয়, এজন্য অক্ষয় বাবু প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বন্দ্যো-

পাধ্যায়কে এক খানি পত্র লিখিয়া দেন। তাঁহারই উদ্যোগে টাকা গুলি ফেরৎ পাওয়া যায়। এই প্রকারে রাখালচন্দ্র অভিলষিত স্থানে পাঠ করিয়া, মনের সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় অবস্থিতি না করিলে, মেডিকেল কালেজে অধ্যয়নের সুবিধা হয় না। রাখালচন্দ্রের বাসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকিবারও সম্ভাবনা ছিল না। অক্ষয় বাবু সে বিষয়ের নিমিত্ত এবং যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে তজ্জন্যও, স্বতঃ-পরতঃ চেষ্টা দ্বারা যত দূর পারেন, সুযোগ করিয়া দেন।

এই রূপে যখন সকল প্রতিবন্ধকের নিরাকরণ হইয়া, মেডিকেল কালেজে নির্ব্বিঘ্নে রাখালচন্দ্রের অধ্যয়ন চলিতে লাগিল, তখন অক্ষয় বাবু তাঁহাকে পশ্চাল্লিখিত উপদেশটি প্রদান করিলেন,—"কিরূপ যত্ন ও কিরূপ চেষ্টা-সহকারে তোমার শিক্ষার বিষয়টি সুনিদ্ধ হইল, তাহা চির-দিন মনে রাখিও। যে কোন শুভ কার্য্য করিতে হয়, তাহা এই প্রকার অধ্যবসায়ের সহিতই করা উচিত; যখন তুমি অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, সংসারে প্রবৃত্ত হইবে, তখন এই রূপ প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়-সহকারে জন-সমাজের উপকার সাধন করিবে।" রাখালচন্দ্র অধ্যয়ন-কালে অনেক বার অনেক পুরস্কার লাভ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেডিকেল কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিছু কাল গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া, নানা স্থানের এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জনের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, পরে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় নির্ব্বাহ করিয়া, উত্তম রূপে কৃতকার্য্য হইয়েছেন।

এই রূপে তিনি কৃতী হইয়া, অক্ষয় বাবুকে আনন্দ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন।

লোকে দুরবস্থাপন্ন ছাত্রদিগের স্কুলের বেতনাদি দিয়া, বিবিধ উপায়ে উপকার করিয়া থাকে। ইনিও সেরূপে অনেকের উপকার করেন। সুতরাং এবংবিধ কার্য্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু উপকৃত ব্যক্তির আত্ম-জনেরা বিরোধী ও বিরূপ হইয়া থাকিতেছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল পরের হিতসাধন-উদ্দেশে ইনি স্বতঃ পরতঃ যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল, এই কারণেই ইহা র বিবরণ এ স্থলে লিখিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

আমোদ-প্রমোদের বিষয়।—দম্‌দমায় ভ্রমণ ও এক সদ্‌গোপের সহিত আলাপ-পরিচয়।—দেবেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত সমুদ্র-যাত্রা।—রাজমহলে গমন।—মুচিখোলার পিল্‌ সাহেবের মনোরম উদ্যানে অবস্থিতি।—সমুদ্র-যাত্রা-কালে অনুসন্ধিৎসার বিবরণ।—দরিদ্র জনের প্রতি অনুরাগ।—ভ্রমণ-বিষয়েও এ দেশীয় লোকের কুসংস্কার-বিমোচন-চেষ্টা।—মাতৃভক্তি।—ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়ম্‌ অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে ও শিবপুরস্থিত কোম্পানির বাগানে গতিবিধি।—উদ্ভিদ্‌-বিদ্যাদি-সংক্রান্ত আলোচনা।

আবশ্যক কর্ম্ম ব্যতিরেকে, সকলেরই কিছু না কিছু আমোদের বিষয় থাকে। যথা,—শতরঞ্চ-খেলা, তাস-খেলা, মাছ-ধরা। কিন্তু ইঁহার আমোদ-প্রমোদের বিষয় সাধারণ লোকের মত নয়। ইনি অপরিচিত-ভাবে বনে, জঙ্গলে, শোভনোদ্যানে, প্রান্তরে, শস্য-ক্ষেত্রে ও পল্লী গ্রাম প্রভৃতিতে বেড়াইতে ভালবাসিতেন। এইটিই ইঁহার আমোদ-প্রমোদের বিষয়।

নির্জ্জন ও নূতন স্থান দর্শন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক অভিনব বৃত্তান্ত অবগত হওয়াই, ইঁহার আন্তরিক আমোদের বস্তু ছিল। নৈসর্গিক পদার্থে অনুরাগই এবংবিধ পরিভ্রমণের মূল কারণ। এ বিষয়ে ইঁহার স্বাভাবিক ঈদৃশ অনুরাগ আছে যে, ৫।৬ পাঁচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রম সময়েও, এই বিষয়ের যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা চির-দিন মনে জাগ্রৎ

রহিয়াছে। নিভৃত স্থানে অথবা লোক-সমাজে অজ্ঞাত-কুল-শীল, অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় ভ্রমণ করিতে, ইঁহার অত্যন্ত আমোদ জন্মিত। সচরাচর পার্শী ভাষায় সুশিক্ষিত ২ দুই জন লোক * ইঁহার সঙ্গী হইতেন †। সমস্ত দিনের মত যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় ব্যয় সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন। কোথায় যাইবেন, তাহা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিত না। সচ্ছন্দ ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে, সে স্থানে বেলা ১০ দশটা কি, ১১ এগারটা হইত, সেই স্থানে আহারের উদ্যোগ করিতেন; কখন উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন; কখন বা বন্য স্থানের মধ্য দিয়া যাইতেন; কোন সময়ে বা গ্রামে গিয়া, গ্রাম্য দুঃখী লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন; কখন কৃষকের কৃষি-কার্য্য দর্শন অথবা তাহাদের পরিশ্রমের পরিমাণ-পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন; কখনও বা কোথায় তন্তুবায়ের তন্তুবয়নাদি শিল্পকার্য্য সন্দর্শন করিতেন; কখন কখন, বিশেষতঃ যন্ত্র-বিজ্ঞান অনুশীলনের সময়ে চিনির কল, ময়দার কল, সুতার কল, কাগজের কল, টঙ্ক-শালার কল প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়া,

---

* শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র নন্দী ও বজ্রেশ্বর বসু। ইঁহারা উভয়েই পার্শী ও উর্দ্দু ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন; কিছু কিছু ইংরেজীও অধ্যয়ন করেন। হরিশ বাবু কেবল হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা রাখিতেন। তিনি "চাহার দরবেশ"-নামক উর্দ্দু পুস্তকের স্বকৃত বাঙ্গলা অনুবাদ প্রচার করেন। অক্ষয় বাবুর অনুরোধ-ক্রমে রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত "তোহফতুল মোহদীন্"-নামক সুবিখ্যাত প্রগাঢ় গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহা পুনর্ব্বার সংশোধন করিবার প্রয়োজন ছিল; সংশোধন করা হইলে, ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত হইবে, এই রূপ কল্পনা থাকে। তাহার পরে যে, সে অনুবাদ কোথায় গেল, কিছু বলিতে পারি না।

† অনেক সময়ে একাকীও ভ্রমণ করিতেন।

বেড়াইতেন; কখন কখন নানা স্থানের ভূস্বামী ও নীল-করদিগের ব্যবহারাদি অনুসন্ধান করিয়া জানিতেন *; ইঁহার নিজের ক্ষুদ্র শোভনোদ্যানে যাদৃশ নিভৃত স্থান আছে, তখন সেরূপ স্থানে গমন ও উপবেশন করিবার জন্য লালায়িত হইতেন; প্রখর গ্রীষ্ম, বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্র, চতুর্দ্দিক্ অগ্নিময়, এমন সময়েও নৈসর্গিক-বস্তু-সন্দর্শন-উদ্দেশে সহসা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, তাদৃশ-বৃক্ষচ্ছায়া-বিশিষ্ট বিজন স্থানে গিয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। ভ্রমণ করিতে করিতে, কত সময়ে কত কৌতুকের বিষয় উপস্থিত হইত। এক দিবস দমদমার নিকটে বেড়াইতে বেড়াইতে, বেলা ১১ এগারটার সময়ে অত্যন্ত রৌদ্রের উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া, আহারাদি করিবার জন্য গ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন। একে বৈশাখ মাস, তাহাতে অনাবৃষ্টি, তাহার উপর আবার মধ্যাহ্ন কালের প্রখর রৌদ্র। গ্রীষ্ম-প্রভাবে বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ভোজনান্তে রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, একটি সদ্‌গোপের বাটিতে গিয়া উপনীত হইলেন। সদ্‌গোপ, ইঁহাদিগকে দেখিয়া এই ভাবে বলিতে লাগিল,— 'তোমরা এমন ক'রে বেড়া'চ্চ কেন? আমার এক ভাইপো এই রকম ক'রে বেড়ি'য়ে অধঃপাতে গে'ছে।' সদ্‌গোপের কথা শুনিয়া, ইঁহারা পরস্পর নানারূপ কথা কহিতে লাগিলেন। কেহ সংস্কৃত শ্লোক, কেহ পার্সী ও হিন্দী বচন পাঠানন্তর আপনাদের মধ্যে উল্লিখিত সদ্‌গোপের বিষয় আলোচনা

* ১৭৭২ শকের বৈশাখ, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাস প্রভৃতির তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাতে এই বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে সন্নিবিষ্ট আছে।

করিতে লাগিলেন। তখন সদ্‌গোপ বলিল,—'তোমাদিগকে বিজ্ঞ লোকের মত দেখ্‌ছি। এত অল্প বয়সেই সংসারের প্রতি তোমাদের বিরাগ কেন হ'ল?' সদ্‌গোপ এইরূপ অনেক কথা কহিয়া বলিল,—'তোমরা ঘরে ফি'রে যাও।' সদ্‌গোপের এই সকল কথা শুনিয়া ইহাঁরা কহিলেন,—'তোমারই কথা শিরোধার্য্য, আমরা গৃহে চ'ল্লাম।'" এই কথা বলিয়া, ইহারা অপরাহ্ণে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যাবৎ ইনি পীড়িত না হইয়াছিলেন, তাবৎ মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ এইপ্রকার ভ্রমণ দ্বারা অত্যন্ত সুখানুভব করিতেন। অন্য লোকে যে উদ্দেশে তাস খেলে, বঁড়শীতে মাছ ধরে, ইনি সেই উদ্দেশে এতাদৃশ পূজ্য-পদবীতে সচ্ছন্দ-ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। ইনি বলেন,—"জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ক সুখ-ব্যতিরেকে যে কয়দিন এই ভাবে লোকের অজ্ঞাতসারে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই কয়দিনই আমার নির্ম্মল সুখের দিন গিয়াছে।"

অল্প বয়স অবধি ইঁহার সমুদ্র ও পর্ব্বত দেখিবার নিতান্ত বাসনা থাকে। কিন্তু উপায়াভাবে তাহা বহু কাল সম্পন্ন হয় নাই। পরে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বহির্গত হইয়া, একবার সমুদ্র দর্শন করিয়া আইসেন। পশ্চাৎ একটি আত্মীয় লোকের সহিত কার্ত্তিক মাসে ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক রাজমহলে গমন করেন ও তথা হইতে অপর এক খানি নৌকায় একটি জলা পার হইয়া, তেপাহাড়ীর উপর আরোহণ করেন। ইহারই পূর্ব্ব ফাল্গুনে মুচিখোলার 'পিল্ সাহেবের বাগান' নামক বিখ্যাত উদ্যানে শ্রীযুক্ত বাবু

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এক দিবস অবস্থিত করেন ঐ উদ্যান সে সময়ের একটি পরম-শোভাকর প্রধান উদ্যান বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু ইনি রাজমহলের নিকট-স্থিত তেপাহাড়ীর শিরোদেশ হইতে চারিদিক্ দর্শন করিয়া কোন আত্মীয়কে * লিখিয়া পাঠান,—"এ স্থান হইতে চতুর্দ্দি-কের শোভা সন্দর্শন করিয়া, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। সহস্র সহস্র পিল্ সাহেবের বাগান একত্র করিলেও, তাহার কিছুতেই এ শোভার তুলনা হয় না।"

ভ্রমণে ইঁহার বিশেষ কিছু আনন্দ ও বিশেষ কিছু ব্যব-হার লক্ষিত হইত। অত্যল্প নূতন স্থান ও নূতন বিষয় দেখিলেও, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। যখন যে পরিমাণে নূতন স্থান দৃষ্টি হইত, তখন সেই পরিমাণে দৃষ্টি-ক্ষেত্র বিস্তৃত ও জ্ঞান-ভূমি প্রসারিত হইল, বোধ করিয়া, কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। ভ্রমণ উদ্দেশে যখন যে স্থানে যাউন না কেন, কোন না কোন রূপ বিশেষ আনন্দে আপনাকে আনন্দিত বোধ করিতেন। ইনি দেবেন্দ্র বাবুর সহিত যে কয়েক বার নদীতে ও সমুদ্রে বেড়াইতে যান, তদুপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবু দেখিতেন, তাঁহার অন্যান্য পারিষদেরা নিতান্ত সামান্য লোকের ন্যায় কালহরণ করিতেছেন, কিন্তু অক্ষয় বাবু কখনও সমুদ্র-পোতের চার্ট দেখিয়া, জল-পরিমাণাদি বলিয়া দিতেছেন, কখ-নও কাপ্তেনের সঙ্গে বসিয়া দিবা-ভাগে সূর্য্যোদয়ের শোভা সন্দর্শন, পৃথিবীর গোলাকৃতি-পরীক্ষা ও দূরবীক্ষণ দিয়া, দৃষ্টির

* শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে।

বহির্ভূত স্থানাদি নিরীক্ষণ করিতেছেন, কখনও বা রাত্রি-কালে কাপ্তেনের সহিত গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরিদর্শন ও নানাদেশ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতেছেন। দেবেন্দ্র বাবু অনেক সময়ে এ সকল লক্ষ্য করিতেন ও স্থল পাইলে, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া, অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ইনি স্বাস্থ্যলাভ-উপলক্ষে কয়েক বার পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গমন করেন। এক বার ফিরিয়া আসিবার সময়ে সঙ্গীদিগকে এই রূপ বলিলেন, এবং বন্ধু-বিশেষকে এই রূপ পত্র লিখিলেন—"পশ্চিমাঞ্চল-আগমনে আমার সম্ভ-বাতিরিক্ত অর্থব্যয় হইয়াছে; তথাচ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি বোধ হয় না। দিল্লী, আগরা, ইন্দ্রপ্রস্থাদি পুরাতন স্থান সকল দর্শনানন্তর যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার ঐ অর্থব্যয় সম্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছে।"

এক বৎসর দোল-যাত্রার সময়ে ইনি ও পূর্ব্বোক্ত হরিশ বাবু টাকীর অদূরস্থিত ধলচিতা গ্রামে ইঁহার পিসতুত ভাই রামধন বাবুর বাটীতে গমন করেন। তথায় দুই এক দিবস অবস্থিতি করিয়াই শুনিতে পাইলেন, অনতিদূরে একটী পদ্মবন আছে; তাহার নাম বক্রচণ্ডীর বিল; সেটি বড় সুদৃশ্য। এই কথা শুনিয়া, ইনি তদ্দর্শনার্থ অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। এক দিবস প্রাতে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, তথায় গমন করেন। একে আহারের অব্যবহিত পরেই গমন, তাহাতে আবার ফাল্গুন মাসের প্রচণ্ড-রৌদ্র-ভোগ,—এই উভয় ক্লেশ সহ্য করিয়া, বৈকালে তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। দেখি-

লেন, নানাবিধ বিহঙ্গের সমাগমে সে স্থানটি অতি মনোরম হইয়াছে। ফলতঃ বিবিধ-জাতীয় পক্ষীর সঙ্গীত-নৃত্য বাদ্যপূর্ণ শ্রুতিসুখকর কলরব শুনিয়া ও পদ্মবিলের চিত্তচমৎকারক অপূর্ব্ব রূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সমস্ত পথশ্রম নিমেষ-মাত্রেই দূরীভূত হইয়া গেল। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে রাশীকৃত পদ্ম-পুষ্প, পদ্ম-পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, সানন্দ মনে গৃহে সমাগত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, অজ্ঞাত-কুল-শীল ভাবে ভ্রমণ করাতে ইঁহার সুখ বোধ হইত। ইনি যে সকল পল্লীতে বিচরণ করিতেন, তথাকার লোকে ইঁহার জাতি, কুল, মান-মর্য্যাদা, পদ প্রভৃতি কিছুই জানিত না। সুতরাং ইঁহাকে কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইয়া, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হইত না। ইনি বলেন,—"পর্ণ-কুটীর-বাসী দুঃখী লোকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহিয়া, যেরূপ সুখী হইতাম, এখন আর সেরূপ ঘটে না। বিশেষতঃ, রাজমহল-অঞ্চলের একটি পার্ব্বত্য লোকের ব্যবহার দেখিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইয়াছিলাম।" ইনি এবং ইঁহার সমভিব্যাহারী আত্মীয় ব্যক্তি রাজমহল হইতে তেপাহাড়ী যাত্রা করিবার সময়ে জলা পার হইয়া, একটি লোককে সঙ্গে লইয়া যান। তথা-হইতে প্রত্যাগমন-কালে সে ইঁহাদিগকে নিজ নিকেতনে লইয়া উপস্থিত করিল। তাহার গৃহের অঙ্গনে দিবারাত্রি নিরন্তর অগ্নি জ্বলিতেছিল। সেই অগ্নির নিকট হইতে অনতিদূরে এক খানি বৃহৎ কাষ্ঠের উপর ইঁহাদিগকে উপ-বেশন করিতে বলিল। ইঁহারা এই রূপে আমন্ত্রিত ও সেই প্রকাণ্ড কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া, আপ্যায়িত হইয়া গেলেন।

কিন্তু সেই গৃহস্বামীও ইঁহাদিগের অপেক্ষা অল্প আহ্লাদিত হয় নাই। সে ইঁহাদিগকে স্বীয় গৃহ ও গৃহ-সজ্জা সকল দর্শন করাইল, ইঁহাদের সম্মুখে আত্ম-জনদিগকে উপস্থিত করিয়া, পরিচয় দিয়া দিল, আপনার ও আপনার পরিজন-ঘটিত কত কথাই বলিল, কত গল্পই করিল ও বিদায়-কালে ইঁহাদের হস্তে কিঞ্চিৎ ফল অর্পণ করিল। ইঁহারা এই ফল হস্তে লইয়া, রাজ-মহলে প্রত্যাগমন করিলেন। সে দিন অনাহারে সমস্ত দিন থাকিতে হইয়াছিল, তথাচ ৩ তিনটি ক্ষুদ্র-পর্ব্বত-দর্শনে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া, আনন্দময় হইয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপ উপলক্ষে ইনি মধ্যে মধ্যে আত্ম-পরীক্ষা করিয়া আনন্দিত হইতেন। তাহা কিরূপ, বলিতেছি। বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি অশুভ দিন ও অশুভক্ষণ দেখিয়া ভ্রমণার্থ যাত্রা করিতেন, কুত্রাপি নির্জ্জন দেব-মন্দিরে গিয়া, আপনার অভিমতানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। যে দিন অপরাপর লোকে যোগ-স্নান ও গ্রহণান্ত স্নান-উদ্দেশে গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, ইনি তাহার বিপরীত দিকে সরোবরে স্নান জন্য গমন করিতেন। ভ্রম ও পূর্ব্ব-সংস্কার পরিবর্জ্জিত হইয়া, মনোবৃত্তির নূতন সংস্কার হইবার পরে এই প্রকার ব্যবহারে মহা উৎসাহ ও উল্লাস উপস্থিত হইত।

ইনি চিরকালই জাতিভেদ-বিদ্বেষী, ইহা অনেকেই জানেন। ইহারও একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক বার দমদমা-অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইবার সময়ে পোদ নামক এক নীচ জাতির

হুঁকায় তামাক খাইয়া বেড়াইতে যান। প্রত্যাগমন অন্য একটী দোকানে গিয়া, তামাক খাইতে চাহিলে, মুদী বলিল,—'তোমাকে হুঁকা দিব না। তুমি পোদের হুঁকায় তামাক খে'য়েছ, তোমার জাত্ নষ্ট হ'য়েছে। ইহাতে অক্ষয়-বাবু তাহাকে বলিলেন,—'আমি জাত্ মানি না।' *

ইনি স্বীয় গ্রন্থাদিতে যেমন অকুতোভয়ে ও অকুণ্ঠিত হৃদয়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে নিজ-মত সকল প্রচার করিয়াছেন, তদনুযায়ী ব্যবহারও করিয়া আসিতেছেন। এ জন্য অশিক্ষিত লোকে ইঁহাকে খৃষ্টান্ ও নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করে।

ভ্রমণ বিষয়ে ইঁহার কিরূপ অনুরাগ, তাহা আর কি বলিব? অবস্থার ক্ষুণ্ণতা হেতু সচরাচর দূরদেশে বেড়াইতে গিয়া, তাহা চরিতার্থ করিতে পারিতেন না। এক বার শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মদেশ যাইবার সুযোগ ঘটায়, অত্যন্ত আহ্লাদিত মনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তৎ-কালে ইঁহার মাতা ইঁহার কলিকাতার বাসায় ছিলেন। সেই সময়ের কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার পীড়া হইয়াছিল। যদিও তখন তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা ছিল। তদবস্থায় অক্ষয় বাবু দেশান্তরে যান, ইহা তাঁহার মানসিক ইচ্ছা নয়, অথচ ইঁহার

---

* ইনি পূর্ব্বে তামাক খাইতেন; পীড়ার পর হইতে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যখনই তামাক খাইতেন, সেই সময়ে এক দিন ইঁহার মনে হয়, 'তামাক খওয়া উচিত কি না'? এবং তজ্জন্য ৩ তিন দিন সময় লইয়া, তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন। তাহাতে স্থির করেন,—'কেহ তামাক প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিলে, খাইব, নচেৎ নিজের চেষ্টায় প্রস্তুত করিয়া খাইব না।'

উৎসাহ দেখিয়া, স্পষ্টাক্ষরে নিষেধও করেন নাই। কেবল তাঁহার বিমর্ষ ভাব দেখিয়া, অক্ষয় বাবু উহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, নিজ জননীর ক্লেশাশঙ্কায় ব্রহ্মদেশ যাত্রা রহিত করিলেন, এবং দেবেন্দ্র বাবুকে কহিলেন,—"পিতৃ-অনুরোধে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, রামচন্দ্র যেমন বনে গমন করিয়াছিলেন, মাতৃ-ক্লেশানুরোধে আমাকেও তেমনি এ বারের ভ্রমণ-সুখে অদ্য বঞ্চিত হইতে হইল।"

বলিব কি, পঠদ্দশাতেই ইঁহার প্রথম কন্যা হয়। কলিকাতায় ইনি তদ্বিষয়ের সংবাদ পান। পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হন এবং দুই একটি বিচক্ষণ বয়স্যকে বলেন,—"আমি অসময়ে কি বদ্ধ হইয়া পড়িলাম। কোথায় আমি দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইব, দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নানা বিষয় শিক্ষা করিব, নানা স্থানে নানা বিষয় দর্শন ও সংগ্রহ করিব, না কোথায় শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া পড়িলাম। নূতন প্রকার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-জালে বদ্ধ হইলাম!"

অকালে ইনি কি দুর্জ্জয় রোগের হস্তেই পড়িলেন! এই দুর্নির্ব্বার রোগ ইঁহার এতাদৃশ প্রবল ভ্রমণ-লালসাকেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। ইনি শিরো-রোগ-নিবন্ধন এরূপ অসমর্থ ও নিয়মবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, বাসস্থান হইতে ২।৩ দুই তিন ক্রোশ অন্তর যাওয়াও ইঁহার পক্ষে কঠিন কর্ম্ম। যে স্থানে যান-বাহন যায় না, সে স্থানে যাইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কোন ক্রমে নানা প্রকার প্রক্রিয়া করিয়া যানারোহণ পূর্ব্বক, কোন স্থানে যাইতে পারেন, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে,—কখন ভারতবর্ষীয়

কৌতুকাগারে গিয়া, মহাকূর্ম্মাদি-পরিমাণ ও বুদ্ধ-প্রতিমাদি, অশোক-কীর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; অথবা ভূতত্ত্ব-সম্মত সুদীর্ঘ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরাদির আকার-প্রকার, লক্ষণাদি সন্দর্শন করিতেছেন; কখন তদ্বিষয়ক পুস্তকের সহিত ঐ সমুদায়ের ঐক্য করিয়া, দেখিবার জন্য একটি লোক পুস্তক হস্তে লইয়া, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন এবং আবশ্যক-মত তাহার অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন; কখন শিবপুরস্থ রাজকীয় উদ্যানে গমন পূর্ব্বক বৃক্ষলতাদির উদ্ভিদ্-বিদ্যা-সম্মত নাম ও লক্ষণাদি আলোচনা বা শোভনোদ্যানের কার্য্যালোচনা করিতেছেন; কখন কখন সন্ন্যাসী ও বৈরাগি-দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের আমূল-বৃত্তান্ত এবং প্রকাশ্য ও গুহ্য-ক্রিয়ানুষ্ঠান-বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। ইঁহার কর্ম্মচারী কাগজ পেন্সিল্ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, যাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন হয়, তাহা লিখিয়া লন। নিতান্ত সমান ভূমি দিয়া চলিলে, শিরোরোগ প্রযুক্ত মস্তক টলিয়া উঠে; ভারত-বর্ষীয় কৌতুকাগারে যষ্টি লইয়া গমন করিবারও বিধি নাই; অতএব অনেক সময়ে কর্ম্মচারীর স্কন্ধ বা ভুজদেশ ধারণ করিয়া, তথায় গমন করেন ও সেই অবস্থাতেই দ্রব্য-জাত পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। কেবল পূর্ব্ব-শিক্ষিত বিষয়-সমুদায়ের পর্য্যালোচনাই এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়; তদ্ব্যতিরিক্ত অপর গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য কি, তাহা চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগের ৫ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ও ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের

৩১০ বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী-বৃত্তান্ত।

টিপ্পণীর ৩১৯,৩২১,৩২৬ ও ৩৩১ পৃষ্ঠায় দেখিলে দৃঢ় হইবে। এ দেশীয় সুশিক্ষিত লোক! এখনও কিছু অনুকরণ করিবার চেষ্টা পাও!

অক্ষয় বাবু দেশ-ভ্রমণকে কেবল নির্ম্মল আনন্দের বিষয় মনে করেন, এমন নয়; এ সম্বন্ধে ইঁহার গুরুতর অভিপ্রায় আছে। ইনি বলেন,—"দেশ-ভ্রমণ না করিলে, মনুষ্যের মানস-পদ্ম বিকসিত হয় না। অতএব দেশ-ভ্রমণ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রণালীর অন্তর্গত হওয়া উচিত; ছাত্রেরা অপর যাহা কিছু শিখুক না কেন, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা না করিলে, সুশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হইবার অধিকারী হইতে পারে না; বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, দেশ-ভ্রমণ পূর্ব্বক অপরাপর বিষয়ের সহিত নিজ নিজ শিক্ষিত বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়-সমুদায় তাহাদের বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা বিধেয়। তাদৃশ সুশিক্ষিত ছাত্র-দিগকে উপাধি-বিশেষ প্রদান ও ষ্টুডেণ্টশিপ্ পরীক্ষার মত কোন রূপ ব্যবস্থা দ্বারা উৎসাহ দান করিবার বিষয়ে রাজ-পুরুষদের ও এ দেশীয় ধনীদের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করা আবশ্যক। যাঁহারা কোন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া বা নব নব বিষয় সমূহের সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই জীবনক্ষেপ করিতে সঙ্কল্প করিবেন, তাঁহাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন রূপ স্থায়ী ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; এরূপ না করিলে, চির-নিদ্রিতকে সচেতন করা হয় না।"

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। চুপীর যে অংশে ইঁহারা বাস করিতেন, তাহার নাম বঙ্গজ-পাড়া ছিল। সে অঞ্চলে বঙ্গজেরা তেজীয়ান্ লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই পুস্তকে যাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল, তিনি অল্প বয়সে অর্থাৎ রীতি-মত শিক্ষা-লাভের পূর্ব্বে প্রসঙ্গ-ক্রমে চুপীর বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

"তাহাতে বঙ্গজপাড়া, সে গ্রামের চূড়া।
সবার সমান তেজ, কিবা যুবা বুড়া॥"

ইঁহার পিতার একটি পিতৃব্য-পুত্রের নাম লালা দর্পনারায়ণ। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলা উদ্দীনের তোষাখানার দেওয়ান্ ছিলেন। নবাব তাঁহাকে এত ভাল বাসিতেন যে, নবাব বাহাদুরের অন্তঃপুর-মধ্যেও তাঁহার যাইবার নিষেধ ছিল না। একদা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর আদায় না হওয়াতে, তিনি নবাব-দরবারে নীত হন। লালা দর্প-নারায়ণ, রাজার নিষ্কৃতির জন্য বিশেষ-রূপ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করাইয়া দেন। এই জন্য রাজা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ (১২,০০০) বার হাজার টাকার উপস্বত্বের (লাভের) জমিদারি 'কবজপুর' পরগণা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দেওয়ানজি উহা লইতে স্বীকৃত হন নাই। নবাব-সরকারে কর্ম্ম করাতে, দর্পনারায়ণ দত্তজ লালা 'উপাধি' পাইয়াছিলেন। তিনি এবং এ বংশীয় অন্য অন্য ব্যক্তি আপনাপন স্বভাবানু-যায়ী তেজস্বিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এখন সেই তেজস্বিতা বাঙ্গলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়া, বাঙ্গলা ভাষাকে তেজস্বিনী করিয়া দিয়াছে। ইঁহার বংশাবলি যেরূপ পাইয়াছি, পশ্চাৎ মুদ্রিত হইল।

ইঁহার বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম শিবরাম দত্ত। তাঁহার পুত্র রাজবল্লভ দত্ত, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়া, চুপীতে বাস করেন। তাঁহার পুত্র রামশরণ। রামশরণের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর এবং পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের পুত্র অক্ষয়কুমার দত্ত।
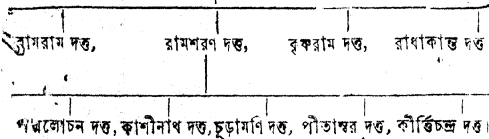
শিবরাম দত্ত।
|
রাজবল্লভ দত্ত।
|
রামরাম দত্ত, রামশরণ দত্ত, কৃষ্ণরাম দত্ত, রাধাকান্ত দত্ত
|
পদ্মলোচন দত্ত, কাশীনাথ দত্ত, চূড়ামণি দত্ত, পীতাম্বর দত্ত, কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত।
|
অক্ষয়কুমার দত্ত।

পীতাম্বর দত্তের প্রথমে চারিটি সন্তান নষ্ট হয়। দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা মাতৃগর্ভেই মরিয়া যায় এবং মথুরানাথ নামে অপর একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া, কয়েক মাস পরে প্রাণত্যাগ করে। মথুরানাথের পিতা মাতা শোকাকুল হইয়া, আপনাদের ধর্ম্মানুসারে অনেক দেবতার স্থানে অনেক প্রকার মানসিক করেন এবং চুপীর ন্যূনাধিক ১॥० দেড় ক্রোশ দক্ষিণে কাণা গোঁসাই নামে যে একটি অন্ধ সাধু অবস্থিতি করেন, ১২২৬ সালে তাঁহা দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করান। ১২২৭ সালে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়।

ইঁহার পিতা-মাতা কিরূপ উৎকৃষ্ট স্বভাবের লোক পাঠকগণ এই পুস্তকের প্রথমেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। একে তাঁহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই প্রবল, তাহাতে আবার ইঁহার জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে ও গর্ভাবস্থায় কেবল ধর্ম্মেই মনোনিবেশ ছিল, ইহাতে যেরূপ ফলোৎপত্তি হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪২	১২	ঈশ্বর গুপ্ত ব্যবসায়	শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যবসায়ে
৪৯	২৪	6 months	6 months". —[Descriptive Catalogue of Bengali Books.]
৫৬	২৪	হিন্দু কালেজের	কৃষ্ণনগর কালেজের
৫৬	২৬	ছিলেন না অথচ	ছিলেন বলিয়া,
৫৭	১৯	devoted	devonred
৫৮	৭	enlistening	eulisting
৯০	১৩	ন্যায়রত্ন	বিদ্যারত্ন
১৬১	২	Nyáyaratna	Vidyáratna
১৬১	২	অবস্থায়	অবস্থায়
২০১	২০	নীলকর চা-কর	নীলকর, জমিদার
২২২	৮	যে বয়ে প্রস্থবি	যে বিষয়ে প্রস্থ
২৪০	১৩	400	700
„	২০	It i	It is
„	২১	greatlys	greatly
২৫০	২৪	Caws	Laws

২৬০	৭১৩	পাওয়া যায়,	শুনিতে পাওয়া যায়
২৪৩	২১—২২	১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের	১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের
২৮৫	২৩	অনুরাগিনী	অনুরাগিণী
২৯০	১৮	পত্রিকার	পত্রিকায়
৩০৭	২১	যখনই	যখন ইনি
,,	২২	খওয়া	খাওয়া
৩০৮	৯	উদ্বিগ্ন	উদ্বিগ্ন